শ বর্ষ [মাঘ, ১৩৩৪] দশম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার

১২১ নং উপন্যাস

রঙ্গিণীর রণ-রঙ্গ

[প্রথম সংস্করণ]

২-এ, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা,
‘রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে’
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায়-কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

‘রহস্য-লহরী’ কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ-সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ বার আনা।

রঙ্গিণীর রণ-রঙ্গ

প্রথম কল্প

রাজপথে আর্ত্তনাদ

জানুয়ারী মাসের রাত্রি। আকাশমণ্ডল নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল; সেই দুর্য্যোগের মধ্যেই ইংলণ্ডের সেণ্ট পেনারেস পল্লীস্থিত একটি গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া একদল লোক গলির ভিতর কি দেখিতেছিল দূর হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না; কিন্তু তাহাদের সকলেরই আগ্রহপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টি সেই গলির দিকে প্রসারিত।

সেই গলির ভিতর কিছু দূরে আলোক-স্তম্ভ শিরে একটি আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলোক-স্তম্ভের নিকট দুই জন পুলিশম্যান লগুড়হস্তে বিরাজমান। যে সকল লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতেছিল, একজন তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিতেছিল; দ্বিতীয় প্রহরী দেওয়াল-সন্নিহিত ফাকা যায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কি পাহারা দিতেছিল, তাহা দেখিবার জন্যই সমাগত পথিকগণের ঐরূপ কৌতূহল।

সেই দেওয়ালের নিকট একটি রমণীর মৃতদেহ পূর্ব্ব-রাত্রি হইতে পড়িয়া ছিল; মৃতদেহটি যে পরিচ্ছদে আবৃত ছিল তাহা শোণিতরঞ্জিত; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃষ্টি হওয়ায় সেই শোণিতরাশি ধুইয়া গিয়াছিল। সারাদিন ধরিয়া বহু নরনারী, বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সেই পথে আসিয়া কৌতূহল ভরে সেই মৃতদেহটি দেখিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু মৃতদেহটি কেন সেখানে পড়িয়া আছে, কে সেই রমণীকে হত্যা করিয়া সেখানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল—ইত্যাদি সংবাদ

জানিতে পারে নাই। লোকের মুখে মুখে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় জনতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল।

রাত্রি অধিক হইলে একজন দীর্ঘদেহ সুবেশধারী প্রৌঢ় একটি খর্ব্বকায় বলিষ্ঠ যুবককে সঙ্গে লইয়া সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই মৃতদেহের নিকট অগ্রসর হইতেই, যে কন্‌ষ্টেবলটা পথিকগণকে দূরে সরাইয়া দিতেছিল—সে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "ওদিকে যাইতে পাইবে না, তফাৎ যাও।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "পথ দিয়া কাহাকেও চলিতে দিবে না? তোমার যে ভয়ঙ্কর জুলুম! ব্যাপার কি বল ত।"

কন্‌ষ্টেবলটা তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর মোলায়েম সুরে বলিল, "ওঃ মিঃ ব্লেক, আপনি? নমস্কার! প্রথমে আপনাকে চিনিতে পারি নাই। এই দুর্য্যোগের রাত্রে আপনি এ পথে আসিবেন ইহা ত একবারও মনে হয় নাই। মেঘের অবস্থা বড়ই ভয়ানক, তাহার উপর বৃষ্টির বিরাম নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এ রকম রাত্রিতে পথে এরূপ জনসমাগম হইবে তাহা আমিও আগে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম এ সময় দায়ে না পড়িলে কেহই পথে বাহির হইবে না; কিন্তু বৃষ্টিধারা অগ্রাহ্য করিয়া অসংখ্য লোক চারি দিকে দাঁড়াইয়া আছে; কি যে দেখিতেছে তাহা তাহারাই জানে।"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "লোকগুলার কৌতূহলের অন্ত নাই! আমি একটি বৃদ্ধা মহিলাকে চিনি। তিনি তিন সপ্তাহ কাল শয্যাগত ছিলেন; ব্রঙ্কাইটিসে ভুগিতেছিলেন। তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই, অথচ এই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ঐ মৃতদেহ দেখিতে আসিয়াছিলেন! কেহ কোথাও খুন হইয়াছে শুনিলে যেন লোকের মাথায় খুন চাপে! মৃতদেহটা দেখিতে আসাই চাই; মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সে দিকে দৃষ্টি নাই। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র, আপনি কি মৃতদেহটি দেখিবেন? আপনি যদি তাহা পরীক্ষা করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনায়াসেই ওখানে যাইতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ কনষ্টেবল! কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। সে কাজ আমি আজ সকালেই শেষ করিয়াছি। কোন নূতন সংবাদ থাকে ত বল। হত্যাকাণ্ডটা রহস্যজনক।"

কনষ্টেবল চারি দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেকের কাণের কাছে মুখ রাখিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "আমরা আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় একজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। বোধ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করা অন্যায় হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহার গ্রেপ্তারের কথা জানি। আমি থানা হইতেই এখানে আসিতেছি। ভাবিলাম, যদি আর কোন নূতন সংবাদ থাকে ত শুনিয়া যাই।"

কনষ্টেবল বলিল, "না মিঃ ব্লেক! আর কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের এখানে সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। চল স্মিথ! এখানে দাঁড়াইয়া আর বৃষ্টিতে ভিজিয়া ফল কি?—নমস্কার, কনষ্টেবল।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই গলি পরিত্যাগ করিলেন। সেই বৃষ্টির মধ্যে পথে চলিতে চলিতে স্মিথের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কথা লইয়া আলোচনা করিতে তাঁহার আগ্রহ হইল না। তাঁহারা নিঃশব্দে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সিক্ত পরিচ্ছদে বাড়ী ফিরিলেন।

মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষের দীপালোক তখন অত্যন্ত মৃদু। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল আলো কমাইয়া দিয়া বহুপূর্ব্বে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে। সে মিঃ ব্লেকের পরিচারিকা; সে জানিত অনেক দুর্দ্দান্ত দস্যু মিঃ ব্লেকের মহাশত্রু। এই দুর্য্যোগের রাত্রে তাহাদের কেহ মিঃ ব্লেককে খুন করিতে আসিয়া তাহাকেই হত্যা করিয়া পলায়ন করিতে পারে—এই আশঙ্কায় মিসেস্ বার্ডেল তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার

অর্গলরুদ্ধ করিয়াছিল; তাহার বালিসের কাছে একখানি বাইবেল ও একটি পুলিশ হুইশ্ল। যদি পুলিশ হুইশ্লের সাহায্যে তাহার প্রাণরক্ষা না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সে স্বর্গের পথ মুক্ত করিবে—ইহাই তাহার সঙ্কল্প ছিল।

মিঃ ব্লেক সিক্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন। স্মিথও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করিয়া অগ্নিকুণ্ডে শুষ্ক কাঠ ঠেলিয়া দিয়া আগুনটা জমকাইয়া লইল। তাহার পর অগ্নিকুণ্ডের কাছে একখানি চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতে লাগিল। দুইটি দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত হইল।—সে থানায় গিয়া গারদে অবরুদ্ধ যে হতভাগ্যকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহার আতঙ্কবিহ্বল মুখ ও হতাশ ভাব পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—অসংখ্য লোক, কিরূপ আগ্রহ ও কৌতূহল ভরে সেই নিহতা নারীর মৃতদেহটি দেখিতেছিল। এক দিকে পুলিশ কবলিত আসামীর ভীষণ আতঙ্ক, অন্য দিকে অসংখ্য নরনারীর অপরিতৃপ্ত কৌতূহল। এই উভয়ের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুস্তর ব্যবধান, তাহা জটিল রহস্যের নামান্তর।

মিঃ ব্লেক হঠাৎ বলিলেন, "স্মিথ, কি ভাবিতেছ?"

স্মিথ মুখ তুলিয়া বলিল, "র‍্যাম কোর্টের হত্যাকাণ্ডের কথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহা বুঝিয়াছি। পুলিশ যে লোকটাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছে তাহাকে দেখিয়াছ ত? তাহাকে দেখিয়া কি প্রকৃত অপরাধী বলিয়া ধারণা হয়?"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "সন্দেহের কোন কারণ আছে বলিয়া ত মনে হয় না কর্ত্তা! অপরাধী না হইলে কি তাহাকে ঐ রকম আতঙ্ক-বিহ্বল দেখিতাম? উঃ, তাহার সেই ভয়কাতর মুখের ব্যাকুলতা শীঘ্র ভুলিতে পারিব না। অতি ভীষণ দৃশ্য! এখনও তাহার হতাশ মুখ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। শুনিয়াছি—একবার একজন লোকের দুই চোখ ভয়ে ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল; এই লোকটার অবস্থা দেখিয়া সেই কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতেছিল। উহার অবস্থা কি শোচনীয়!"

মিঃ ব্লেক পাইপে ধূম্র উদ্গিরণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, অত্যন্ত শোচনীয়।"

স্মিথ বলিল, "সার্জ্জেণ্টের কথাগুলা সত্য বলিয়াই মনে হয় কর্ত্তা! পুলিশ এখন তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তেমন ব্যস্ত নহে। লোকটা ভয় পাইয়াই ধরা দিয়াছে। পুলিশ তাহার অপরাধ-স্বীকারোক্তি শীঘ্রই লিখিয়া লইবে। লোকটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে এ কাজ তাহারা নিশ্চয়ই করিবে। আমার ত মনে হয় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কি জন্য আপনার সাহায্য চাহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই; উহারা আমাদের লইয়া টানাটানি না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িলেন। ডাক্তার সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ ব্লেকের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার পর কোন জটিল রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিলেই তাঁহারা মিঃ ব্লেকের উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করিতেন; অনেক বিষয়েই তাঁহার বিশ্লেষণ-শক্তির উপর নির্ভর করিতেন। কোন কোন অপরাধের তদন্তে ভুল করায় এবং মামলার বিচার কালে বিচারকের তিরস্কারভাজন হওয়ায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইন্স্পেক্টর ফসেট কোন রহস্যপূর্ণ অপরাধের তদন্ত-ভার পাইলেই মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিতেন না। মিঃ ব্লেক যেন তাঁহার অকূলের কাণ্ডারী!

এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভারও ইন্স্পেক্টর ফসেটের উপর অর্পিত হইয়াছিল; তিনি হত্যা-রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেকের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমরা থানায় গিয়া ভালই করিয়াছিলাম স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "কারণ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পুলিশ হুগিন্‌সকে দিয়া একরার করাইতে পারিবে না।"

স্মিথ বলিল, "কেন? আপনি কি মনে করেন সে এতই ভয় পাইয়াছে যে, একরার করাইবার চেষ্টা বিফল হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার একরার করিবার কিছুই নাই।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কি বলিলেন? তবে কি সে নিরপরাধ? আপনি কি সত্যই তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ স্মিথ, আমার বিশ্বাস সে অপরাধী নহে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু ঘটনাচক্র যে তাহার অত্যন্ত প্রতিকূল। নিহতা যুবতী তাহার বাড়ীতেই বাস করিত, তাহার ভাড়াটে ছিল। ইহার উপর তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, এমন কি, অনেক সময় উহারা কলহ করিত। তাহাদের বিরোধেরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পুলিশ যে ছোরাখান পাইয়াছে, তাহাতে তাজা রক্ত লাগিয়া ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এবং ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, ঐ হত্যাকাণ্ডের অল্প কাল পূর্ব্বে একটা পোষা খরগোস কাটিয়া তাহার পুত্রের জন্য পাক করা হইয়াছিল। বেশ, আর কি বলিতেছিলে—বল।"

স্মিথ বলিল, "আর উহার ভয়! উহাকে গ্রেপ্তার করিবার সময় ভয়ে উহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। আপনি ইন্‌স্পেক্টর ফসেট কি গ্রেপ্তারকারী সার্জ্জেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সময় সে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার চোখ দুটি ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল। তাহার বাক্‌শক্তিও বিলুপ্ত হইয়াছিল। নিরপরাধ ব্যক্তিকে বিনা-অপরাধে গ্রেপ্তার করিলে তাহার কি কখন ওরকম আতঙ্ক হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন কোন অবস্থায় হয় বৈ কি।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাস ভরে বলিল, "কোন্ কোন্ অবস্থায় ঐরূপ হয় শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন কোন রোগে আক্রান্ত হইলে ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে। কণ্ঠনালীর 'থাইরইড গ্লাণ্ডে'র (thyroid gland in the throat) পীড়ায় ঐ অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। পুলিশের যদি চিকিৎসা-বিদ্যায় কিঞ্চিৎ,

অভিজ্ঞতা থাকিত তাহা হইলে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইত। কোন কোন রোগের বাহ্যিক লক্ষণ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান থাকা উচিত বলিয়াই আমার মনে হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানে মাতালের সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত (apoplexy) রোগীর অবস্থা ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারীরা অনেক সময় এই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া সাংঘাতিক ভুল করে। আতঙ্কে ও গ্রেভিস্-হৃদ্‌রোগে (Graves' disease of the heart) মানুষের মুখের ভাবে প্রায় একই রকম বিহ্বলতা লক্ষিত হয় ; কিন্তু এই উভয়ের বিভিন্নতা পুলিশের জানা উচিত। হুগিন্‌স নামক যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহার গলায় কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলে কি ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, তাহার গলার নীচের অংশটা ফুলিয়া উঠিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও ঐরূপ মনে হইয়াছিল। ঐ রোগের আর একটি লক্ষণ এই যে, উহার আক্রমণের ফলে চক্ষু ঠেলিয়া বাহির হয়, মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। স্নায়ুর অসাধারণ উত্তেজনা বশতঃ ঐ সকল পুরুষ বা নারীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, কথার এরূপ জড়তা লক্ষিত হয় যে, মনে হয় তাহারা আতঙ্কে অভিভূত হইয়াই ঐরূপ করিতেছে। এই অবস্থায় হঠাৎ কোন পুলিশম্যানকে সম্মুখে দেখিলে ঐরূপ রোগীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া থাকে ; তাহার উপর যদি সে বুঝিতে পারে নরহত্যার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে—তাহা হইলে হঠাৎ তাহার—"

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ নীরব হইলেন। তিনি দ্বারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কে ও দরজায় ধাক্কা দিতেছে ?"

মিঃ ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল উৎকণ্ঠাকুল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি ঘরে আছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আছি। দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে এস।"

মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার বিরাট বপু জাপানী রেশম-নির্ম্মিত ছিটের পরিচ্ছদে আবৃত ছিল ; ছিটের উপর কাকাতুয়ার চিত্র

অঙ্কিত। সুতরাং মিসেস্ বার্ডেলকে দেখিয়া মনে হইল—সে এক ঝাঁক কাকাতুয়ায় পরিবেষ্টিত হইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে !

মিসেস্ বার্ডেল বিচলিত স্বরে বলিল, "আপনি কখন ঘরে ফিরিয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। আমি তাহা না জানিয়াই টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল—সে এখানে আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে !—কে সে ?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "সেই লোকটা,—যে টেলিফোনে কথা বলিতেছিল।"

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিথও সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলকে বলিলেন, "ফোনে আমাকে কেহ ডাকিতেছিল বুঝি ?—বোধ হয় জ্যাকস ক্লাব হইতে আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "না মহাশয়, মিঃ জ্যাক্সের কণ্ঠস্বর ত আমার অপরিচিত নহে। মিঃ জ্যাক্স আপনাকে ডাকেন নাই। সে কণ্ঠস্বর অন্য লোকের; ভারি আওয়াজ, লোকটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কথা বলিতেছিল। মনে হইল, কেহ পশ্চাৎ হইতে তাহাকে তাড়া করায় সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল, ভয়ে মুখ হইতে স্পষ্ট কথা বাহির হইতেছিল না। সে টেলিফোনে জানিতে চাহিল—আপনি বাড়ী আছেন কি না, এবং আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এখানে আসিতে পারে কি না। সে আরও বলিল, আপনার সহিত সাক্ষাতের উপর তাহার সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে। তাহার কণ্ঠস্বরে ভয় ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাইয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। আপনি বাড়ীতে অনুপস্থিত, সে হঠাৎ আসিয়া যদি কোন ফ্যাসাদ ঘটায়—এই ভয়ে আমি তাহাকে এখানে আসিবার অনুমতি দিতে পারি নাই। আপনি বাড়ী ফিরিলে তাহার এখানে আসায় ক্ষতি নাই মনে করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম—ইচ্ছা হইলে সে কাল

সকালে আসিতে পারে। আমার কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পাগলের মত কি কতকগুলা অসংলগ্ন কথা বলিল, তাহার পর তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু হইল; অবশেষে যন্ত্রণা সূচক গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন আমার মনে হইল যেন কেহ হঠাৎ তাহাকে—"

মিসেস্ বার্ডেল নীরব হইয়া সভয়ে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথা বলিতে বলিতে থামিলে কেন? তোমার মনে হইল কেহ যেন হঠাৎ তাহাকে—কি করিল?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "হাঁ, আমার মনে হইল—কেহ যেন হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল, এই জন্যই তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় তাহার মুখ হইতে গোঁ-গোঁ শব্দ বাহির হইতেছিল।"

মিসেস্ বার্ডেলের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। মিসেস্ বার্ডেল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনি বোধ হয় মনে করিতেছেন আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে—আমি প্রলাপ বকিতেছি! কিন্তু আমি আপনাকে একটি কথাও বাড়াইয়া বলি নাই। ইহা এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার যে, আমিও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। সেই লোকটি হাপাইতেছিল, এবং কণ্ঠরোধ হওয়ায় শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল—তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার পর তাহার হাত হইতে টেলিফোনের রিসিভার সশব্দে খসিয়া পড়িল—ইহাও সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম। কিন্তু ও কি? কিসের শব্দ? কি ভয়ানক!"

মিসেস্ বার্ডেলের মুখ শুকাইয়া মার্ব্বেলের মত সাদা হইয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ হঠাৎ কি একটা আতঙ্ক-বিহ্বল আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। শব্দটা নীচের দিক হইতে আসিয়াছিল। স্মিথ সেই শব্দ শুনিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া দ্রুতবেগে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। শব্দটি অতি সকরুণ হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ; যেন কোন লোক অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক

আক্রান্ত হইয়াছিল। আততায়ী যেন তাহার কণ্ঠদেশ সবলে চাপিয়া ধরিয়াছিল—এজন্য সেই বিপন্ন লোকটি সাহায্য লাভের আশায় প্রায় রুদ্ধস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা অর্থহীন, ভীতিব্যঞ্জক ও যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদের মত শুনাইল। তাহাতে এরূপ বেদনা ও মর্ম্মভেদী কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, সেই শব্দ শুনিয়া স্মিথেরও বুক কাঁপিয়া উঠিল।

তাহার পর-মুহূর্ত্তেই সদর দরজায় দুম্‌দাম্ শব্দ আরম্ভ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া মিসেস্ বার্ডেল সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কে ও! কে কিজন্য ও ভাবে দরজায় ঘা দিতেছ?"—মিসেস্ বার্ডেল সভয়ে দ্বার-প্রান্ত হইতে মিঃ ব্লেকের চেয়ারের কাছে সরিয়া গেল। স্মিথ সেই কক্ষের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "তাই ত! কে ও? উহার মতলব কি?"

দ্বিতীয় কল্প

নির্ব্বাক আগন্তুক

মিসেস্ বার্ডেল মিঃ ব্লেকের চেয়ারের কাছে সরিয়া গিয়া ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল এবং কম্পিতস্বরে বলিল, "হাঁ, এ তাহারই আর্ত্তনাদ! টেলিফোনে যে আপনাকে ডাকিতেছিল—তাহারই কণ্ঠস্বর। কর্ত্তা দরজা খুলিতে আপনি আমাকে নীচে পাঠাইবেন না। আমি উহাকে দরজা খুলিয়া দিতে পারিব না। আমার বড়ই ভয় হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলকে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর চেয়ার হইতে উঠিয়া সদয়ভাবে তাহার কাঁধে হাত দিলেন, এবং আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "তুমি এত ভয় পাইয়াছ কেন বুঝিতে পারিতেছি না; এই অমূলক আতঙ্ক বোধ হয় তোমার স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ফল। আমি তোমার জন্য একটা বলকারক ঔষধের (tonic) ব্যবস্থা করিব। মোটা মানুষের স্নায়ু স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তুমি যতই বুড়া হইতেছ, ততই তোমার শরীর ফুলিয়া ঢাক হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও বাড়িয়া যাইতেছে। যেরূপে হউক তোমার এই দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে। যদি হঠাৎ তোমার মত নিপুণা পাচিকাকে হারাই—তাহা হইলে অনাহারে আমারও প্রাণ যাইবে।"

মিসেস্ বার্ডেল দিন দিন 'ফুলিয়া ঢাক' হইতেছে, এবং তাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতাই তাহার ভয়ের কারণ—এ কথা শুনিয়া তাহার বড়ই রাগ হইল; মিঃ ব্লেকের উক্তি অসঙ্গত—ইহা বুঝাইবার জন্য সে তাঁহাকে বলিল, "আমি দিন দিন কাহিল হইতেছি, আমার সাবেক পোষাক এখন গায়ে ঢিল হয়, আর আপনি বলিলেন—আমি ফুলিয়া ঢাক হইতেছি! আপনি আমার শরীরে নজর দিলে আমার শরীর শুকাইয়া চামচিকের মত শীর্ণ হইয়া যাইবে। আপনি যাহাই বলুন, উহা

সেই লোকটারই কণ্ঠস্বর। সে বিপন্ন হইয়া আপনার কাছে আসিতেছে—কিম্বা অন্য কোন লোক তাহাকে তাড়া করিয়া আমাদের দরজা পর্য্যন্ত আনিয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত এখনই একটা ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে পাইব। প্রাণ হাতে করিয়া আপনার বাড়ীতে চাকরী করিতে হয়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার আশ্রয়ে না থাকিলে এতদিন কেহ ছোরা মারিয়া তোমার ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দিত! যাহারা ছোরা দিয়া মানুষ খুন করে—তোমার ঐ বিরাট ভুঁড়ি দেখিয়া, উহা ফাঁসাইয়া মজা দেখিবার জন্য তাহাদের কিরূপ লোভ হয় তাহা তুমি বুঝিতে পার না। কেবল আমার ভয়ে তাহাদের ছোরা তোমার ভুঁড়ি স্পর্শ করিতে পারে না। আমি স্বীকার করিলাম—সেই লোকটাই আর্ত্তনাদ করিল, কিন্তু সেজন্য তোমার ভয় পাইবার কারণ কি? তোমাকে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি।"

মিসেস্ বার্ডেল মিঃ ব্লেকের অভয়বাণী শুনিয়াও আশ্বস্ত হইতে পারিল না; সে সশঙ্ক দৃষ্টিতে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিলেন না, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন—আমার কথা সত্য। হাঁ, সে সদর দরজায় ঘা দিতেছে, সে ভিন্ন অন্য কেহ নয়। ঐ শুনুন—কি রকম অধীর ভাবে জোরে জোরে দরজা গুঁতাইতেছে! দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে না কি?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাছে থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই মিসেস্ বার্ডেল! লোকটা কে, শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে কিছু কাল অপেক্ষা কর। আর যদি এখানে থাকিতে তোমার সাহস না হয়—তাহা হইলে তোমার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ কর। তাহার পর কম্বল মুড়ি দিয়া চক্ষু মুদিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলে তোমাকে কাহারও তোয়াক্কা রাখিতে হইবে না।"

বহির্দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত হইলেও মিঃ ব্লেকের অনুমতি না পাওয়ায় স্মিথ দরজা খুলিবার জন্য নীচে যাইতে পারে নাই; সে দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে

স্মিথ মিসেস্ বার্ডেলকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে রাখিতে চলিল।—স্মিথ তাহাকে তাহার শয়ন-কক্ষে রাখিয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। ঠিক সেই সময় বহির্দ্বারে পুনর্ব্বার করাঘাত হইল; কিন্তু এবার শব্দটা অপেক্ষাকৃত মৃদু। সেই শব্দে অধীরতা বা ব্যাকুলতার আভাস মাত্র ছিল না,—যেন তাহা দুর্ব্বল, শিশু হস্তের আঘাত!

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলের অন্তর্দ্ধানের পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্মিথকে দেখিয়া তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া টেবিলের দেরাজ খুলিলেন, তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "আমার বিজলি-বাতি কোথায়?"

স্মিথ বলিল, "কোনটা?—ছোট বাতিটা, না বড় মশালটা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, মশালটার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

স্মিথ সেই কক্ষের দেওয়ালের কাছে সরিয়া গিয়া আর একটি টেবিলের দেরাজ খুলিল, এবং তাহার ভিতর হইতে মশালের মত বৃহদাকার একটি বিজলি-বাতি বাহির করিল। বাতি হইলেও তাহা কন্‌ষ্টেবলদের 'ব্যাটন' অপেক্ষা ভীষণ অস্ত্র! একবার ঘুরাইয়া কাহারও মাথায় একটি ঘা দিতে পারিলে মাথাটি ছাতু হইয়া যায়! কিন্তু মিঃ ব্লেক কোন দিন তাহা ঐ ভাবে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই বিজলি-বাতিটির আলোক অসাধারণ উজ্জ্বল। যে সকল বিজলি-বাতি সাধারণতঃ কিনিতে পাওয়া যায়—সেগুলি ইহার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। লণ্ডনের নদীতীরে যে সকল গুদাম-ঘর আছে—সেই সকল গুদামে যাহারা অত্যুজ্জ্বল দীপালোকের সাহায্যে ইঁদুর ধরে, তাহাদের বাতির উজ্জ্বলতা দেখিয়া মিঃ ব্লেক এই বিজলি-বাতি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি সেই সকল গুদামে গিয়া যে সকল ইঁদুর দেখিতেন সেগুলি এক একটা খরগোসের মত! আমরাও কলিকাতার হাটখোলা-অঞ্চলে কোন কোন চাউলের গুদামে যে সকল ইঁদুর দেখিয়াছি সেগুলি বড় বড় বিড়ালকে তাড়াইয়া কামড়াইতে যাইত! মিঃ ব্লেক দেখিয়াছিলেন, যাহারা ইঁদুর ধরিয়া অর্থোপার্জ্জন করে—তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুদামে প্রবেশ করিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত, ইঁদুরের পাল আহারান্বেষণে গুদামে প্রবেশ করিলে, তাহারা ইঁদুরগুলির উপর

সেই বাতির তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিত, সেই আলো চোখে পড়িবামাত্র ইঁদুরগুলা হঠাৎ অন্ধ হইয়া যেন সম্মোহিত অবস্থায় বসিয়া থাকিত, কয়েক মিনিট তাহাদের নড়িবার-চড়িবার শক্তি থাকিত না ; সেই সুযোগে 'ইঁদুর-ধরারা' (rat-catchers) ইঁদুরগুলাকে ধরিয়া ঝোলার ভিতর নিক্ষেপ করিত।—তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—যে সকল মনুষ্যরূপী ইঁদুর অন্ধকার-রাত্রে আহারান্বেষণে বাহির হয়—তিনি সেই সকল তস্করকে আলোকের তীব্রতায় অন্ধ ও অভিভূত করিয়া অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ এই আলোকে তাহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিলে তাহাদের 'ভ্যাকাচ্যাকা' লাগিবে ; সেই সুযোগে তিনি তাহাদের আক্রমণ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবেন।—তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের একতালার সিঁড়িতে একটি 'সুইচ' ছিল। সেই সুইচ টিপিলে সেই অট্টালিকার একতালার সমুদয় বিজলি-দীপ মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া সমুদয় কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিবার ব্যবস্থা ছিল। মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া একতালায় আসিয়া সেই সুইচ টিপিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একতালার সমুদয় বিজলি-বাতি নিবিয়া গেল। তাহার পর তিনি স্মিথের সহিত অন্ধকারের ভিতর হাতড়াইতে হাতড়াইতে নীচের হল-ঘরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এই দ্বারের অদূরে সদর দরজা। স্মিথ সেই দ্বারের নিকট মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে স্মিথ বলিল, "তাহারা চলিয়া গিয়াছে কর্ত্তা ! সদর দরজার বাহিরে এখন বোধ হয় কেহই নাই।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না, তিনি হল-ঘরের একটি জানালার সম্মুখে গিয়া পর্দ্দাখানি সরাইয়া দিলেন, এবং জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দার উপর একটি কৃষ্ণবর্ণ ছায়া-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুক দরজায় ধাক্কা না দিলেও তখন পর্য্যন্ত সেখানে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে রুদ্ধদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বিজলি-দীপের যে বোতাম টিপিলে দীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই বোতামটির উপর বুড়া আঙ্গুল স্পর্শ

করিয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করিলেন ; তাহার পর চক্ষুর নিমেষে বহির্দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। স্মিথ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁহার-কার্য্য প্রণালী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক দ্বার খুলিয়া বিজলি-বাতির বোতাম টিপিলেন। সেই বাতির তীব্র আলোক-রশ্মি দ্বারপ্রান্তস্থিত আগন্তুকের চক্ষুতে প্রতিফলিত হইয়া তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া দিল ; যেন বায়স্কোপের পটের উপর একখানি মুখের ছবি হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। সেই মুখ কাগজের মত সাদা, ফ্যাকাসে ; কিন্তু মুখ দিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। লোকটির উভয় চক্ষু মুদিত, এবং তাহার নীচের চুয়াল খানিক নামিয়া পড়িয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়াছিল। সমগ্র মুখমণ্ডলের দৃশ্য অতীব ভয়াবহ ; তাহা দেখিয়াই তাঁহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

আগন্তুকের চক্ষু সেই তীব্র আলোক-সম্পাতেও কুঞ্চিত বা স্পন্দিত হইল না। মিঃ ব্লেক দ্বারের বাহিরে এক পদ অগ্রসর হইতেই আগন্তুকের দেহের সহিত তাঁহার দেহের সংঘর্ষণ হইল ; তিনি বিস্ময় ও বিরক্তিব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করিয়া ভিতরে সরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকের সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁহার পদপ্রান্তে সানের উপর লুটাইয়া পড়িল !

মিঃ ব্লেক এক হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার বিজলি-বাতির আলোক-ধারা অচেতন আগন্তুকের মুখের উপর বিক্ষিপ্ত করিলেন। স্মিথও এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত ভাবে মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ। লোকটা যে মরিয়া গিয়াছে কর্ত্তা ! পড়িয়াই মরিল, না, মরিয়া দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—আপনি দরজা খুলিবামাত্র উহার মৃতদেহ ঐ ভাবে পড়িয়া গেল ? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না ! এ কি ব্যাপার ?"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমিই বা তাহা কি করিয়া বলি ?—শীঘ্র উহার দুই পা তুলিয়া ধর, আমি উহার মাথা ধরিতেছি ; চল, উহাকে ঘরের ভিতর লইয়া যাই। দরজাটা আগে বন্ধ করিয়া দাও। বড়ই বিভ্রাট !"

মিঃ ব্লেক এই বিরক্তিজনক দৃশ্য দেখিয়া ও এইভাবে বিপন্ন হইয়া অত্যন্ত

বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে জীবনে বহুবার বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; এ সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে কোন কথা জানিতে পারেন নাই। ইহা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অচিন্তপূর্ব্ব।

তিনি স্মিথের সাহায্যে আগন্তুকের অসাড় দেহ হল-ঘরে আনিয়া একখানি ক্ষুদ্র গালিচার উপর সংস্থাপিত করিলেন। তাহার পর হল-ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "আলো জ্বালিয়া দাও।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপিয়া হল-ঘরের আলো জ্বালিলে মিঃ ব্লেক আগন্তুকের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আগন্তুক যুবা পুরুষ, দীর্ঘদেহ, কিন্তু দেহ ক্ষীণ নহে; সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তাহার পরিচ্ছদ নানা স্থানে ছিন্ন ও কর্দ্দমাক্ত। তাহার গলার কলার ও 'টাই' খুলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইল কোন আততায়ী তাহার গলা সবলে চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধের চেষ্টা করিয়াছিল; সেই অবস্থায় সে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে ধস্তাধ্বস্তি করিতেছিল।

আগন্তুকের বিবর্ণ মুখ শোণিতাপ্লুত। তাহার দক্ষিণ হস্তের মুঠার ভিতর তখনও একখানি সাদা রুমাল ছিল, কিন্তু রুমালখানি রক্তে লাল হইয়া গিয়াছিল। তাহার কোটের বোতাম খুলিয়া যাওয়ায় কোটের নিম্নস্থিত সার্ট দেখা যাইতেছিল। স্মিথ দেখিল সার্টের যে অংশ বুকের উপর ছিল—সেই অংশ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। স্মিথ মনে করিল—তাহার বুকের রক্তেই সেই স্থান রঞ্জিত হইয়াছে।

স্মিথ সেই নিস্পন্দ দেহের পাশে বসিয়া গম্ভীর ও বিষণ্ণ ভাবে যুবকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের চিন্তাক্লিষ্ট অপ্রসন্ন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে মিঃ ব্লেককে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "হাঁ কর্ত্তা! মরিয়া গিয়াছে। কেহ নিশ্চয়ই ইহাকে খুন করিয়াছে।

আমাদের দরজায় আসিয়া লোকটা খুন হইল! কি আপশোষের বিষয়! এ বড়ই নোংরা ব্যাপার। আমার মনে হইতেছে—এ আপদটাকে আমাদের ঘরে না তুলিয়া—"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, "মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাক স্মিথ! তোমার মন্তব্য শুনিবার জন্ম আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।"

তাড়া খাইয়া স্মিথ কথা শেষ করিতে সাহস করিল না। মিঃ ব্লেক আগন্তুকের প্রকোষ্ঠ স্পর্শ করিয়া গম্ভীর ভাবে তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্মিথ ব্যাকুল ভাবে বলিল, "কর্ত্তা, আছে না গিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক অন্তমনস্ক ভাবে বলিলেন, "কোথায় যাইবে?"

স্মিথ বলিল, "আমি বলিতেছি, বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মরিয়া গিয়াছে—এ কথা বলিবার এখনও সময় হয় নাই। গালিচার দুই কোণ ধরিয়া ইহাকে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে? আমি অন্য দুই কোণ ধরিতেছি। সিঁড়ি দিয়া ইহাকে দোতালায় লইয়া যাইব।"

স্মিথ বলিল, "আমি একাই লইয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু লোকটা বিলক্ষণ ভারি। আপনার সাহায্য পাইলে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ইহাকে দোতালায় তুলিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ অপ্রশস্ত গালিচাখানির দুই মুড়া ধরিয়া লোকটিকে ধীরে ধীরে দোতালায় লইয়া চলিলেন। মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষের এক প্রান্তে একখানি কোচ ছিল, তাঁহারা তাহাকে সেই কোচে শয়ন করাইলেন। মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার তাহার ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিলেন। তাহা অত্যন্ত মৃদু হইলেও তিনি তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিলেন না।

স্মিথ পুনর্ব্বার বলিল, "বেচারা মারা যায় নাই ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরে কি হইবে বলিতে পারি না, এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে।"

স্মিথ বলিল, "ব্রাণ্ডির ফ্ল্যাস্কটা আনিয়া দিব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখনই তাহার প্রয়োজন নাই, খানিক গরম জল ও স্পঞ্জ আন।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের আদেশ পালন করিতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক আহত যুবকের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার বক্ষঃস্থলে কোন আঘাত চিহ্ন বা ক্ষত দেখিতে পাইলেন না, ললাট ও মুখ ভিন্ন দেহের কোন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তাহার মুখের দুই স্থান কাটিয়া গিয়াছিল এবং ললাটের কিয়দংশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু স্থূল লাঠীর আঘাতে অথবা হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় তাহার ললাটের অবস্থা ঐরূপ হইয়াছিল, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি তাড়াতাড়ি সতর্কতার সহিত তাহার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। স্মিথ গরম জল, স্পঞ্জ প্রভৃতি আনিয়া আহত ব্যক্তিকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইল; সেই সময় তাহার চক্ষু ঈষৎ স্পন্দিত হইল এবং তাহার ওষ্ঠাধর অল্প নড়িয়া উঠিল। তাহার পর সে অস্ফুট স্বরে দুই একটি কথা বলিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইল।

স্মিথ তাহার অবস্থা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইল, সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, উহার প্রাণের আশঙ্কা নাই ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেইরূপই ত মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক আগন্তুকের পকেট খুঁজিয়া একখানি সুদৃশ্য ডায়েরী বাহির করিলেন, তাহাতে ঘোড়-দৌড় ও নানা স্থানে জুয়া খেলিবার হিসাব লিখিত ছিল। ডায়েরীর প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার নামের একখানি কার্ড আঠা দিয়া আঁটিয়া রাখা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক কার্ডখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন—তাহার নাম "জে এম নাথান।" নামের নীচে ঠিকানা ছিল—"ব্লেড্‌স ক্লাব, পিকাডেলি।"

মিঃ ব্লেক ডায়েরীখানি তাহার পকেটে রাখিয়া স্মিথকে বলিলেন, "আমার লাইব্রেরীতে ডিরেক্টরদের নাম ও ব্যবসায়ের বিবরণ-সংক্রান্ত যে ডাইরেক্টরী আছে, তাহা খুলিয়া, যে পাতায় 'নিউ হেমিস্‌ফিয়ার ট্রষ্টে'র বিবরণ আছে—উহা আমাকে দেখাও।"

স্মিথ তাঁহার আদেশ পালনের জন্য সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে মিঃ ব্লেক আহত ব্যক্তির পরিচ্ছদ হইতে একখানি ত্রিভুজাকৃতি পুরু ভাঙ্গা কাচ বাহির করিলেন। তাহা তাহার ওয়েষ্ট-কোটের নীচে বুকের কাছে সার্টে বিঁধিয়া বাধিয়া ছিল।

মিঃ ব্লেক সেই কাচখণ্ড পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় স্মিথ ডাইরেক্টরী-খানি লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে পুস্তকখানির পাতা খুলিয়া বলিল, "নিউ হ্যাম্পসায়ার ট্রষ্ট বাহির করিয়াছি কর্ত্তা!—ঐ পাতায়—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে 'নিউ হেমিস্‌ফিয়ার ট্রষ্ট' বাহির করিতে বলিয়াছিলাম।"

স্মিথ একটু লজ্জিত হইয়া ডাইরেক্টরীর পাতা উল্টাইতে লাগিল, তাহার পর যথাস্থানে হাত দিয়া বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা, নিউ হেমিস্‌ফিয়ার ট্রষ্ট পাইয়াছি।—এই যে, নিউ হেমিস্‌ফিয়ার ট্রষ্ট এবং ফোর্থ মেট্রপলিটান ফণ্ডিং সিন্‌ডিকেট,—আফিস থংমর্টন ম্যান্‌সন্—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহা জানি। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি কে ?"

স্মিথ বলিল, "সার এনসর নাথান, বার্ট।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ঐ রকমই ধারণা ছিল। এখন দেখ তাঁহার ছেলে মেয়ে কয়টি, তাহাদের কি নাম।"

স্মিথ ডাইরেক্টরীখানি টেবিলের উপর রাখিয়া আর একখানি ডাইরেক্টরী লইয়া আসিল; তাহাতে প্রধান প্রধান ব্যবসায়ের অধ্যক্ষগণের নাম ও বংশ-পরিচয় ছিল। স্মিথ সার এনসর নাথানের নাম বাহির করিয়া তাঁহার বংশ-পরিচয় পাঠ করিতে লাগিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "তাঁহার একটি কন্যা ও একটি পুত্র। কন্যার নাম—রাথ আলারডাইস্ জিলা কেটুনিয়া, পুত্রের নাম—জেকব মণ্টেগু।—আপনি ইহাদের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন কেন কর্ত্তা!—ওঃ, বুঝিয়াছি, এই যুবকেরই নাম জেকব মণ্টেগু নাথান। আমার অনুমান সত্য নয় কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমার বিশ্বাস এই যুবকই সার এনসর নাথানের একমাত্র পুত্র। উহার পিতার ব্যারনেট উপাধির উত্তরাধিকারী, কেবল উপাধির নহে—তাঁহার কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডেরও উত্তরাধিকারী; কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এই কুবের-নন্দনের কি শোচনীয় অবস্থা!—অদ্ভুত নিয়তি নহে কি?"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, মিসেস্ বার্ডেলের অনুমান কি সত্য বলিয়া মনে হয় না? সে বলিতেছিল টেলিফোনে যে ব্যক্তি আপনাকে ডাকিতেছিল—কোন আততায়ী তাহার গলা টিপিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই যুবকই কি ঐ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও তাহাই মনে হয়।"

স্মিথ বলিল, "কে কিজন্য উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল? এই যুবক আপনার কাছে কেন আসিতেছিল? কিরূপেই বা ইহার এ রকম দুর্দ্দশা হইল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ত জান আমি ডিটেক্‌টিভ, দৈবজ্ঞ নহি। উহার চেতনা সঞ্চার না হইলে এবং উহার নিকট সকল কথা না শুনিলে আমাদের কিছুই জানিবার উপায় নাই।"

স্মিথ বলিল, "আপনি দৈবজ্ঞ না হইলেও অবস্থা বিবেচনায় অনুমানে নির্ভর করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা অনেক স্থলেই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহার সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহাই জানিতে চাই। ইহার এই অবস্থার কারণ সম্বন্ধে আপনার কি অনুমান?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমানটাই আগে শুনি।"

স্মিথ বলিল, "আমার বিশ্বাস, কোন কারণে কাহারও সহিত উহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। সে উহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়াছিল। এই যুবক আপনার সাহায্য লাভের আশায় আপনাকে 'ফোন' করিয়াছিল; আততায়ী ইহার অনুসরণ করিয়া 'ফোন' করিবার সময় ইহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। হাঁ, ইহার গলা টিপিয়া-ধরিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পর উহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা দেখিতেই পাইতেছি। আততায়ী উহার গলার কলার ধরিয়া টানাটানি করিবার সময় এই হতভাগ্য যুবক তাহার হাত ছাড়াইয়া

প্রাণভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় উহার আততায়ী বোধ হয় উহার মুখে ছোরা মারিয়াছিল। এ যখন আমাদের দরজায় দাঁড়াইয়া সবেগে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছিল সেই সময় এই কাণ্ড ঘটিয়া থাকিবে।—কিন্তু উহার আততায়ী কি উদ্দেশ্যে উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা প্রতিহিংসা এই আক্রমণের কারণ হইতে পারে। এই যুবক কাহারও যুবতী কন্যার প্রেমে পড়িয়া এই ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। উহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় উহার চরিত্র কলুষিত। অসংযত চরিত্রের নিদর্শন উহার মুখে পরিস্ফুট। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—অবৈধ প্রেমই ইহার এই দুর্দ্দশার কারণ, এই ব্যাপারের সহিত নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ আছে। অবশ্য, আমার অনুমান অভ্রান্ত, একথা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তোমার অনুমান অভ্রান্ত নহে, একথা আমি বলিতে পারি।"

স্মিথ বলিল, "স্ত্রীলোক সম্বন্ধে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ছোরা সম্বন্ধে। ছুরিকাঘাতের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। এমন কি, মুখে যে আঘাত-চিহ্ন দেখিতেছি—তাহা কোন কঠিন সূচল জিনিসের খোঁচা লাগিলেও হইতে পারে; কিন্তু এই আঘাতে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না।"

স্মিথ অবিশ্বাস ভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু এই যুবক যখন আমাদের সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল, তখন উহার মৃতপ্রায় অবস্থা। আপনি দ্বার খুলিবামাত্র আপনার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল! আমি ভাবিলাম মরিয়া গিয়াছে। শেষে বুঝিলাম মরে নাই; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উহার চেতনা-সঞ্চার হইল না। নিশ্চয়ই এরূপ কোন কারণ আছে যে জন্য—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ, কারণ ত আছেই।"

স্মিথ বলিল, "সেই কারণটি কি কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত মত্ততা।"

স্মিথ বলিল, "অধিক পরিমাণে মদ খাইয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, হতভাগা নেশায় চুর হইয়াছিল, তাহার উপর মনেও অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "মনে কিরূপ আঘাত পাইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা আমার অজ্ঞাত। অবশ্য, ইহা আমার অনুমানমাত্র।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু উহার মুখের ও হাতের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় কোন আততায়ী ছোরা লইয়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। যদি সে ছোরা চালাইয়া না থাকে—তাহা হইলে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "মারামারিটা আদৌ সত্য নহে ; এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। মারামারি করিবার কোন চিহ্নও আমি দেখিতে পাই নাই ; বিশেষতঃ ঐরূপ মাতাল অবস্থায় কেহই মারামারি করিতে পারে না। তোমার যাহা অনুমান তাহা ত বলিলে। ইহার অবস্থা দেখিয়া আমি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছি শুনিবে ?"

স্মিথ আগ্রহ ভরে বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, সে কথা ত প্রথমেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিবেন, "এই যুবক মাতাল হইয়া একখানি মোটর-কার চালাইতেছিল। এই ভাঙ্গা কাচখানি এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ, মোটর-কারে সোফেয়ারের সম্মুখে যে কাচনির্ম্মিত পর্দ্দা (wind-screen) থাকে, কাচের এই টুকরাটুকু তাহারই অংশ। আমি উহার সার্টের উপর বুকের কাছে বিঁধিয়া থাকিতে দেখিয়াছি ; সেই স্থান হইতে ইহা খুলিয়া লইয়াছি। এতদ্ভিন্ন উহার মুখ হইতে ভক্-ভক্ করিয়া হুইস্কির গন্ধ বাহির হইতেছে। ইহা হইতে অনুমান করিতেছি এই যুবক মোটর-কার চালাইতে চালাইতে বে-এক্তার অবস্থায় কোন ফ্যাসাদ ঘটাইয়া পলায়ন করিতেছিল।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, মানুষ চাপা দিয়া পলায়ন করিতেছি না কি ? আপনি এ কি বলিতেছেন কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বলিতেছি; মোটর-কার চালাইতে চালাইতে হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিয়াছিল। হয় ত কোন পথিককে মোটর চাপা দিয়া হত্যা করিয়াছে; তাহার পর নেশার ঝোঁকে দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া পলায়ন করিবার সময় গাছেই ধাক্কা লাগুক আর পগারেই পড়ুক, গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। যুবক আহত হইলেও কোন উপায়ে প্রাণ বাঁচাইয়া দুর্ঘটনার কথা চিন্তা কবিয়াছিল। সে তখন নেশায় চুর হইলেও বুঝিতে পারিয়াছিল—দোষ তাহারই, সে মাতাল। তাহার নেশা ছুটিয়া গেল। তাহার পিতা লণ্ডনের মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ব্যারনেট, আর সে নেশার ঘোরে এই সর্ব্বনাশ করিল। সে ভাঙ্গা গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।"

স্মিথ কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আপনার এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। মাতালটা দৌড়াইয়া কিছুদূর যাইবার পর উহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল, ভয়ে নেশাও কতকটা ছুটিয়া গিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। সঙ্কটজনক অবস্থার কথা তখন উহার মনে পড়িয়াছিল। হতভাগাটা বুঝিতে পারিয়াছিল—ঐভাবে দৌড়িয়া পলাইয়া নিরাপদ হইবার আশা নাই, বরং গোলমাল আরও পাকিয়া উঠিবে। (he 'd put himself in a bigger mess than ever-) তখন আপনার কথা উহার মনে পড়িল। তাহার মনে হইল, আপনার সাহায্য গ্রহণ করিলে আপনি হয় ত কোন উপায়ে উহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন।—পুলিশের কাছে যাইতে উহার সাহস হয় নাই; পুলিশও উহাকে সহজে ছাড়িত না। কোন উকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু রাত্রি এগারটার সময় কোথায় গিয়া সে উকীল ব্যারিষ্টারের দেখা পাইবে?—কিন্তু তথাপি আমার একটা সন্দেহ দূর হইতেছে না। উহার কলার ও নেক-টাইটার অবস্থা দেখুন, বিশেষতঃ উহার গলা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, কেহ উহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল; গলায় আঙ্গুলের দাগ এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মোটরগাড়ী চূর্ণ হইবার সময় কাচে উহার মুখ কপাল কাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু গলায় আঙ্গুলের দাগ বসিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্য আমার মনে হইতেছে—আপনি যে সকল কথা বলিলেন তাহা ভিন্ন এই

ব্যাপারের সহিত অন্য কোন রহস্য বিজড়িত আছে। বিশেষতঃ মিসেস্ বার্ডেল টেলিফোনে উহার ডাক-হাঁক শুনিতে পাইয়াছিল। মিসেস্ বার্ডেলের কাছে শুনিয়াছি—উহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার মনে হইয়াছিল কেহ উহার গলা টিপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধের চেষ্টা করিতেছিল। সে উহার কণ্ঠস্বরে অসহ্য যন্ত্রণার আভাস পাইয়াছিল। আপনার সিদ্ধান্ত সত্য হইলে এ সকল কি কাণ্ড তাহা অনুমান করা—কর্ত্তা, আবার কে টেলিফোনে ঝন্‌ঝনি আরম্ভ করিল?—কি বিপদ!" —টেলিফোনে ঝন্‌ঝন শব্দ হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং টেবিলের কাছে গিয়া টেলিফোনের রিসিভার কাণের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পর তিনি সাড়া দিতেই মোটা গলায় কে বলিল, "হালো, আপনি কি মিঃ ব্লেক? আমি গ্রে লেন থানার ভারপ্রাপ্ত সার্জ্জেণ্ট। আমাদের থানায় একটি যুবতী আসিয়াছে, সে বলিতেছে আপনার সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে। সে আপনাকে কি বলিবে, তাহা শুনিবার আপনার অবসর হইবে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার কি বলিবার আছে বলিতে বল।"

মিনিটখানেক পরে পুলিশ-সার্জ্জেণ্টের সেই মোটা আওয়াজের পরিবর্ত্তে নারী-কণ্ঠের সুকোমল ক্ষীণ ধ্বনি মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল। মিঃ ব্লেক তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর উৎকণ্ঠার আভাস (trace of keen anxiety) পাইলেও তাহা কোন সুশিক্ষিতা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। সেই কণ্ঠস্বরে যুবতীসুলভ উচ্ছ্বাস ও আকর্ষণী শক্তি ছিল; কিন্তু সেই স্বরে বিদেশিনীর কণ্ঠস্বরের বিশেষত্বটুকুও ধরা পড়িতেছিল। সেই কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে বহুদিন পূর্ব্বের একটা লুপ্তস্মৃতি হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। সেই কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার পরিচিত; কিন্তু কত দিন পূর্ব্বে কোথায় তাহা শুনিয়াছিলেন, হঠাৎ ইহা স্মরণ হইল না। সে যে ভাবে তাঁহাকে কথা বলিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল—তাহার সহিত তাঁহার বহুপূর্ব্বে পরিচয় ছিল। যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল—অথচ তিনি তাহাকে চেনেন—ইহা স্মরণ করিতে পারিলেন না! তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

যুবতী বলিল, "আপনি কি বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক—আমার সহিত কথা কহিতেছেন? আপনি দয়া করিয়া শীঘ্র আসুন টনি! আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি যে! আপনি এখনই আসিতে পারিবেন না? আমি কে? আমি লোলা। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমার কণ্ঠস্বর কি এতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? পুলিশের দুর্দ্দান্ত লোকগুলা আমার হাতে লোহার বালা পরাইবার আগে আপনি আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে কি প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া যুবতী তাড়াতাড়ি বলিল, "আগে আমার সকল কথা শুনুন, তাহার পর কথা বলিবেন। আমি ইহাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি—আপনাকে তাহার সমর্থন করিতে হইবে। আমি বলিয়াছি—আপনি আমাকে চেনেন, এবং আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ইহাও জানেন। ইহার অধিক আর কিছুই আপনাকে করিতে হইবে না। মনে হয় পুলিশ আমাকে দুশ্চরিত্রা ও মাতাল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। আপনি শীঘ্র আসুন, নতুবা ইহাদের কবল হইতে আমার নিষ্কৃতি নাই। আপনি আসিতে বিলম্ব করিবেন না, আমার মাথার দিব্য টনি!"

টেলিফোন হঠাৎ নীরব হইল। মিঃ ব্লেক রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া দুই হাতে মাথা চুলকাইয়া গভীর বিস্ময়ভরে বলিলেন, "আমার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! আমার নিতান্ত আত্মীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীরা ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে টনি বলিয়া ডাকিত না; এমন কি, বাল্যকালে উহাই আমার ডাক-নাম ছিল, এ কথা বাহিরের কোন লোক জানে না। এ যে আমার ছেলেবেলার নাম! কণ্ঠস্বর ত পরিচিত বলিয়াই মনে হইতেছে, কিন্তু কে এ যুবতী তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না! আমার স্মরণশক্তি এত ক্ষীণ, ইহা কোন দিন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। নাম বলিল লোলা। লোলা কে? আমি নিশ্চয়ই তাহাকে চিনি; কিন্তু কবে কোথায় কি উপলক্ষে তাহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল? কেবল আলাপ নয়, যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে—এই ভাবে কথা বলিল, অথচ উহাকে চিনিতে পারিতেছি না!—স্মিথ! আমি যে বড়ই

বিপদে পড়িলাম। আমার এ রকম স্মৃতি-বিভ্রম কখন হয় নাই। এ কি হইল? লোলা কে? আমি কি তাহাকে চিনি? ঐ নামের কোন রমণীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—কি না বলিতে পার স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "লোলার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি না তাহা আমি কি করিয়া বলিব কর্ত্তা! আপনি ত তাহার কথা কোনও দিন আমাকে বলেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের পরিচিতা কোন রমণীর নাম লোলা কি না তাহা তোমার স্মরণ নাই?"

স্মিথ বলিল, "গত বৎসর বসন্ত কালে যখন আমরা নাইসে গিয়াছিলাম—সেই সময় বনমার্সি রঙ্গালয়ে একটি অভিনেত্রীকে দেখিয়াছিলাম; হাঁ, আমি তাহাকে চিনিতাম, তাহার নাম লোলা। কিন্তু—"

মিঃ ব্লেক আগ্রহভরে বলিলেন, "কিন্তু কি?"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনি ত তাহাকে চিনিতেন না। সে কোন দিন আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ একটা প্রকাণ্ড ধাঁধা! যে যুবতী টেলিফোনে আমার সঙ্গে আলাপ করিল—তাহার নাম লোলা। তাহার কথার ভাবে বোধ হইল আমি তাহার সুপরিচিত; অথচ তাহার নাম পর্য্যন্ত আমার স্মরণ নাই! সে গ্রে লেনের থানা হইতে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা কহিল।—সে আমাকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে।"

স্মিথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি জন্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা জানিতে পারি নাই, সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় তাহা জানিতে পারিব না; তবে তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল সে কোন কারণে পুলিশের কবলে পড়িয়াছে। সে যে সম্ভ্রান্ত মহিলা, ইহা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে পুলিশের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ তাহার কথা শুনিয়া এইরূপই বুঝিতে পারিয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "আপনি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গ্রে লেনের থানায় যাইতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অগত্যা।"

স্মিথ বলিল, "আপনি যাহাকে চেনেন না, কখন যাহার নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, তাহারই জামিন হইতে যাইতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেইরূপই মনে হইতেছে।"

স্মিথ বলিল, "ইহা কোন রকম ষড়যন্ত্র নয়:ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপ ষড়যন্ত্র ?"

স্মিথ বলিল, "কি করিয়া বলি ? তবে আমার সন্দেহ, কেহ হয় ত এই কৌশলে আপনাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কোন বিপদে ফেলিবে। যদি কেহ আপনাকে বিপন্ন করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে ; আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে পারে—এরূপ বন্ধুর অভাব নাই, এ কথা স্বীকার করি ;—কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাহারা কোন থানায় আসিয়া আড্ডা লইয়াছে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।"

স্মিথ বলিল, "আপনাকে প্রতারিত করিবার জন্য ইহাও যে একটা কৌশল নহে তাহাই বা কি করিয়া বলি ? থানায় যাইতে হইবে শুনিয়া আপনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন ; কিন্তু থানায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যদি পথিমধ্যে ফাঁদে পড়েন—তখন কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন ? সম্ভবতঃ আপনার কোন পরম বন্ধু থানার পথে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে হাসিয়া বলিলেন, "স্মিথ, আমরা যে পেশা অবলম্বন করিয়াছি—তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা কিরূপ প্রবল তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। যথাসাধ্য সতর্ক থাকিয়াও কতবার কত বিপদে পড়িয়াছি, এবং জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াও অদ্ভুত উপায়ে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি। প্রাণভয়ে কাতর হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই

এ পথ ত্যাগ করিতাম ; কিন্তু তাহা যখন করি নাই, তখন অতর্কিত বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া ফল নাই। আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াই পথে বাহির হইব।"

মিঃ ব্লেক টোটাভরা একটি পিস্তল পকেটে ফেলিলেন। তাহার পর তাঁহাকে দ্বারের দিকে যাইতে দেখিয়া স্মিথ বলিল, "এই লোকটাকে লইয়া আমরা একটা নূতন রহস্যের অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—ইতিমধ্যে আর একটা রহস্যের সূত্রপাত। ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; এ অবস্থায় আমারও আপনার সঙ্গে যাওয়া উচিত মনে হইতেছে। আপনি অনুমতি দিলে—"

মিঃ ব্লেক ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না স্মিথ, আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হইবে না। আমাদের বন্ধু নাথানের এখনও চেতনা সঞ্চার হয় নাই ; উহার শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোমার এখানে থাকা উচিত। তোমার কৌতূহল দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে ; এ যে তোমার একটা রোগ হইয়া উঠিল স্মিথ! অত কৌতূহল ভাল নয়।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার পর অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "যে কাজের ভার আপনারই লওয়া উচিত, সেই ভার আমাকে দিয়া যাইতেছেন ; অথচ অতঃপর আমাকে কি করিতে হইবে—তাহা বলিয়া যাওয়া অনাবশ্যক মনে করিতেছেন। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহার শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর থাকিল—এ কথা ত বলিয়াছি। উহার চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা করিবে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই তাহা করিব, তাহার পর?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর আবার কি?"

স্মিথ বলিল, "উহার চেতনা-সঞ্চার হইলে আমি উহাকে কি বলিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মত বুদ্ধিমান ছোকরাকে তাহাও বলিয়া দিতে হইবে?—তুমি উহাকে বলিবে—কি ভাবে আমরা উহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিয়াছি, এবং উহাকে লইয়া আমরা কিরূপ বিপদে পড়িয়াছি।—তাহার

পর উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের এখানে কেন আসিয়াছিল, উহার এরূপ শোচনীয় অবস্থার কারণ কি—ইত্যাদি সকল কথা জানিয়া লইবে।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু যদি আমাকে কোন কথা বলিতে সম্মত না হয়, কিম্বা সুস্থ হইয়া হঠাৎ যদি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার ত কোন কারণ দেখিতেছি না; তবে যদি সে সত্যই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা হইলে তুমিও সেইরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবে, এবং আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত উহাকে আটকাইয়া রাখিবে। উহার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না।”

মিঃ ব্লেক গৃহত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় কল্প

থানায় যুবতী-সম্ভাষণ

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি পথে আসিয়া দেখিলেন তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি টুপিটা কপালের উপর টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে দক্ষিণ দিকে চলিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে তিনি গ্রে লেনের থানায় উপস্থিত হইলেন। থানাটি ক্ষুদ্র হইলেও লণ্ডনের কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

থানার বারান্দায় উঠিতেই লালমুখো একটা কনষ্টেবলের সহিত মিঃ ব্লেকের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকে চিনিতেন; কনষ্টেবল তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "ব্যাপার কি স্যাণ্ডার্স?"

কনষ্টেবল বলিল, "তেমন কিছু গুরুতর নয়। হ্যালেট বণ্ড ষ্ট্রীটের একটা মোটর-বিভ্রাটের কথা রিপোর্ট করিয়াছে। গাড়ীখানা পথ ছাড়িয়া একটা গাছে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই; গাড়ীর মাথা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খাইয়াছে, গাড়ীখানা ভয়ঙ্কর রকম জখম হইয়াছে। হ্যালেট গাড়ীর সেই অবস্থা দেখিয়া গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। সে গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাড়াইয়া একটি তরুণীকে গাড়ীর ভিতর বসিয়া সিগারেট টানিতে দেখিয়াছিল। হ্যালেট তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া থানায় লইয়া আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে থানায় আসিয়া বলিয়াছে—তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে।"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ মিঃ ব্লেক, সে কথা সে বলিয়াছে বটে; তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয়—সে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। এই জন্য আমরা তাহাকে লইয়া বেশী হৈ চৈ করা সঙ্গত মনে করি নাই। আপনি ত জানেন আমরা পাঁক লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করি (stirring up mud) কর্ত্তারা তাহা পছন্দ

করেন না। থানার ভারপ্রাপ্ত সার্জেণ্ট তাহাকে বলিলেন—তাহার জামিন হইবার জন্ম সে কাহাকে থানায় ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে?—তখন সে লর্ড ক্র্যাম্বলডনকে থানায় আসিবার জন্ম টেলিফোন করিতে চাহিল। তাহার পর সে বলিল—আমাদের ইচ্ছা হইলে হোম-সেক্রেটারীকে তাহার বংশ-গৌরবের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে সে রাজা বা রাজবংশের কাহাকেও তাহার পক্ষসমর্থনের জন্ম ডাকিতে অনুরোধ করে নাই! যাহা হউক, আমরা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। অবশেষে সে বলিল—লণ্ডনের প্রসিদ্ধ অধিবাসীগণের মধ্যে আপনাকেও সে ডাকিতে পারে, কারণ আপনি না কি তাহার পরম বন্ধু! আপনার সহিত তাহার বহুকালের বন্ধুত্ব, বিশেষতঃ পুলিশের সঙ্গেও আপনার সম্বন্ধ আছে—এইজন্ম আপনাকেই টেলিফোনে সংবাদ দিতে সে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে তোমাদের কাছে কি নাম বলিয়াছে স্যাণ্ডার্স!”

কনষ্টেবল বলিল, “ডি গাইস্,—মিস্ এল, জি, ডি গাইস্। কিন্তু ও সকল কথা এখানে দাঁড়াইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফল কি? থানার ‘চার্জ্জ-রুমে’ তাহাকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে, আমি সেখানে উপস্থিত হইলেই আপনার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।”

মিঃ ব্লেক থানার চার্জ্জ-রুমে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটি ক্ষুদ্র হইলেও আরামদায়ক। ডেস্কের সম্মুখে একজন বিপুলকায় সার্জেণ্ট বসিয়া ছিল। তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, থানার ভার পাইয়া তাহার মেজাজ বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল; জমীদারের কাছারীর গোমস্তা হঠাৎ নায়েবী করিতে পাইলে তাহার মনের ভাব যেরূপ হয়—অনেকটা সেইরূপ। সার্জেণ্ট বাহাদুর তখন একটি পেন্সিল কাটিতেছিল। তাহার সম্মুখে একটা ছোকরা কনষ্টেবল একটি যুবতীর পাহারায় নিযুক্ত ছিল। যুবতী অবজ্ঞাভরে একবার সেই কনষ্টেবলটার ও একবার বিরাটদেহ সার্জেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গি করিতেছিল। যুবতী সুন্দরী, সুবেশধারিণী, তাহার দেহের গঠন ভঙ্গিও চমৎকার। রূপমুগ্ধ পুরুষ-পতঙ্গদের দগ্ধ করাই যেন তাহার পেশা। তাহার

নয়নে তরল বহ্নি, এবং ললাটে কন্দর্পের শরাসন। তাহার পশ্চাতে অগ্নিকুণ্ড-স্থিত অগ্নি উজ্জ্বলপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র যুবতী ঘাড় বাঁকাইয়া আড়চোখে একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইল। সে নতমুখে নিস্পন্দ মার্ব্বেল-মূর্ত্তির ন্যায় এ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে, তাহাকে দেখিয়াই মিঃ ব্লেকের মনে হইল সে যেন জীবন্ত নারী নহে, যেন সে জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেম্‌ব্রানের বা ভাণ্ডাইকের অঙ্কিত একখানি মহিমামণ্ডিত চিত্র।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহার এই ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। সে তাহার ধূসরাভ নীল চক্ষুর স্বপ্নময় ভাবপূর্ণ দৃষ্টি মিঃ ব্লেকের মুখের উপর সন্নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ মুখ আনন্দে উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যেন নববসন্তানিলের মধুর হিল্লোল প্রকৃতির বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। সে আগ্রহ ভরে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া উচ্ছ্বাস ভরে বলিল, "টনি, মামা টনি! আপনি সত্যই আসিয়াছেন! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, এই সঙ্কটকালে আপনাকে এখানে আনিয়া দিয়াছেন। ঐ লোকটা (সার্জেণ্ট) মনে করিয়াছিল—আপনি এই রাত্রিকালে বৃষ্টির মধ্যে কষ্ট করিয়া এখানে আসিবেন না। উহার ধারণা হইয়াছিল—আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি। পুলিশের লোক কি না; উহারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে! আজ আপনি দয়া করিয়া আমার মান রক্ষা করিয়াছেন। বিপন্নের প্রতি আপনার কত দয়া তাহা কি আমি জানি না? কিন্তু এই অসময়ে, এ রকম দুর্য্যোগের রাত্রে আপনাকে এখানে টানিয়া আনা আমার পক্ষে বড়ই ধৃষ্টতা হইয়াছে। বিশেষতঃ, আপনি যখন মনে করিতেছিলেন—আপনাকে এখানে ডাকিবার আমার—"

যুবতী কথা শেষ না করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের উপর এরূপ চঞ্চল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল যে, মিঃ ব্লেকের মনে হইল—সেইরূপ কটাক্ষশরে সে ভুবন জয় করিতে পারে, কিন্তু মিঃ ব্লেক নারীর কটাক্ষে আহত হইতেন না, তিনি তাহার

ধৃষ্টতায় একটু বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। যুবতী মুখ ফিরাইয়া সকোপে সার্জেণ্টের মুখের দিকে চাহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার দৃষ্টির কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সেই দৃষ্টিতে কুপিতা বালিকার ক্রোধ পরিস্ফুট, তাহাতে ক্রূরতার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার মাথা নাড়িবার সেই ভঙ্গিটিও শিশুসুলভ। অতঃপর সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া শিশুর মত হাসিয়া উঠিল। সেরূপ সরল হাসি কেবল ক্ষুদ্র বালিকার মুখেই দেখিতে পাওয়া যায়—যেন স্ফুটনোন্মুখ কুসুমের হাসি।

মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল—তাহার বয়স বাইশ বৎসরের অধিক নহে; কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার বয়স আরও অনেক অল্প বলিয়া মনে হইত।

যুবতী মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া আর একবার হাসিয়া বলিল, "আপনি আসিয়াছেন—এজন্য আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আমার ধারণা হইয়াছিল—এই নিষ্ঠুর পুলিশম্যানগুলা আমার কোমল প্রকোষ্ঠে লোহার হাতকড়ি আঁটিয়া দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না; তবে আমি আশা করিয়াছিলাম—আপনার না আসা পর্য্যন্ত উহারা বিলম্ব করিতেও পারে।—কিন্তু আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন—এরূপ আশা করিতে আমার সাহস হয় নাই। টনি মামা, আমার কাজটা বোধ হয় বড়ই নির্ব্বোধের মত হইয়াছে; কিন্তু বিপদের সময় আপনার সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া কি করিয়া স্থির থাকি? আমার অপরাধ অত্যন্ত ভীষণ, কারণ আমি গাড়ী চালাইতে গিয়া গাড়ীখানা একটা গাছের গুঁড়ির উপর তুলিয়া দিয়াছিলাম, গাড়ীখানা গাছের গুঁড়ির সংঘর্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবং আমি সেই সঙ্কটে বিপন্না ও ত্রস্তা বালিকার মত আর্ত্তনাদ না করিয়া সেই ভাঙ্গা গাড়ীতে বসিয়া অচঞ্চল ভাবে সিগারেট টানিতেছিলাম—আমার মূর্চ্ছাও হয় নাই, আমি কাঁদিয়াও আকাশ বিদীর্ণ করি নাই এ অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জ্জনীয়। উহারা মনে করিল—যাহার এতদূর সাহস, সে নারী হইলেও অতি ভীষণ প্রকৃতির নারী, অনায়াসে ডাকাতি করিতে পারে। উহারা বোধ হয় মনে করিয়াছে—আমি অত্যন্ত বেশী পরিমাণে মদ খাইয়া বে-এক্তার হওয়ায়—"

পুলিশ-সার্জেণ্ট ধীর ভাবে যুবতীর সকল কথা শুনিতেছিল ; এইবার সে তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “পুলিশের এই অনুমান অসঙ্গত নহে মিস্ ! যখন তোমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল—তখন তোমার কোলের উপর এই জিনিসটি পাওয়া গিয়াছিল।”

সার্জেণ্ট নিকেল-নির্ম্মিত একটি মদের ফ্ল্যাস্ক টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া মিঃ ব্লেককে দেখাইল।

মিস্ ডি গাইস সেই ফ্ল্যাস্কের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “মামা টনি ! আপনি উহা হাতে লইয়া পরীক্ষা করুন, উহার ঘ্রাণ লইয়া দেখুন। উহাতে হুইস্কি আছে। উহাদের অভিযোগ—আমি ঐ নোংরা জিনিসটা (filthy stuff) পান করিতেছিলাম। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কোন কারণেই কখন উহা স্পর্শ করি না। ও যে ভয়ঙ্কর বিষ ! জানিয়া-শুনিয়া আমি বিষ পান করিব ? মিষ্টার সার্জেণ্ট, তুমিই বল—এই ফ্ল্যাস্কটা আমার কাছে ছিল, সুতরাং আমি হুইস্কি খাইয়া অত্যন্ত মাতাল হইয়াছি—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই তোমার কনষ্টেবলটা আমাকে গ্রেপ্তার করে নাই ? মদের বোতল কাছে ছিল বলিয়াই কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—মদ খাইয়া আমি বে-এক্তার হইয়াছিলাম ? পকেটে দড়ি থাকিলেই কি অনুমান করিতে হইবে—উহার ফাঁস গলায় দিয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই উহা পকেটে রাখা হইয়াছে ? চমৎকার যুক্তি, অদ্ভুত সিদ্ধান্ত !—তোমরা পুলিশ, তোমাদের ঘ্রাণশক্তি কুকুরের ঘ্রাণশক্তির মত তীক্ষ্ণ। তোমরা কি হলফ করিয়া বলিতে পার—আমার মুখে বা আমার গাড়ীতে হুইস্কির গন্ধ পাইয়াছিলে ?”

সার্জেণ্ট বলিল, “সেরূপ কোন গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল—এ কথা আমরা বলিতে পারি না। মিঃ ব্লেক, আপনাকে সকল কথা বলিতেছি শুনুন।—এই যুবতী—”

মিস্ ডি গাইস হাত তুলিয়া অধীর ভাবে বলিল, “এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর মিষ্টার সার্জেণ্ট ! আমি মিঃ ব্লেককে আমার জামিন হইয়া আমাকে এই নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

উনি দয়া করিয়া আসিয়াছেন; এখন আমার আত্মসমর্থনের জন্য,—উহাকে প্রকৃত অবস্থা বলিয়া আমার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেটুকু চেষ্টা করা উচিত, তাহার সুযোগ দেওয়াই কি তোমার কর্ত্তব্য নহে? উহাকে আমি সকল কথা বলিয়া লই, তাহার পর তোমার যাহা বলিবার আছে বলিও।"

যুবতী ইংরাজকন্যা না হইলেও এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলিতে লাগিল যে, মিঃ ব্লেক তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহার উচ্চারণে একটু বিদেশী 'টান' ছিল; তাহা পরিচিত বলিয়াই মিঃ ব্লেকের মনে হইল; কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছেন—তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না।

যে কনষ্টেবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনিয়াছিল—মিস্ ডি গাইস তাহাকে লক্ষ্য করিয়া স্পর্দ্ধাভরে ও উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ওহে বাপু কনষ্টেবল! তোমরা যাহাদের নিমক খাও শান্তিরক্ষার নামে তাহাদেরই ধরিয়া টানাটানি কর! ভদ্র মহিলাদের মান সম্ভ্রমের প্রতিও তোমাদের লক্ষ্য নাই, এতই তোমরা বে-আদব। তুমি কি বলিতে পার,—ঐ ফ্ল্যাস্কটা আমার কাছে দেখিতে পাওয়া ব্যতীত এরূপ কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলে—যে কারণে তোমার ধারণা হইয়াছিল—আমার তখন গাড়ী চালাইবার যোগ্যতা ছিল না? অর্থাৎ আমি মদের নেশায় বে-এক্তার হইয়া গাড়ী চালাইবার শক্তি হারাইয়াছিলাম?"

কনষ্টেবল আত্মসমর্থনের জন্য বলিল, "বে-এক্তার না হও, তখন তুমি পানানন্দে বে-সামাল হইয়াছিলে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

যুবতী বলিল, "পানানন্দে বে-সামাল? না, ও কথা স্বীকার করি না। তুমি বোধ হয় বলিতে চাও—আমি আকস্মিক বিপদে একটু হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম?"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ, হতবুদ্ধি আর বে-সামাল—ও একই কথা।"

যুবতী বলিল, "সেই অবস্থাকে তুমি স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত?"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ; তাহাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না।"

যুবতী বলিল, "স্বাভাবিক অবস্থা নয় এ কথা সত্য, আমি সত্যই একটু হতবুদ্ধি হইয়া ছিলাম। পিছল পথ দিয়া চলিতে চলিতে আমার গাড়ীর চাকা

পিছলাইয়া তিন বার নর্দ্দামায় পড়িতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি দুইবার সামলাইয়া লইয়াছিলাম, তৃতীয় বার গাড়ীর বেগ সংবরণ করিতে গিয়া একটা আলোক-স্তম্ভে ধাক্কা লাগিল; তাহার পর গাড়ী ঘুরিয়া গিয়া একটা গাছের গুঁড়িতে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই আঘাতে গাড়ীর বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গিয়া গেল। এই অবস্থায় আমি একটু হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম; কিন্তু তুমি পুরুষ মানুষ, তাহার উপর সর্ব্বশক্তিমান পুলিশ। ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে তোমার বুদ্ধি কতখানি প্রকৃতিস্থ থাকিত বলিতে পার?"

মিঃ ব্লেক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কনষ্টেবল মিস্ ডি গাইসের জেরায় বিব্রত হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল; কিন্তু সার্জ্জেণ্টের কঠোর দৃষ্টিপাতে সে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "মিস্, আমি তোমাকে একটি সঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার যে উত্তর দিয়াছ তাহা শুনিয়া যে-কোন নিরপেক্ষ ভদ্রলোকের মনে কিরূপ ধারণা হয়—তাহা যদি তোমার বুঝিবার শক্তি না থাকে তবে—"

মিস্ ডি গাইস উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সঙ্গত প্রশ্ন করিয়াছিলে? তোমার প্রশ্নকে সঙ্গত প্রশ্ন বলিতে চাও? আমার গাড়ীর অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক, আমি তখন কিরূপ বিপন্ন, তাহা বুঝিয়াও তুমি গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাড়াইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—আমার কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে? এই কি তোমার সঙ্গত প্রশ্ন? তুমি কি মনে করিয়াছিলে আমি আমোদ দেখিবার জন্য পথের আলোক-স্তম্ভে আমার গাড়ীর মাথা ঠুকিয়া শেষে একটা গাছের উপর গাড়ী তুলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলাম?"

কনষ্টেবল বলিল, "কিন্তু মিস্ তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, তুমি সেই গাছের উপর দিয়া শ্লোন স্কোয়ারে যাইবার চেষ্টা করিতেছিলে! মাথা খারাপ না হইলে কেহ কি এরূপ অসংলগ্ন কথা বলে?"

মিস্ ডি গাইস বলিল, "হাঁ, ও কথা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম বটে; গাছের উপর দিয়া মোটর-গাড়ী চালাইতে পারা যায় না, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে—আমি কোথায়

যাইব ; তখন আমি পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম—ঐ গাছের উপর দিয়া শ্লোন স্কোয়ারে যাইবার চেষ্টা করিতেছি। তোমার যে পরিহাস বুঝিবারও শক্তি নাই—ইহা জানিতাম না। তোমার মত নির্ব্বোধ রসজ্ঞানবর্জ্জিত লোককে পরিহাস করিয়া আমি যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছিলাম—ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না।—মামা টনি, আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছেন। আপনি উহাদিগকে বুঝাইয়া বলুন—সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম, আমি সম্ভ্রান্ত সমাজেই বিচরণ করি। যাহাদিগকে উহারা রাস্তায় মাতলামি করিতে দেখিয়া গ্রেপ্তার করে—আমি সেই শ্রেণীর নারী নহি। আপনি আমাকে উহাদের কবল হইতে উদ্ধার করুন ; নতুবা আমার মূর্চ্ছা হইবে। হাঁ, এখনই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িব। তাহার পর আমার চেতনাসঞ্চার করা আপনার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে মামা টনি!"

মিস্ ডি গাইস মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আগুনের উর্দ্ধে তাহার হীরকালঙ্কারমণ্ডিত হাত দুইখানি প্রসারিত করিল। মিঃ ব্লেক প্রশংসমান নেত্রে তাহার অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত লাবণ্যময়, আতঙ্ক বিরক্তি ও অভিমানপূর্ণ, প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মাধুর্য্য-মাখা মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কে এই যুবতী? ইহাকে ত পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই, অথচ ইহার কণ্ঠস্বর আমার নিতান্ত অপরিচিত নহে। আবার উহার কথা শুনিয়া মনে হয়—আমি উহার সুপরিচিত!—এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও সেই যুবতীকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছিলেন, কখন কি উপলক্ষে তাহার সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল—তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না!—তখন তাঁহার ধারণা হইল, যুবতী তাঁহাকে চিনিলেও—সে তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ; সে হয় ত কোন উপায়ে তাঁহার শৈশবের ডাক-নাম জানিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু সে যে তাঁহার বন্ধুত্বের দাবী করিতেছিল—ইহা প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার জীবনের অনেক কথাই সম্ভবতঃ তাহার সুবিদিত। যুবতীর কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছিল

—সে একজন সুনিপুণা অভিনেত্রী, তাহার কোন কথায় আন্তরিকতা ছিল না, অথচ তাহার প্রত্যেক কথা ও ইঙ্গিত হৃদয়স্পর্শী। মিঃ ব্লেক অনেক সুদক্ষ অভিনেত্রীর অভিনয় দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হইল লোলাও তাহাদের অন্যতম। তিনি ভাবিলেন, লোলা ডি গাইস কি তাহার প্রকৃত নাম? না, সে ছদ্মনামধারিণী কোন প্রতারণাকুশলা ভাগ্যান্বেষিণী চতুরা নারী, বে-আইনী কাজ করিয়া ধরা পড়ায় থানায় আসিয়া দমবাজির সাহায্যে থানার কর্ম্মচারীকে বোকা বনাইয়া মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতেছে?—কিন্তু সে জানিত লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর এই সুপ্রসিদ্ধ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-সার্জেণ্টটিকে কথার ভুলাইয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি করা সহজ নহে। এই জন্যই সে মিঃ ব্লেকের শরণাপন্ন হইয়াছিল। চতুরা যুবতী মিঃ ব্লেকের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—মিঃ ব্লেক তাহার চাতুরীতে প্রতারিত হন নাই; এই জন্য সে এরূপ মিনতিভরা কাতর নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল যে, মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন সে যেন নীরব ভাষায় বলিতেছিল—'দোহাই আপনার, আপনি ইহাদের কাছে আমার চাতুরী প্রকাশ করিয়া আমাকে বিপন্ন করিবেন না; আমাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলুন, তাহার পর আমার গুপ্ত কথা শুনিবেন; আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিব না'।"

মিঃ ব্লেক তাহার সেই নীরব প্রার্থনা বুঝিতে পারিয়া নানা কারণে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, তাহার বাক্যে ও ভাবভঙ্গিতে এরূপ মাদকতা ছিল, তাহার রূপের এরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, মিঃ ব্লেকের ন্যায় পরোপকারী সদাশয় ব্যক্তি তাহার প্রার্থনা উপেক্ষা করা নিষ্ঠুরতার নিদর্শন বলিয়া মনে করিলেন। তাহার ব্যবহারে এরূপ সঙ্কোচহীনতা ও সপ্রতিভ ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল যে, তাহা তিনি কোন সাধারণ নারীর ব্যবহারে প্রত্যক্ষ করেন নাই। সে যে তাঁহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক কখন নারীর রূপে মুগ্ধ হন নাই, কেবল সুবিখ্যাত নারী-বোম্বেটে মিস আমেলিয়া কাটার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তাঁহাকে আকৃষ্ট

করিয়াছিল, তবে তাহার রূপ-মাধুর্য্যকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই যুবতীকে দেখিয়া আমেলিয়াকেই তাঁহার মনে পড়িল, এবং তিনি আমেলিয়ার যেরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সেই ভাবে ইহারও উপকার করিতে উৎসুক হইলেন।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি কারণে মিঃ ব্লেক মিস্ লোলা ডি গাইসকে সাহায্য করিতে উৎসুক হইলেন। তাঁহার স্মরণ হইল—সেই রাত্রেই একটি যুবকও মদ্যপানে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া মোটর-কার চালাইতে চালাইতে গাড়ী ভাঙ্গিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার সাহায্যে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে নীত হইলেও তখন পর্য্যন্ত অচেতন অবস্থায় কোচের উপর পড়িয়া ছিল। সেই দুর্ঘটনার সহিত মিস্ লোলা ডি গাইসের মোটর-বিভ্রাটের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা জানিবার জন্য মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইল; কিন্তু সার্জেণ্টের সম্মুখে মিস্ লোলাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। এই উভয় রহস্যের মধ্যে যদি কোন যোগসূত্র থাকে—তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে মিস্ লোলাকে গোপনে প্রশ্ন করাই সঙ্গত মনে হওয়ায়, তিনি সার্জেণ্টকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "সার্জেণ্ট যদি তুমি এই ব্যাপার লইয়া আর কোন রকম বাড়াবাড়ি না কর তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হইব।"

সার্জেণ্ট মৃদু হাসিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনার ন্যায় পুলিশের হিতৈষী বন্ধুকে বাধিত করিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই; বিশেষতঃ আপনি ত জানেন পাঁক ঘাঁটিতে আমরা কখন আগ্রহ প্রকাশ করি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি মনে করিও না আমি তোমাকে কোন অন্যায় অনুরোধ করিতেছি; তুমি ইচ্ছা করিলে এখন এই যুবতীকে হাজতে আবদ্ধ করিতে পার বটে, কিন্তু তুমি উহাকে মাতলামীর অভিযোগে অভিযুক্ত করিবে না, করিলেও সেই অভিযোগ আদালতে টিকিবে না; সুতরাং অনর্থক ইহাকে টানাটানি করিয়া লাভ কি?—তবে যদি ইহার গাড়ী চালাইবার ত্রুটিতে অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিত, কোন পথিক আহত হইত, তাহা হইলে বিচারালয়ে উহাকে

শাস্তি পাইতে হইত, এবং সেরূপ হইলে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য আমিও তোমাকে অনুরোধ করিতাম না।"

সার্জেণ্ট বলিল, "উহাকে মুক্তিদান করিলে আমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে বলিয়া মনে হয় না মিঃ ব্লেক! মোটর-কারখানি গাছে ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ হইবার পূর্ব্বে হ্যালেট তাহা দেখিতে পায় নাই, এবং তৎপূর্ব্বে উহার গাড়ী কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে আমরা তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই; সুতরাং আমি এই যুবতীকে মুক্তিদান করিতে পারি।"

সার্জেণ্ট যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মিস্ ডি গাইস, তোমার বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা চালাইতে অনিচ্ছুক। আমরা তোমাকে মুক্তিদান করিতেছি, তোমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে না; তবে ভাঙ্গা গাড়ীখানা আমরা স্থানীয় কোন গ্যারেজে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাহা মেরামত হইলে সেই গ্যারেজ হইতে—"

মিস্ ডি গাইস সার্জেণ্টকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, "ধন্যবাদ সার্জেণ্ট, তোমাকে শত ধন্যবাদ! মামা টনি, আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনি দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম।"—সে হাত বাড়াইয়া মিঃ ব্লেকের হাত ধরিল, তাহার পর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি পূর্ব্বে একবার দয়া করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন—তাহা কি আপনার স্মরণ নাই?"

মিঃ ব্লেক তাহার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। মিস্ ডি গাইসের পূর্ব্ব-কথা তাঁহার স্মরণ হইল না। তিনি তাহার কোন কথাই বিশ্বাস করেন নাই। থানার বহির্দ্বারে যে পুলিসম্যান দাঁড়াইয়া ছিল, লোলা তাহাকে ডাকিয়া পথ হইতে একখানি ট্যাক্সি আনিয়া দিতে অনুরোধ করিল।

লোলা থানার বাহিরে আসিয়া পকেট হইতে বহুমূল্য সুদৃশ্য সিগারেট-কেস বাহির করিল এবং একটি সিগারেট লইয়া ব্লেকের হাতে দিতে উদ্যত হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেক ধন্যবাদ সহকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। লোলা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া

ব্যথিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর থানার সম্মুখে ট্যাক্সি আসিলে লোলা মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিয়া গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "নমস্কার, আমাকে বিদায় দান করুন। আপনাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছি, দয়া করিয়া আমার বেয়াদপি ক্ষমা করিবেন।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমি একখান ট্যাক্সি আনাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, এ পথে শীঘ্র ট্যাক্সি মিলাইতে পারিব কি না বুঝিতে পারিতেছি না ; তোমার ট্যাক্সিতে উঠিয়া বাড়ী যাইলে আমাকে অন্য গাড়ীর প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি ? ট্যাক্সির ভাড়াটা আমিই দিব।"

লোলা বলিল, "আমার কাজে আসিয়া ট্যাক্সি-ভাড়া আপনি দিবেন—এ কি একটা কথা ! আমার সৌভাগ্য যে আপনি আমার ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনাকে ওরূপ অনুরোধ করিতে আমার সাহস হয় নাই। আসুন আপনি, গাড়ীতে উঠিয়া বসুন।"

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিলেন, "এখন কোথায় যাইবে ?"

লোলা বলিল, "আমার কারে যেখানে যাইতেছিলাম—শ্লোন স্কোয়ারে।"

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিচালককে শ্লোন স্কোয়ারে যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তিনি লোলার পাশে বসিলেন। লোলা পুনর্ব্বার একটি সিগারেট বাহির করিয়া বলিল, "ধূমপানে ত আপনার অরুচি নাই টনি ! আপনি ইহা লইবেন না ?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, ধন্যবাদ। কিন্তু আমার নাম টনি নয়, আমার নাম ব্লেক। তথাপি তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ টনি বলিয়া সম্বোধন করিতেছ—ইহার কারণ কি ? তুমি কে,—এ সকল কি কাণ্ড, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। তুমি আমাকে সকল কথা বলিবে কি ?"

ট্যাক্সি দ্রুতবেগে লোলার গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। মিঃ ব্লেক তাঁহার প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্থ কল্প

মিঃ ব্লেকের কাজ বাড়িল

মিঃ ব্লেক কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয় জানিবার জন্য কাহারও নিকট কৌতূহল প্রকাশ করিতেন না। কাহারও কোন গুপ্তরহস্য জানিবার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করা তিনি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার অপরিচিতা লোলা ডি গাইসের ধাপ্পায় তিনি এতই বিস্মিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তাহার বিচিত্র ব্যবহারের কারণ ও তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তিনি বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। দেশ বিদেশের অনেক সুন্দরী যুবতীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, তিনি ছদ্মবেশিণী অনেক নারীদস্যুকে চিনিতেন, তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে অনেকবার প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু এই নারী সাহসে ধূর্ত্ততায় এবং বুদ্ধিমত্তায় তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। আমেলিয়ায় কথা তাঁহার মনে পড়িল। এই জন্য তিনি তাহার সকল কথা জানিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না।

লোলা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "সকল কথা শুনিয়া আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি আমাকে ধাপ্পায় ভুলাইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া পলায়ন করিবে, আমি কিছুই জানিব না, বুঝিব না, তোমার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব—এরূপ আশা করিও না। আমি তোমার চালাকীতে ভুলি নাই, আমার চোখে তুমি ধূলা দিতে পার নাই। আমি তোমাকে চিনি না, তুমিও আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে জান না ; অথচ তুমি যে ভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করিলে—তাহা শুনিয়া পুলিশের ধারণা হইল তোমার সঙ্গে আমার যেন কত কালের ঘনিষ্ঠতা ! তোমার ইঙ্গিতে আমি পুলিশের কাছে তোমার চালাকী প্রকাশ করি নাই। কিন্তু আমি

প্রতারিত হইতে ইচ্ছা করি না, আমার কাছে তোমার সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে হইবে।"

লোলা বলিল, "আপনার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিয়াছিলাম, এজন্য আমি কেবল দুঃখিত নহি, লজ্জিত হইয়াছি; কিন্তু উহা ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় ছিল না মিঃ ব্লেক! আপনি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। পুলিশকে পাঁক ঘাঁটিয়া কষ্ট পাইতে না হয় এই উদ্দেশ্যেই আমি ঐ কাজ করিয়াছিলাম। আপনাকে প্রতারিত করি—বা আপনার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করি—এ উদ্দেশ্য আমার ছিল না। বিপন্ন হইয়াই আপনার সহিত আমাকে ঘনিষ্ঠতার অভিনয় করিতে হইয়াছিল। আপনিও দয়া করিযা আমার অভিনয়ের সমর্থন করিয়াছেন; আপনার সহিত আমার আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব নাই, পুলিশ ইহা বুঝিতে পারে নাই। আপনার অনুগ্রহেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। আমি যে কিরূপ বিপদে পড়িয়া এইরূপ চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা ত আপনি জানেন না। ইহা ভিন্ন আমার উদ্ধার লাভের অন্য কোন উপায় ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে সম্ভ্রান্ত সমাজের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। সম্ভবতঃ লণ্ডনে তোমার অনেক প্রভাবশালী (influential) বন্ধু আছেন। আমি তোমার যে উপকার করিয়াছি—তাঁহাদের যে কেহ অনায়াসেই তোমার সেই উপকার করিতে পারিতেন; তথাপি তাঁহাদের কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আমার ন্যায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে চালাকী করিয়া ডাকিয়া আনিয়া আমার সাহায্যে মুক্তিলাভ করিবার কি প্রয়োজন ছিল মিস্?"

লোলা বলিল, "ও আপনার ভুল ধারণা মিঃ ব্লেক! এখানে আমার কোন বন্ধু বান্ধব নাই। আপনার সাহায্যে আমি পুলিশের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম, কারণ পুলিশে আপনার খাতির প্রতিপত্তি কিরূপ অসাধারণ তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। আমি আপনার শক্তি সামর্থ্যের, আপনার সহৃদয়তা ও মহত্বের অনেক গল্প শুনিয়াছি, অনেক পুস্তকে ও পত্রিকায় আপনার অনেক অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিয়াছি। সুতরাং আপনাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার আমার অসুবিধা হয় নাই। যাহাতে

কোন কেলেঙ্কারী না ঘটে, এই জন্যই আমাকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। পুলিশ পাঁক ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলে—তাহার দুর্গন্ধে অনেককে নাকে রুমাল গুঁজিয়া পলায়ন করিতে হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহার কলঙ্ক প্রকাশের ভয় করিতেছিলে?"

লোলা বলিল, "আমার নিজের।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তোমার ও কথা বিশ্বাস করিলাম না।"

লোলা বলিল, "কোন্ কথা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার নিজের কলঙ্ক প্রকাশের ভয়ে পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

লোলা বলিল, "তবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অন্য কাহারও কলঙ্ক গোপন করিবার জন্যই তুমি এ কাজ করিয়াছিলে। প্রকৃত ব্যাপার কি বল, আমার নিকট কোন কথা গোপন করিও না। যদি আমি তোমার বিন্দুমাত্র উপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমার নিকট সরল ভাবে তোমার সকল কথা প্রকাশ করাই উচিত। তুমি কাহার কলঙ্ক গোপন করিবার জন্য এ কাজ করিয়াছ বল।"

লোলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক বুঝিয়াছ। আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিও না, নারীচরিত্রে আমার অভিজ্ঞতা আছে। তুমি কাহাকে বাঁচাইবার জন্য পুলিশের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলে?"

লোলা বলিল, "নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, অন্য কাহাকেও নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখনও মিথ্যা কথা বলিতেছ? তুমি সুদক্ষা অভিনেত্রী বটে, কিন্তু মিথ্যা কথায় আমাকে প্রতারিত করিবে—সে শক্তি তোমার নাই।—আমার চক্ষু নারীহৃদয়েরও অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। তুমি কোন যুবকের

কলঙ্ক গোপন করিবার জন্য পুলিশের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলে; পুলিশ তোমাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলে তদন্তে তাহার অনেক গুপ্ত কথা প্রকাশিত হইত; তাহা তুমি প্রার্থনীয় মনে কর নাই।"

লোলা একটু রাগ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কাহার কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হইত?"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যে মোটর-কার চালাইয়া তোমাকে গাছে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—তাহার।"

লোলা সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ সকল কথা জানাই যে আমার পেশা। আমি ডিটেক্‌টিভ, এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন?"

মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—যে যুবক তাঁহার উপবেশন-কক্ষের কোচে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিল, সেই যুবকই লোলাকে মোটর-কারে লইয়া কোথাও বেড়াইতে যাইতেছিল। সে মাতাল হইয়া গাড়ীখানি বিপথে লইয়া গিয়াছিল, সামলাইতে না পারিয়া গাছের গুঁড়িতে বাধাইয়া তাহা চূর্ণ করিয়াছিল। তাহার পর লোলাকে সেই গাড়ীতে রাখিয়া আহত অবস্থায় পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহারই আশ্রয়-প্রার্থী হইয়াছিল। এই ব্যাপারের সহিত অন্য কোন গুপ্ত রহস্যের যোগ থাকিতে পারে; কিন্তু সেই যুবকই যে লোলার গাড়ীর চালক, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক লোলাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "মিস্ ডি গাইস, তুমি স্বহস্তে গাড়ী চালাও নাই, সুতরাং গাড়ী চালাইতে গিয়া যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে জন্য তুমি দায়ী নও। তোমার আশঙ্কারও কোন কারণ নাই।"

লোলা হঠাৎ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, এবং অস্ফুটস্বরে বলিল, "গাড়ী আমি চালাই নাই বলিতেছেন; তবে তাহা কে চালাইয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটি ভদ্রসন্তান—যে তোমার সঙ্গে ডিনারে বসিয়া পেট ভরিয়া খানা খাইলেও একাধিক মদের বোতল খালি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই।"

লোলা তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, এবং গভীর বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিল; মিঃ ব্লেককে অতঃপর কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ডিনারের পর তাহার যে অবস্থা হইয়াছিল—সেই অবস্থায় মোটর-কার চালাইতে সাহস করা তাহার উচিত হয় নাই। সেইরূপ বে-এক্তার অবস্থায় মোটর-কার চালাইতে আরম্ভ করায় ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। গাড়ী গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হইবার পর তাহার নেশা কতকটা কাটিয়া গিয়াছিল। সে যে কি বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাকে অবিলম্বে ধরা পড়িতে হইবে, এবং ধরা পড়িলে তাহায় লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া, সে আহত অবস্থাতেই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহার কপাল ও গাল কাচে কাটিয়া গিয়াছিল, কাচ ভাঙ্গিয়া তাহার সার্টে বিঁধিয়া ছিল—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। কলঙ্ক-প্রচার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সে তোমাকে সেই ভাঙ্গা গাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর যখন পুলিশ আসিয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিল, তখন সেই বীর পুরুষ বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছিল।—তোমাকে কিরূপ বিপদে পড়িতে হইবে—তাহা তাহার চিন্তা করিবারও অবসর ছিল না। নেশায় চুর হইয়া থাকিলেও তখন তাহার মনে হইতেছিল, 'আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম!'—কেমন, আমার কথা ঠিক কি না? ও রকম অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলে যে!"

লোলা বলিল, "না না, সে আমাকে ফেলিয়া কাপুরুষের মত ঐ ভাবে পলায়ন করিতে সম্মত হয় নাই, আমিই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম।"

মি ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিতেছি—আমার কথাগুলি সত্য?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লোলা বুঝিতে পারিল—নিজের কথায় সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে! নিজের উপর তাহার রাগ হইল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল,

"আপনি এ সকল কথা কিরূপে জানিলেন ? আপনি সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ হইলেও দৈবজ্ঞ, ইহা আমার জানা ছিল না। উঃ, আপনি অতি ভয়ঙ্কর লোক !"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নহি, ইহার প্রমাণ তুমি পাইয়াছ। আমি স্বীকার করিতেছি আমি দৈবজ্ঞ নহি ; কিন্তু তথাপি আমি এ সকল কথা অল্পাধিক জানিতে পারিয়াছি—তাহা তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ।—এখন সকল কথা খুলিয়া বল।"

লোলা দুই এক মিনিট নির্নিমেষ নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আমি শুনিয়াছিলাম আপনার শক্তি অসাধারণ, আপনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। যাহা শুনিয়াছিলাম এখন বুঝিতেছি তাহা সত্য। আপনার ক্ষমতায় আমার বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আজ রাত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহা আমি ও সে ভিন্ন অন্য কেহই জানে না, তথাপি আপনি কিরূপে তাহা জানিতে পারিলেন, ইহা আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর! তবে যে দুর্ঘটনার কথা বলিলেন, তাহা সত্য ; কিন্তু সে আমাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল—তাহার বিরুদ্ধে আপনার এই অভিযোগ সত্য নহে। আমিই তাহাকে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম ; আমার পীড়াপীড়িতে সে অনিচ্ছার সহিত আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। সে চলিয়া না যাইলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াইত, কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিত না।

"যখন তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল—তখন সে গাড়ীতেই বসিয়াছিল। কিন্তু তখন সে যে নেশায় বে-এক্কার হইয়াছিল—ইহা বুঝিতে পারি নাই। পরে যখন সে গাড়ী গাছের গুঁড়িতে বাধাইয়া চূর্ণ করিল—তখন বুঝিলাম তাহার তখন গাড়ী চালাইবার যোগ্যতা ছিল না। ঐরূপ মাতাল হওয়াতেই সে গাড়ী লইয়া ক্রমাগত বিপথে যাইতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল। যদি সেই অবস্থায় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিত—তাহা হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইত—তাহা আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। তদ্ভিন্ন সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িলে আমারও দুর্নামের সীমা

থাকিত না। ঐ রকম মাতালের সঙ্গে রাত্রিকালে গাড়ীতে থাকা সপ্রমাণ হইলে লজ্জায় আমাব মুখ দেখাইবার উপায় থাকিত না। আমার ত কোন অপরাধ ছিল না, সুতরাং আমার মনে ভয় হয় নাই; আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি এই মুহূর্ত্তে চলিয়া যাও। কোন ক্লাবে গিয়া আশ্রয় লও; গাড়ী আমার জিম্বায় রাখিয়া যাও।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি গাড়ীতে বসিয়া মজা দেখিতে লাগিলে?"

লোলা বলিল, "সে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবামাত্র আমি তাহার স্থান অধিকার করিয়া গাড়ীর 'হুইল' চাপিয়া ধরিলাম। গাড়ীর সম্মুখের কাচ ভাঙ্গিয়া তাহার কপাল গাল কাটিয়া গিয়াছিল, ঝর-ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল; কিন্তু সেই অবস্থায় তাহাকে সাহায্য করিবার ত কোন উপায় ছিল না। আমার বিশ্বাস, বহুদূরে পলায়ন করিয়া কোন চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা প্রয়োজন—এ কথা তাহার বুঝিবার শক্তি ছিল। অল্পক্ষণ পরে পুলিশের কন্‌ষ্টেবলটা গাড়ীর পাশে আসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিল, আমি তাহাকে বলিলাম আমি নিজেই গাড়ী চালাইতে-ছিলাম—তাহার পর পরিহাস করিয়া যে কথা বলিয়াছিলাম—তাহা আপনি শুনিয়াছেন। সে কথা না বলাই উচিত ছিল। আমি কি তখন জানিতাম—হতভাগাটা ঠাট্টা বিদ্রূপ বুঝিতে পারে না? সে ভাবিল আমি মাতাল হইয়া ঐ রকম অসংলগ্ন কথা বলিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কোলের উপর হুইস্কির ফ্ল্যাস্কটা কোথা হইতে আসিল? সেটি তোমার কাছে থাকা বড়ই অন্যায় হইয়াছিল। তোমার মুখে অসংলগ্ন কথা—কোলে মদের বোতল! ঐ জন্যই ত পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল।"

লোলা বলিল, "হাঁ, আমি বড়ই ভুল করিয়াছিলাম, ঐ মদের ফ্ল্যাস্কের জন্যই আমাকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। আবার ভাগ্য-বিড়ম্বনায় মুখ দিয়া ঐ রকম বিদ্রূপসূচক কথাটাও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ রকম বিপদের সময় আমার যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল—তাহা করিতে পারি নাই

আমার বিশ্বাস, সার্জেণ্টটা সকল কথা শুনিয়া আমাকে মাতাল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। সন্দেহ করিবারই কথা; যাহার কোলে মদের বোতল এবং মুখে অসংলগ্ন কথা—তাহাকে সন্দেহ না করিবে কে? ঐ ফ্ল্যাস্কটা আমি চালকের আসনের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলাম। আমি তখন জানিতাম না উহাতে হুইস্কি ছিল। আমি তাহা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম—সেই সময় কন্‌ষ্টেবলটা আমার গাড়ীর কাছে উপস্থিত। গাড়ী-খানার অধিকাংশ ঐ ভাবে চূর্ণ হওয়ায় আমার শরীরেও খুব ঝাঁকুনী লাগিয়া-ছিল। গাড়ীখানা যখন সবেগে গাছের গুঁড়ির উপর নিক্ষিপ্ত হইল, তখন আমার গায়ের আবরণ-বস্ত্রখানি দিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিলাম; নতুবা আমার মুখ ও কপাল কাটিয়া যাইত, শরীরেও হয় ত আঘাত পাইতাম। সে গাড়ী সামলাইতে পারিল না, গাড়ী চূর্ণ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার বোধ হয় হুঁস্ ছিল না। তাহাকে গাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বলিয়া আমি কি ভাল করি নাই? আপনি কি বলেন মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ভালই—করিয়াছিলে; তাহাকে বাঁচাইয়াছ, তুমিও মাথার উপর হইতে কলঙ্ক-পসরা দূরে ফেলিয়া নিজের মান রক্ষা করিয়াছ। তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছিলে যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে তাহা হইলে বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।"

লোলা বলিল, "হাঁ, সেইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু আপনার সাহায্য ভিন্ন আমি শেষ রক্ষা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তুমি আমাকে কেন ডাকিলে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।"

লোলা বলিল, "ইহাতেই বুঝিয়াছেন আমি নির্ব্বোধ নহি। পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় না দেখিয়া, কিরূপে আত্মরক্ষা করিব ভাবিতেছিলাম—সেই সময় হঠাৎ আপনার নাম মনে পড়িল। মোটর-গাড়ীতে বসিয়া আমার বন্ধু জ্যাকের সঙ্গে আপনার প্রসঙ্গই চলিতেছিল। আপনার কথা লইয়া আলোচনা করিবার কারণ এই যে, কোন গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে আপনার

পরামর্শ গ্রহণ জ্যাকের নিকট অপরিহার্য্য মনে হইয়াছিল। সেই ব্যাপারটি নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও জ্যাক তাহা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ মনে করিতেছিল। সে-কথা আপনাকে না বলিলেও ক্ষতি নাই। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন সেজন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।—আমরা কি শ্লোন স্কোয়ারে আসিলাম ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, এখনও বোধ হয় একটু বিলম্ব আছে। তবে তাহার কাছাকাছি আসিয়াছি বলিয়াই মনে হইতেছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।"

ড্রাইভারের সহিত কথা বলিবার যে নল ছিল, তাহার সাহায্যে মিঃ ব্লেক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলে ড্রাইভার বলিল, "হাঁ, আমরা আসিয়া পড়িয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেকার ষ্ট্রীটে চল। বেকার ষ্ট্রীটের শেষ মুড়ায়,—বুঝিয়াছ ?"

লোলা মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিল, "আপনি ড্রাইভারকে কি বলিলেন ? বেকার ষ্ট্রীটে যাইতে বলিলেন না ? সেখানে কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে এত কথা জান, আর আমি কোথায় বাস করি তাহা জান না ?—বেকার ষ্ট্রীটেই যে আমার বাড়ী।"

লোলা বলিল, "তাহা হইলে গাড়ী থামাইয়া এইখানে আমাকে নামাইয়া দিয়া যান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তোমাকে আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে।"

লোলা সবিস্ময়ে বলিল, "কোথায় ? আপনার বাড়ী ?—না মিঃ ব্লেক, এই গভীর রাত্রে আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে যাওয়া আমার মত কুমারীর পক্ষে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ তাহাই করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে।"

লোলা বলিল, "আপনি কি উদ্দেশ্যে এ কথা বলিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেখানে যাইলে তোমার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে।"

লোলা গভীর বিস্ময়ভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার বাড়ীতে আমার পরিচিত লোক?—কে সে? তাহার নাম?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ জেকব নাথান।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লোলা ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে অতি কষ্টে সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার পর আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "জ্যাক? আপনার ঘরে? সে এখনও আপনার বাড়ীতে আছে? আশ্চর্য্য!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সত্য।"

লোলা বলিল, "কেন? সে আপনার বাড়ীতে কেন গিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।"

লোলা বলিল, "আপনি তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই? সে কি সে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করে নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, কারণ তাহার কথা বলিবার শক্তি নাই। আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া সে কোন কথা বলিতে পারে নাই। সে আমার ঘরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে; এতক্ষণে হয় ত চেতনা লাভ করিয়াছে। আমি তাহাকে আমার সহকারীর জিম্বায় রাখিয়া আসিয়াছি। একে মাতাল, তাহার উপর কপালে মুখে ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে; চেতনা হারাইবার কথা বটে।"

লোলা বলিল, "সে আপনাকে কোন কথা বলিতে পারে নাই, তাহা হইলে আপনি কিরূপে জানিলেন মোটর-গাড়ীর দুর্ঘটনায় সে আহত হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। বাহ্যিক প্রমাণে নির্ভর করিয়াই এ কথা বলিতেছি। কিন্তু মিস্ ডি গাইস, আমি তোমাকে একটা কথা বলিব, তুমি রাগ করিও না। তোমার মত বয়সে ভ্রমণের সঙ্গী-নির্ব্বাচনে কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; সঙ্গী-নির্ব্বাচনের দোষে কিরূপ সঙ্কটে পড়িতে হয়—তাহার পরিচয় পাইয়াছ।"

লোলা বলিল, "কিন্তু আপনার ন্যায় বিবেচক ব্যক্তির মুখে ও কথা শোভা পায় না মিঃ ব্লেক! আপনার এই সতর্কতার বাণী নিস্ফল।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "নিস্ফল কেন?"

লোলা মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি করকোষ্ঠি (palmistry) বিশ্বাস করেন?"

মিঃ ব্লেক তাহার প্রশ্ন শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন, কারণ প্রশ্নটি অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, বলিলেন, "হাঁ, বিশ্বাস করি। বহুদিন পূর্ব্বে একজন হিন্দু জ্যোতিষী হাত দেখিয়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কথা বলিয়া দিয়াছিল, তাহার কতকগুলি মিলিয়া গিয়াছে।"

লোলা তাহার বাঁ-হাতের দস্তানা খুলিয়া শুভ্র করপল্লব মিঃ ব্লেকের সম্মুখে প্রসারিত করিল; হাসিয়া বলিল, "আমার কর-রেখাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে কি লেখা আছে? রাত্রিকালে মাতালের সঙ্গে মোটর-কারে পথে পথে ঘুরিয়া বিপন্ন হওয়াই হয়ত তোমার অদৃষ্টের বিধান; কিন্তু আমি ডিটেক্‌টিভ হইলেও জ্যোতিষী নহি, কর-রেখা পরীক্ষা করিতে জানি না।"—হঠাৎ লোলার মধ্যমাঙ্গুলীতে ওপালখচিত প্লাটিনমের একটি অঙ্গুরী মিঃ ব্লেকের দৃষ্টিগোচর হইল,—তাহা বাগ্দানের অঙ্গুরী।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি জ্যোতিষী না হইলেও সেই মাতালটার সঙ্গে তোমার নৈশ-ভ্রমণের কারণ বুঝিয়াছি। তোমার ভাগ্যে বিস্তর দুঃখ কষ্ট আছে মিস ডি গাইস্!"

লোলা বলিল, "কেন? মিঃ নাথানকে আমি বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি বলিয়া?"

মিঃ ব্লেক এই প্রসঙ্গে কোন কথা বলিলেন না; বিষয়টি ক্রমশঃ অধিকতর অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তোমার প্রণয়ী আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাহার ন্যায় বিপন্ন যুবকের জন্য আমার যাহা করা উচিত, তাহার ত্রুটি করি নাই। আমরা বাড়ীর কাছে

প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি; তুমি কি বলিতে পার—তোমার প্রণয়ী কি উদ্দেশ্যে আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল?"

লোলা বলিল, "নেশায় তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়াতেই সে আপনার বাড়ীতে গিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কেন? আমার বাড়ী কি মাতালের চিকিৎসালয় বলিয়া তাহার ভ্রম হইয়াছিল?"

লোলা বলিল, "না। সে প্রকৃতিস্থ থাকিলে সময়ান্তরে আপনার সহিত দেখা করিতে যাইত; কিন্তু অতিরিক্ত নেশায় ও মাথার আঘাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় আজ রাত্রেই সে তাহার ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বুঝিয়াছি; কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল?—সে তোমাকে তাহার মনের কথা বলে কি?"

লোলা একটু হাসিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস, সে আমার নিকট কোন কথা গোপন করে না। তাঁহার পিতা সার এন্‌সর একখানি পত্র পাইয়াছেন, সেই বেনামা পত্রে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা জানিবার জন্যই সে আপনার সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল।

"আমি জেকবের মা লেডি রাসেলের নিকট শুনিয়াছি সার এন্‌সর উপর্য্যুপরি কয়েকখানি বেনামা পত্র পাইয়াছেন, সেই সকল পত্রে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল; লেডি রাসেল আমাকে বলিয়াছিলেন—তাঁহার স্বামী সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিলেও, তিনি যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার ভাবভঙ্গিতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল; পাছে খবরের কাগজওয়ালারা পুলিশের কাছে সংবাদ পাইয়া তাহাদের কাগজে এই কথা লইয়া আলোচনা করে—এই ভয়ে এবং অন্যান্য কারণেও তিনি সেই সকল পত্রের কথা পুলিশের গোচর করেন নাই, তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। তিনি জেকবকে ডাকিয়া তাহারই উপর ঐ সকল অজ্ঞাতনামা দুর্জ্জনের

দমনের ভার প্রদান করেন। তাহাকে বলেন, সে যেরূপে পারে যেন তাহাদিগকে শাসন করে, ভবিষ্যতে তাহারা যেন তাঁহাকে ওভাবে বিরক্ত করিতে না পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তোমার প্রণয়ীকে তাহার পিতা গোয়েন্দাগিরি করিবার ভার দিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে তাহার বোধ হয় যথেষ্ট দক্ষতা আছে।"

লোলা বলিল, "দক্ষতা? কোন্ কাজে যে জ্যাকের দক্ষতা আছে—তাহা আমি জানি না। তাহার অকর্ম্মণ্যতার জন্যই তাহার পিতা তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত। সার এন্‌সর অনেকগুলি কারবারের প্রধান পরিচালক। তিনি জ্যাককে সেই সকল কারবার-সংক্রান্ত কোন কোন কাজের ভার দিয়াছিলেন; কিন্তু জ্যাক কোন কাজেই দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে নাই। সার এন্‌সর এজন্য এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছু দিন পর্য্যন্ত জ্যাকের সহিত কথা বন্ধ করিয়াছিলেন। কেবল লেডি রাসেলের চেষ্টাতেই পিতাপুত্রে প্রকাশ্য বিরোধ ঘটিতে পায় নাই।

"কয়েক দিন পূর্ব্বে সার এন্‌সর জেকবকে ডাকিয়া ঐ পত্রগুলির প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'ইহা বড়ই ভয়ানক ব্যাপার, অথচ বিষয়টি গোপনীয়। ইহার তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়া তোমাকে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে, বুদ্ধি ও কোশল খাটাইতে হইবে। তুমি কি রকম কাজের লোক হইয়াছ—তাহা পরীক্ষা করিব। এখনও যদি সতর্ক না হও, কতকগুলা বদ্-খেয়াল ছাড়িয়া না দাও, এবং চরিত্র সংযত না কর—তাহা হইলে তুমি কখন মানুষ হইতে পারিবে না। আমি তোমাকে আমার গুপ্তচর নিযুক্ত করিলাম। তুমি যেরূপে পার এই বদমায়েস গুণ্ডাগুলাকে দমন কর—যেন তাহারা আর মাথা তুলিতে না পারে। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ'?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই সকল দায়িত্ব-ভার নিজের ঘাড়ে লইয়া এখন ঐ কাজ আমাকে দিয়া করাইয়া লইবে বুঝি?"

লোলা বলিল, "তাহাই বোধ হয় তাহার মতলব; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি এই ভার গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ আপনার সহিত তাহার

পরামর্শ করিবার অধিকার আছে কি না এ বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। আপনার সহায়তা প্রয়োজনীয় মনে হইলে সার এন্‌সর স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। যাহা হউক, এ সকল কাজ জ্যাকের, সে যাহা ভাল মনে করে—করিবে, সেজন্য আমার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু জ্যাকের কার্য্যদক্ষতার উপর আমাদের জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। জ্যাক যদি তাহার পিতার আদেশ পালন করিতে না পারে তাহা হইলে সার এন্‌সর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন; তাঁহার অসন্তোষ জ্যাকের পক্ষে কখনই কল্যাণপ্রদ হইবে না। অধিকন্তু আজ রাত্রে জ্যাক মাতাল হইয়া যে কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে—তাহা শুনিতে পাইলে সার এন্‌সর রাগ করিয়া তাহাকে নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন। পুত্রস্নেহের অনুরোধে তাঁহার সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে। এই জন্যই আমি তাহাকে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাহার অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে ছাড়িত না, এবং তাহাকে হাজতে প্রবেশ করিতে হইলে সে সংবাদ সার এন্‌সরের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইত না। এমন কি, আপনি যদি পুলিশের কবল হইতে আমাকে উদ্ধার না করিতেন, তাহা হইলেও সার এন্‌সর শুনিতেন আমি মাতাল হইয়া পুলিশের গারদে আবদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং জ্যাকের সহিত আমার বিবাহের আশা বিলুপ্ত হইত। এইজন্যই আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম।—এ কি গাড়ী হঠাৎ থামিল যে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “গাড়ী আমার বাড়ীর দরজায় আসিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সি হইতে নামিয়া লোলাকে নামাইয়া লইলেন। তিনি লোলার রূপমাধুর্য্যের ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। জেকবের ন্যায় চরিত্রহীন, কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত মাতালের সহিত বিবাহ হইলে তাহাকে চিরজীবন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে, ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল সার এনসর নাথান ইংলণ্ডের ধনকুবেরগণের অন্যতম; জেকব তাঁহার একমাত্র পুত্র, এবং বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধি-

কারী ; সুতরাং সে মনুষ্যনামের অযোগ্য হইলেও লোলা টাকার লোভে, বিলাস-লালসা পরিতৃপ্তির আশায় তাহাকে বিবাহ করিবেই ; নরপশু বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না। ইংলণ্ডে এরূপ সুন্দরী সম্ভ্রান্তবংশেও অনেক আছে যাহারা জেকবের মত অকালকুষ্মাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্ম লালায়িত! তাহারা বিদেশিনী লোলার সৌভাগ্যে নিশ্চয়ই ঈর্ষ্যান্বিতা হইবে।

মিঃ ব্লেক লোলাকে সঙ্গে লইয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলে স্মিথের সহিত সেখানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। মিঃ ব্লেক লোলাকে বলিলেন, "এই যুবক আমার সহকারী স্মিথ।"—স্মিথকে বলিলেন, "ইনি মিস্ ডি গাইস। আমাদের যে অতিথি দোতালায় শুইয়া আছে—ইনি তাহারই বন্ধু।—সে এখন কেমন আছে স্মিথ?"

স্মিথ বলিল, "এখন ঘুমাইতেছে ; আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। আশা করি নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিব।"—তাহার পর সে লোলার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "আশ্চর্য্য সুন্দরী বটে!"

মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে জেকব নাথান তখনও কোচের উপর শায়িত ছিল। তাহার কপাল ও মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছিল, মুখ বিবর অর্দ্ধোন্মুক্ত, 'কলার' কণ্ঠচ্যুত হইয়া ঝুলিয়া পড়ায় গলা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ক্ষতবিক্ষত মুখ বিশ্রী দেখাইতেছিল। লোলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তিভরে ভ্রূভঙ্গি করিল, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া বাঁ-হাতের বাগ্দানের অঙ্গুরীটি লইয়া এ ভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল যে, মিঃ ব্লেকের মনে হইল—সে তাহা খুলিয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা যেন অতি কষ্টে দমন করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া লোলার সম্মুখে বসিলেন, এবং তাহার অঙ্গুরীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মিস্ ডি গাইস, তোমার ঐ অঙ্গুরীটি প্ল্যাটিনম্ ও ওপাল সহযোগে নির্ম্মিত ; তেলে-জলে যেমন মেশে না, সেই রকম ঐ দুইটি জিনিসও পরস্পরের সহিত মেশে না।—আমি তোমার অঙ্গুরীটি একবার দেখিকে চাই।"

লোলা তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের কোলের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'দেখুন'। —মিঃ ব্লেক তাহার আঙ্গুল ধরিয়া অঙ্গুরীটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিস্ ডি গাইস, কোন্ সময় তোমাদের বিবাহ হইবে?"

লোলা বলিল, "যদি কোন বাধা বিঘ্ন না ঘটে তাহা হইলে আগামী বসন্ত কালেই বিবাহ হইবে। বাগ্দান হইয়া গিয়াছে, দিনস্থির হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমরা আগ্রহ ভরে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছ,— কেমন?"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবজ্ঞাভরে জেকব নাথানের মুখের দিকে চাহিলেন।

লোলা তাহার প্রণয়ীর প্রতি মিঃ ব্লেকের অশ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়াও বলিল, "নিশ্চয়ই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই অঙ্গুরী তুমিই পছন্দ করিয়াছিলে, না তোমার প্রণয়ী নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া দিয়াছিল?"

কোচের উপর হইতে জেকব বলিল, "লোলাই উহা পছন্দ করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক ও লোলা উভয়েই অদূরবর্ত্তী কোচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। জেকব ভারী গলায় অস্ফুট স্বরে ঐ কথা বলায় লোলা তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের কোলের উপর হইতে হাতখানি টানিয়া লইল; কিন্তু ইহা নাথানের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সে তখন ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া-বসিয়া মিঃ ব্লেক ও লোলার দিকে মিট্‌-মিট্‌ করিয়া চাহিতেছিল; কিন্তু তখনও তাহার মস্তিষ্কের জড়তা সম্পূর্ণ রূপে অপসৃত হয় নাই, চিন্তা-শক্তিও ক্ষীণ ছিল। সে লোলাকে মিঃ ব্লেকের ক্রোড়ে হাত রাখিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যেন হতবুদ্ধি হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল। তাহার প্রণয়িনী মিঃ ব্লেকের কোলে হাত রাখিয়া সেই গভীর নিশায় নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল—তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে বিরক্ত হইল; কিন্তু সংযত স্বরে বলিল, "হাঁ, লোলাই উহা পছন্দ করিয়াছিল। উহার পছন্দটা কি চমৎকার! আপনি কি মনে করেন লোলার যাহা পছন্দ হইবে—টাকার মায়া করিয়া তাহা

উহাকে কিনিয়া দিব না? উহার সন্তোষের জন্ত আমি টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইব? আমি তেমন বদ্‌রসিক নহি। লোলা প্ল্যাটিনম্ ও ওপাল এক-সঙ্গে চাহিয়াছিল। তাহা না পাইলে উহার ক্ষোভ দূর হইবে না বুঝিয়া আমি উহাকে লইয়া আমষ্টারডামে গিয়াছিলাম; সারা নগর ঘুরিয়া এক জহরীর দোকানে ঐ অঙ্গুরী পাওয়া গেল। জহরী বেটা কশাই! অঙ্গুরীটা লোলার পছন্দ হইয়াছে বুঝিয়া সে অসঙ্গত দাম হাঁকিয়া বসিল। কি করি? প্রেমের দায়ে ঠেকিয়া গিয়াছি, লোলাকে ত সুখী করিতে হইবে। জহরী বেটা যাহা চাহিল তাহাই দিয়া অঙ্গুরীটা উহাকে কিনিয়া দিলাম। কিন্তু আমার প্রণয়িনী—আমার বাগ্‌দত্তা বধূ লোলা এই গভীর রাত্রে এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে কি ফুস্‌ফাস্ করিতেছে? উহার মতলব কি? আর আমিই বা এখানে কেন?—লোলি, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে বল ত।"

লোলা বলিল, "আমিও কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তোমার সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

জেকব নাথান বলিল, "কি? আমার সম্বন্ধে?"

লোলা অবজ্ঞাভরে বলিল, "হাঁ, তোমার সম্বন্ধে।—মাতাল হইয়া গাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলে, তাহার পর আমার অনুরোধে পলায়ন করিলে; ভালই করিয়াছিলে, নতুবা তোমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। তোমার বাবা তোমাকে জুতা মারিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতেন। দৌড়াইয়া পলাইলে ত মরিতে এখানে আসিয়া জুটিলে কেন বল।"

লোলার তীব্র তিরস্কারে নাথানের নেশা ছুটিয়া গেল। ধীরে ধীরে সকল কথা তাহার মনে পড়িল। সে অপরাধীর ন্যায় লোলার মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি তাহা জানি না লোলি! মনে করিয়াছিলাম ক্লাবে যাইব, কিন্তু সেখানে যাইতে সাহস হয় নাই; আমার অবস্থা দেখিয়া ক্লাবের লোক আমার কৈফিয়ত চাহিলে আমি কি উত্তর দিতাম? আমি কি বলিতে পারিতাম —মাতাল হইয়া গাড়ীখান গাছের গুঁড়িতে বাধাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, আর তোমাকে সেই গাড়ীতে রাখিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে চম্পট দিয়াছি?

আর যদি মিথ্যা কথা বলিতাম—তাহাই বা কে বিশ্বাস করিত? কোথায় যাইব স্থির করিতে না পারিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক টেলিফোনের 'বাক্স' দেখিলাম। তখনই মনে হইল—মিঃ ব্লেককে ডাকিয়া সাড়া লই। উঁহার সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করিয়াছিলাম। সুতরাং উঁহার বাড়ীতে আসিবার জন্যই আগ্রহ হইল। ফোনে উঁহাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তখন বাড়ী ছিলাম না, তাহার পর?"

নাথান বলিল, "ঠিক। আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলাম। আমার গলা ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানে এতই গরম বোধ হইল যে, আমার যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। মনে হইল কে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, আমার মূর্চ্ছা হয় আর কি! আমার মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল—মাথা ঘুরিতেছিল; এই জন্যই বোধ হয় ঐ অবস্থা হইয়াছিল। আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় গলার 'কলার' টানিয়া ছিঁড়িলাম। 'টাই'টা আল্‌গা করিলাম। সজোরে গলা ডলিলাম; তথাপি আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। মাথা হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছিল।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। মিসেস্ বার্ডেল টেলিফোনে তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া কিরূপ আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল, এবং মিঃ ব্লেক বাড়ী আসিলে কি বলিয়াছিল—তাহা তাঁহার মনে পড়িল; কিন্তু তিনি জেকব নাথানের অবশিষ্ট কথা শুনিবার জন্য বলিলেন, "তাহার পর কি হইল?"

জেকব নাথান বলিল, "কে একজন সাড়া দিয়া বলিল—আপনি বাহিরে গিয়াছেন। কিন্তু তখন আমার আর কোথাও যাইতে সাহস হইল না, আপনার বাড়ীতে আসিবার জন্য ভয়ঙ্কর আগ্রহ হইল। আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আপনার সদর-দরজায় আসিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম; কিন্তু কাহারও সাড়া পাইলাম না। শেষে আমার আর হাত উঠিল না, মাথা ঘুরিতে লাগিল, জগৎ অন্ধকার দেখিলাম,—দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইলাম; তাহার পর কি হইয়াছিল স্মরণ নাই। কেবল মনে হয় আমার শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল।—কি হইয়াছিল তাহা আপনি জানেন; তাহা শুনিতে আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন। তাহাকে বিদায় দিয়া মিস্ লোলা সেই ভাঙ্গা গাড়ীতে থাকায় কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিল, লোলাও তাহা বলিল। মিঃ ব্লেক তাহার অনুরোধে থানায় গিয়া কিরূপে তাহাকে পুলিশের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং কি জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন—তাহা শুনিয়া জেকব নাথান বোধ হয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। মিঃ ব্লেক তাহাদের উভয়েরই কি উপকার করিয়াছেন—তাহা সে বুঝিতে পারিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমরা দুইজনেই এই রাত্রিকালে আপনাকে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলিয়াছি। আমাদের উপদ্রব যে-কোন ভদ্রলোকের অসহ্য হইত; কিন্তু আপনি দয়া করিয়া তাহা সহ্য করিয়াছেন, আমাদের প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছেন। আপনি অতি মহৎ, আপনার দয়ার সীমা নাই; কিন্তু আমরা আপনার করুণা ও সহানুভূতি লাভের অযোগ্য। উঃ, কি কষ্টই আপনাকে দিয়াছি! এজন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে মিঃ ব্লেক!"

লোলা বলিল, "তোমার লজ্জা আছে,—ইহা উনি বিশ্বাস করিবেন কি না—জানি না, কিন্তু আমি ত বিশ্বাস করি না। তবে উনি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন। আমি উঁহার সঙ্গে যে ধাপ্পাবাজি করিয়াছি—তাহা মার্জ্জনার অযোগ্য; তথাপি উনি যখন আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, তখন তোমার ধৃষ্টতাও মার্জ্জনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উঁহাকে আর অধিক বিরক্ত করা সঙ্গত নহে, চল আমরা যাই।"

লোলা তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু জেকব নাথান শয্যাত্যাগ না করিয়া লোলাকে বলিল, "আসল কথাই যে মিঃ ব্লেককে বলা হইল না! সেই পত্রের কথা না বলিয়াই যদি চলিয়া যাইব—তবে উঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম কেন?"

লোলা বলিল, "না থাক; সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া আর উঁহার সময় নষ্ট করা সঙ্গত হইবে না জ্যাক! সেই পত্রে যাহা লেখা আছে—তাহা মিথ্যা আস্ফালন মাত্র,—তাহাতে শঙ্কিত হইবার কোন কারণ আছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। কে হয় ত তামাসা করিয়া তাহা লিখিয়াছে। তোমারও কি সেই রকমই মনে

হয় না ? বিশেষতঃ, ঐ পত্রের মর্ম্ম তুমি অন্য লোকের নিকট প্রকাশ করিয়াছ—এ কথা শুনিলে তোমার বাবা যে তোমার উপর খুসী হইবেন—”

জেকব নাথান লোলার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “সেই বুড়ো গাধাটার (old ass) মতামতের কি আমি কোন তোয়াক্কা রাখি ?—সেই বেনামা পত্রগুলা যে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফল—ইহা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। বাবা আমাকে এই গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে, বদমায়েসগুলাকে সায়েস্তা করিতে আদেশ করিয়াছে। সে কি মনে করে আমি ব্লড-হাউণ্ডের মত (like a blood-hound) চারি পায়ে দৌড়াদৌড়ি করিয়া এই নগরের সকল আড্ডা শুঁকিয়া বেড়াইব, আর বদমায়েসগুলাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের টুঁটি কামড়াইয়া ধরিব ? আমি ত তাহার পোষা কুকুর নহি। তবে তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী কি না, তুমি যদি বল—এই ব্যাপার লইয়া মিঃ ব্লেকের মত ভদ্রলোককে অনর্থক কষ্ট দেওয়া—”

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “সেই পত্রখানি কি তোমার সঙ্গে আছে মিঃ নাথান ?”

স্মিথ জেকব নাথানের পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহার বাচালতায় পরমানন্দ উপভোগ করিতে করিতে অর্দ্ধনিমিলিত নিদ্রালস নেত্রে হাঁই তুলিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—‘এ পাপ বিদায় হইলে বাঁচি।’—সেই সময় মিঃ ব্লেক নাথানকে পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় ধৈর্য্য ধারণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, “কর্ত্তা, আপাততঃ একটু ঘুমাইয়া লইলে হইত না ? রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল যে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি শুইতে যাও স্মিথ, আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। মিঃ নাথান, পত্রখানি যদি তোমার কাছে থাকে—”

নাথান বলিল. “হাঁ, মিঃ ব্লেক আমার সঙ্গেই আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমরা এখানে আর একটু অপেক্ষা করিলে আমি তাহা একবার দেখিয়া লইতে পারি।”

নাথান মিঃ ব্লেকের অনুরোধ রক্ষা করিতে উৎসুক হইয়াছে বুঝিয়া লোলা

সক্রোধে তাহার প্রণয়ীর মুখের দিকে চাহিল। জেকব নাথান তাহার পাতলুনের একটি গুপ্ত পকেটে হাত পুরিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর হইতে একখানি পত্র লইয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিল।

পত্রখানি একখানি শুভ্র পাতলা পার্চ্চমেণ্টে লিখিত, তাহার বাঁ-ধারে কয়েকটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর নামের তালিকা এবং প্রত্যেক নামের পাশে মাস ও বৎসরের উল্লেখ দেখিয়া মিঃ ব্লেক ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, এবং ইহার অর্থ আবিষ্কারের জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। হাতের লেখা অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

ব্লু ট্রেণ—এপ্রিল, ১৯২৬।

হেমিস্‌ফিয়ার ষ্টোর্স—৩য় এভিনিউ, নিউ ইয়র্ক—জুলাই ১৯২৬।

কপ্টহল লেন, ফণ্ডিং বণ্ডস্‌—ডিসেম্বর, ১৯২৬।

ম্যান্‌চেষ্টার মেল,—ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।

ম্যানর গ্রীণ,—জুন, ১৯২৭।

পোর্টল্যাণ্ড প্লেস্‌,—সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

কোন সাধারণ পাঠকের নিকট এই কথাগুলি অর্থহীন; কেহ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিত না। কিন্তু মিঃ ব্লেক গোয়েন্দাগিরিতেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন; এই তালিকার অর্থ বুঝিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা কোন দুঃসাহসী দস্যুদলের লিখিত তালিকা, যে বৎসর যে মাসে উহারা যে যে স্থানে ডাকাতি করিয়াছিল—তাহাই এই তালিকায় লিখিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে তালিকা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে দস্যুরা বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছিল, কিন্তু পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই; এমন কি, ঐ সকল স্থানে একজন দস্যু লুণ্ঠন করিয়াছিল, কি কতকগুলি দস্যু দল-বাঁধিয়া ডাকাতি করিয়াছিল, মিঃ ব্লেকও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু এই তালিকা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন দস্যুরা দল-বাঁধিয়া এই লুণ্ঠন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহাদের শাখা-কার্য্যালয় আছে।

মিঃ ব্লেক উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকবর্গের নাম দেখিয়া জানিতে পারিলেন—ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত সার এনসর নাথানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; কোনও কোম্পানীর তিনি প্রধান অধ্যক্ষ, কোনও কোম্পানীতে তাঁহার সেয়ারের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, অথবা তিনি তাহার পরিচালকবর্গের অন্যতম। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ব্লুট্রেণ নামক ভবন হইতে তাঁহার বহুমূল্য হীরক জহরতের অলঙ্কার ও স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসনাদি অপহৃত হইয়াছিল।

নিউ ইয়র্কের হেমিস্‌ফিয়ার ষ্টোর্স—সার এনসরের নিজের দোকান। তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে এই দোকান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার হ্যামিল্টন প্রভৃতির দোকানের ন্যায় তাহাতে হীরা জহরতের নানা অলঙ্কার বিক্রয় হইত। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে সেই দোকান হইতে যে সকল হীরক রত্নের অলঙ্কার লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মূল্য একলক্ষ কুড়ি হাজার পাউণ্ড। গত-পূর্ব্ব ডিসেম্বর মাসে ও গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কপ্টহলের সিন্দুক হইতে যে সকল 'বণ্ড' চুরী গিয়াছিল ও ম্যাঞ্চেষ্টার মেলের সেয়ারসংক্রান্ত যে সকল 'বণ্ড' অপহৃত হইয়াছিল—তাহাতে সার এন্‌সরকে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা অন্যের জানিবার উপায় ছিল না; কারণ তিনি এই সকল ক্ষতির কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, ইংলণ্ডের কোন সংবাদপত্রেও এই সকল লুঠের সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। অনেক পত্রিকার সম্পাদক এসকল সংবাদ জানিতে পারিলেও সার এন্‌সরের অসম্মতিতে তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই।

উল্লিখিত তালিকার অন্য ধারে যে পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল, লোলা তাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিলেও মিঃ ব্লেক গভীর কৌতূহলের সহিত তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

সার এন্‌সর নাথান—

প্রিয় মহাশয়, গত ২রা মার্চ্চ তারিখে আপনাকে আপনার কপ্টহল লেনের ঠিকানায় যে পত্র লিখিয়াছি—তাহার লেফাপার উপর 'ব্যক্তিগত' (personal) কথাটি লেখা ছিল; সুতরাং সেই পত্র যথাসময়ে নিশ্চয়ই

আপনার হস্তগত হইয়াছে। সেই পত্রে আপনাকে যে অনুরোধ করা হইয়াছিল, আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই; এইজন্য আমাদের এই দ্বিতীয় এবং শেষ তাগিদ দ্বারা আপনাকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যদি আপনি ব্যাঙ্কনোটে বা সিকিউরিটিতে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পূর্ব্ব-লিখিত ঠিকানায় ও পূর্ব্ব-লিখিত উপায়ে আমাদের নিকট অবিলম্বে প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে আপনি জানিয়া রাখুন—ঐ অর্থের তিনগুণ অর্থ যে কোন উপায়ে, আপনার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, আপনার নিকট হইতে আদায় করা হইবে। তাহা আদায় করিবার জন্য যদি আপনার এবং আপনার পরিজনবর্গের জীবন বিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়—তাহাতেও আমরা কুণ্ঠিত হইব না। আপনি ত গবর্মেণ্টকে প্রচুর আয়কর দিয়া থাকেন, জানিবেন ইহাও সেই আয়করেরই সমশ্রেণীভুক্ত; তবে টাকা না দিলে গবর্মেণ্ট এক ভাবে ট্যাক্স আদায় করে, আমরা ট্যাক্স আদায়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করি; এবং তাহা আদায়ের জন্য 'পিনাল কোড' অপেক্ষা সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করি—এ কথা আপনি স্মরণ রাখিবেন।"

এই পত্রের নীচে কাহারও নাম ছিল না, কেবল একটি চিহ্ন অঙ্কিত ছিল—তাহা তুলাদণ্ডের অনুরূপ।

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া দুই এক মিনিট নতমস্তকে চিন্তা করিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "মিঃ নাথান, তোমায় পিতা এই পত্র পাইয়া কি ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন?"

জেকব নাথান বলিল, "না, এই পত্র পাইয়া প্রথমে তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই; কিন্তু এই পত্র পাইবার দুই দিন পরে একজন লোক তাঁহাকে টেলিফোনে ডাকিয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে (speaking broken English) বলে যে, ৭ই মার্চ্চ বুধবার তাঁহার সম্পত্তি হইতে ঠিক পনের হাজার পাউণ্ড জরিমানাস্বরূপ আদায় করা হইবে, কারণ তিনি যথাসময়ে যথাস্থানে দাবীর টাকা প্রেরণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বাবা সেই ব্যক্তির পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কে তাহা জানিতে পারেন নাই। তাহার কথা শুনিয়াই তিনি একটু চিন্তিত হইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "৭ই মার্চ্চ বুধবার ত কাল।"

জেকব নাথান বলিল, "হাঁ, কাল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি এই পত্র আমার কাছে আনিতে বড়ই বিলম্ব করিয়াছ মিঃ নাথান! আর যে সময় নাই?"

জেকব নাথান বলিল, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করা উচিত কি না তাহা আমি প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই। লোলা বলিতেছিল—আপনার সহিত পরামর্শ করায় বাবার আপত্তি হইবে, বাহিরের কোন লোককে এ সকল কথা বলা সঙ্গত নয়। সেই জন্ত আমি স্বয়ং এই বদমায়েসগুলার সন্ধান করিতেছিলাম; চারি দিকে সন্ধান লইয়া একজনকে সন্দেহ করিয়াছি; আমার মনে হয়—সেই লোকটাই পালের গোদা।"

লোলা ডি গাইস উত্তেজিত স্বরে বলিল, "জেকব, তুমি গ্রিব ম্যাক্সওয়েলকে সন্দেহ করিয়া এ কথা বলিতেছ; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এ কথা বলিবার তোমার কোন অধিকার নাই। তুমি তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাও নাই; বিনা-প্রমাণে, কেবল তাহাকে দেখিতে পার না এই হেতু—তাহাকে অপরাধী মনে করা—"

জেকব নাথান দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাইয়াছি। সে ভয়ঙ্কর ফেরারী, তাহার জীবন রহস্যাবৃত। সে কানাডাবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু সে কোন্ দেশের লোক কেহই তাহা জানে না! সে শিল্পী, এবং জহরতের ঠিক মূল্য বলিতে পারে বলিয়া বাবা তাহাকে ভালবাসেন। আমার বিশ্বাস ম্যাক্সওয়েল গোপনে এই খেলা খেলিতেছে। এই সকল ব্যাপারে সে জড়িত—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি ভাবে এই সকল ব্যাপারের সহিত বিজড়িত?"

জেকব নাথান বলিল, "গত বৎসর সে আমাদের সঙ্গে ব্লুট্রেণে ছিল, তাহার পর গত বৎসর জুলাই মাসে সে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে গিয়াছিল, তাহাও জানি। সেই সময় নিউ-ইয়র্কস্থিত হেমিস্‌ফিয়ার ষ্টোর্সে চুরী হইয়াছিল। সে বাবার

আফিসে গিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে দেখা করে; ম্যাঞ্চেষ্টার 'বণ্ড'-সংক্রান্ত কোন সংবাদ তাহার অজ্ঞাত ছিল না। গত বৎসর জুন মাসে যে দিন আমাদের ম্যানর গ্রীণ ভবনে চুরী হয়—ম্যাক্সওয়েল তাহার পূর্ব্বদিন সেই বাড়ীতে ছিল। তাহার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন দস্যুরা আমাদের পোর্টল্যাণ্ড প্লেসের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনও ম্যাক্সওয়েল সেই বাড়ীতে বাবার অতিথিরূপে বাস করিতেছিল। মিঃ ব্লেক, আপনিই বলুন এরূপ অবস্থায় ম্যাক্সওয়েলকে ঐ সকল দস্যুর দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করা কি অন্যায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ভিন্ন কেবল কোন ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও সন্দেহ করা সঙ্গত নহে। সেই লোকটা এখন কোথায়?"

জেকব নাথান বলিল, "তাহা আমার অজ্ঞাত। তাহার গতিবিধি সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত! কিন্তু কাল সে কোথায় থাকিবে—তাহা আপনাকে বলিয়া দিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে! কাল সে কোথায় থাকিবে?"

জেকব নাথান বলিল, "আমাদের ম্যানর গ্রীণ বাড়ীতে। কাল আমরা দিবসে শিকার করিব, সন্ধ্যার সময় তাসের আড্ডা বসিবার কথা আছে। সেই দলে অধিক লোক থাকিবে না। গ্রিব ম্যাক্সওয়েল সেই খেলায় নিশ্চয়ই যোগদান করিবে, বাজি জিতিবে, এবং অবসর কালে আমার ভগিনীকে প্রেমের কথা শুনাইবে। সে তাহাকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে! আমি সেই হতভাগাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আমি তাহাকে আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা লোলার অসহ্য। যদি কাল বাবার টাকা চুরী যায়—ঐ পত্রে যে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি—এই চৌর্য্যব্যাপারে গ্রিব ম্যাক্সওয়েলের সংস্রব থাকিবে। আমার কথা যদি মিথ্যা হয়—তাহা হইলে বাজি রাখিয়া আমি পাঁচ হাজার টাকা হারিতে রাজী আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি এই চুরী নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে তাহা স্থির করিয়াছ কি?"

জেকব নাথান বলিল, "আমি তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিব স্থির করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্বয়ং, না কাহাকেও এই ভার দিবে মনে করিয়াছ ?"

জেকব নাথান বলিল, "আপনাকেই ভার দিব—যদি আপনি দয়া করিয়া এই ভার গ্রহণ করেন।"

লোলা ডি গাইস স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিতেছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "জ্যাক, তুমি পাগলের মত ও-সকল কি বলিতেছ ?—তুমি কি আশা কর তোমার এই আব্দার শুনিয়া মিঃ ব্লেক ম্যানর গ্রাঁগে গোয়েন্দাগিরি করিতে যাইবেন ?"

জেকব নাথান বলিল, "কেন যাইবেন না ?"

লোলা বলিল, "উনি কি সেখানে গিয়া ম্যাক্লওগেলের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইবেন—চৌকিদারের মত ?"

জেকব নাথান বলিল, "তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবেন, কিন্তু তাহা তাহাকে বুঝিতে দিবেন না।"

লোলা বলিল, "তোমার নেশার ঘোর এখনও কাটে নাই দেখিতেছি! তুমি সেখানে সমাগত বন্ধুগণের নিকট মিঃ ব্লেককে ডিটেক্‌টিভ বলিয়াই পরিচিত করিবে ত ? তখন সকলেই বুঝিতে পারিবে—তুমি উঁহাকে গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্যই সেখানে লইয়া গিয়াছ ; সুতরাং উনি যাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে যাইবেন—সে সহজেই তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে—"

জেকব নাথান বলিল, "না লোলা, তুমি আমাকে তত নির্ব্বোধ মনে করিও না। উনি ডিটেক্‌টিভ, এ কথা কেহই জানিতে পারিবে না। আমি উঁহাকে আমার বন্ধু বলিয়া পরিচিত করিব। নিমন্ত্রিত অতিথিদের বলিব—উঁহার নাম —দাঁড়াও বলি—বলিব, উঁহার নাম কাপ্তেন ব্ল্যাক। উঁহার এই পরিচয় পাইলে কে উঁহাকে প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক বলিয়া সন্দেহ করিবে ? কি বলেন মিঃ ব্লেক ? আমার এই প্রস্তাব কি আপনি অসঙ্গত মনে করেন ? আপনার ফি যত টাকাই হউক, তাহা কিছু কমাইবার জন্য আপনার সঙ্গে কলহ করিব না।" (we won't quarrel over that.

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তাহা দেখিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল মাতালটা এইভাবে তাঁহাকে টাকার লোভ দেখাইয়া তাঁহার মনে বিরক্তি-সঞ্চার করিয়াছে। টাকার লোভ দেখাইয়া কেহই মিঃ ব্লেককে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারিত না, জেকব নাথানের তাহা জানা ছিল না। তাহার ধারণা ছিল—প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলে পৃথিবীতে কোন কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না; সকলেই অর্থের দাস। জেকব নাথান তাহার ভ্রম বুঝিতে না পারিয়া আশ্বস্ত চিত্তে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল।

কিন্তু জেকব নাথানের কথায় মিঃ ব্লেকের মুখ কঠিন ভাব ধারণ করিল। তিনি যেন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন ম্যাক্সওয়েল জেকবের ভগিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ও তাহার পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া জেকব তাহার ঈর্ষা করে, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। সে তাহাকে ঘৃণা করে বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।—তিনি তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া বিরক্তি ভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁই তুলিলেন। স্মিথ মনে করিল, মিঃ ব্লেক এইবার জেকব নাথানকে বিদায় দান করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবেন। জেকব নাথানও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল, সে সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "আমার প্রস্তাব আপনার বিরক্তিকর হইয়া থাকিলে আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমাকে টাকার লোভ না দেখাইলেও ক্ষতি ছিল না। আমার ফি সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা নিস্প্রোজন। যাহা হউক, অবস্থা বিবেচনায় আমি তোমার এই কাজের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।"

জেকব নাথান তাঁহাকে বিরক্তি ভরে উঠিতে দেখিয়া হতাশ হইয়াছিল; তাঁহার কথা শুনিয়া সে সোৎসাহে বলিল, "আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত আছেন মিঃ ব্লেক! আমার যে কি আনন্দ হইল—তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। আমার বুকের উপর হইতে দারুণ দুশ্চিন্তার একটা বোঝা নামিয়া গেল। আপনাকে টাকার কথা বলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি; কিন্তু ইহাই যখন আপনার পেশা—"

মিঃ ব্লেক অধীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, গোয়েন্দাগিরিই আমার পেশা, কিন্তু অর্থলোভে আমি যে, তুচ্ছ কাজের ভার গ্রহণ করি—এরূপ মনে করিও না। তবে যে কারণেই হউক—তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; কিন্তু আমি ছদ্মবেশে সকলের অজ্ঞাতসারে সেখানে যাইব, এবং সেখানে গিয়া নিজের পরিচয় দিব—আমি তোমার বন্ধু কাপ্তেন ব্ল্যাক, কেপ-টাউন হইতে লণ্ডনে আসিয়াছি।—তুমিও বলিলে আমার এই পরিচয়ই তোমার প্রার্থনীয়।"

জেকব নাথান খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, ঠিক হইবে। আপনি আমার আফ্রিকাবাসী বন্ধু কাপ্তেন ব্ল্যাক,—বহুদিনের বন্ধু। কিন্তু আপনার নামের প্রথমাংশ কি হইবে?"

মিঃ ব্লেক লোলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "টনি।—কাপ্তেন টনি ব্ল্যাক।"

জেকব নাথান বলিল, "উত্তম। কাপ্তেম টনি ব্ল্যাক, আমি কাল সকালে ম্যানর ষ্টেশনে মোটর-কার লইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিব। ওয়াটারলু ষ্টেশন হইতে সকালে ন'টার সময় যে ট্রেণ ছাড়ে, সেই ট্রেণেই যাইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই হইবে; কিন্তু তোমাদের কি ব্যবস্থা হইবে? আজ রাত্রেই কি তোমরা চলিয়া যাইবে?"

জেকব নাথান বলিল, "হাঁ, এখনই যাইব। আমাদের অতিথিরূপে লোলা আমাদের বাড়ীতেই বাস করে। মা আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, হয় ত আমাদের বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। একখান গাড়ী ডাকাইবার কি ব্যবস্থা হইবে?"

মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিথ তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে স্থানীয় 'গ্যারেজে' একখানি গাড়ীর জন্য বলিল। দশ মিনিটের মধ্যে একখানি বৃহৎ মোটর-কার মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক জেকব নাথান ও লোলার সঙ্গে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। জেকব নাথান প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার করমর্দ্দন করিল। তাহার কপালের ও ও মুখের বেদনার কথা সে তখন ভুলিয়া গিয়াছিল। লোলাও সাদরে তাঁহার

করমর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। সে হাস্যপ্রদীপ্ত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া যে ভাবে তাঁহার হাত ধরিল—তাহা দেখিয়া জেকব নাথানের মনে পুনর্ব্বার ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে জেকব নাথান লোলাকে বলিল, "লোলা, তুমি ঐ গোয়েন্দাটার সঙ্গে এই অল্প সময়ের মধ্যে কি ভয়ঙ্কর ভাব করিয়া লইয়াছ; ও সকল ছোট লোককে কি অত আস্কারা দিতে আছে?"

লোলা হাসিয়া বলিল, "উহার সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাব করিয়া লইয়াছি—ইহা কিরূপে বুঝিলে?"

জেকব নাথান মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমার কি চোখ নাই?—না, আমি কিছুই শুনিতে পাই না? তুমি তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহার কোলে হাত রাখিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কি বলিতেছিলে,—সেই সময় আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল। গোয়েন্দাটা তোমাকে আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল? গোয়েন্দাগিরি তাহার পেশা, আমাদের বিবাহের খবরে তাহার কি দরকার? সে আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর শুনিবার জন্য তাহার অত আগ্রহ কেন?"

লোলা মুখ ভার করিয়া বলিল, "সে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আর আমি কি উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।"

জেকব নাথান বলিল, "ও সব তোমার চালাকি। তুমি ভুলিয়া গিয়াছ! মিথ্যা কথা। আমি নিতান্ত শান্ত শিষ্টটি নই, এইজন্য আমাকে বুঝি তোমার মনে ধরে না; ঐ কোদাল-মুখো আধ-বুড়ো ঢ্যাঙা ভূতটাই বুঝি তোমার মনের মানুষ? ঐ গোয়েন্দাটা তোমার মন চুরী করিয়াছে! সত্য কি না?"

লোলা তাহার প্রণয়ীর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "ঠিক উল্টো, জ্যাক! আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি ঐ গোয়েন্দাটাকে আমি ভয়ঙ্কর ঘৃণা করি।"

জেকব নাথান খুসী হইয়া বলিল, "অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা কর? সত্য? সে তোমার উপকার করিল, তথাপি তাহাকে ভয়ঙ্কর ঘৃণা কর? কেন বল ত।"

লোলা বলিল, "কেন? কারণ লোকটা নিতান্ত অমানুষ, ইতর গোয়েন্দা, ভদ্রসমাজে মিশিবার অযোগ্য।—বরং তোমাকে উহার সঙ্গে ও-রকম ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখিয়া তোমারই উপর আমার রাগ হইয়াছে।"

জেকব নাথান বলিল, "আমার উপর রাগ হইয়াছে? সর্ব্বনাশ! কেন শুনি!"

লোলা বলিল, "রাগ হইবে না কেন? তুমি আমার মত না লইয়াই ফস্ করিয়া উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলে! কাল সে তোমার অতিথি হইবে। সে যে কি রকম ভয়ঙ্কর লোক তা আমিই জানি। উহার স্বভাবের কথা তোমাকে বলিতে চাহি না। উহার সম্বন্ধে আমার কিরূপ ধারণা, কেবল তাহাই তোমাকে সঙ্ক্ষেপে বলিলাম।"

জেকব নাথান লোলার কথা শুনিয়া আমোদ বোধ করিল; সে যাহাকে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া সন্দেহ করিতেছিল—লোলা তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করে। এই সুসংবাদে সে প্রীত হইয়া বলিল, "না লোলি! তুমি রাগ করিও না। গোয়েন্দাটাকে আমি এখন হাতে রাখিতে চাই। উহার আর যে দোষই থাক, গোয়েন্দাগিরিতে উহার খ্যাতি প্রতিপত্তি অসাধারণ। লোকটা প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা। (he's a first-rate detective.) সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আদেশ পালন করিবে, ততক্ষণ আমি তাহার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিব। ব্লেক ম্যাক্সওয়েলের নষ্টামী ঠিক ধরিয়া ফেলিবে।"

লোলা মুখ ফিরাইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। গাড়ী বন্-বন্ শব্দে প্রান্তর-প্রান্তবর্ত্তী পথ দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

মিঃ ব্লেক প্রণয়ীযুগলকে বিদায় দান করিয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলে স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি জেকব নাথানের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি জানি এ রকম সামান্য কাজের ভার আপনি কখন গ্রহণ করেন না। জেকব নাথান নিতান্ত নিরেট, ভয়ঙ্কর মাতাল। উহার কথার কি কোন মূল্য আছে?—ম্যাক্সওয়েলের উপর উহার ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ, সেই জন্যই তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে। আমি এক শ পাউণ্ড বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—ম্যাক্সওয়েল নিরপরাধ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি উহার কাজের ভার লইলাম অতএব উহার ধারণাও সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। সে কথা থাক।—তুমি লোলা ডি গাইসকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলে কি না স্মরণ করিয়া বল।"

স্মিথ দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "না কর্ত্তা, পূর্ব্বে উহাকে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তবে নিশ্চয়ই দেখি নাই, এ কথাও বলিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে হয় ত কোথাও দেখিয়া থাকিবে, এখন তাহা তোমার স্মরণ হইতেছে না।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, এ কথা সত্য। উহার মুখ সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে; তথাপি কবে কোথায় দেখিয়াছি মনে করিতে পারিতেছি না! উহাকে দেখিয়া উহার পরিচয় জানিবার জন্ম আমার বড়ই আগ্রহ হইতেছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও। অন্য কোন কারণে না হউক, ঠিক এই কারণেই আমি ম্যানর হাউসে যাইতে সম্মত হইয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "কেবল এই কারণে? অন্য কোন কারণ নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অন্য কোন কারণ নাই, এ কথা বলিতে পারি না। তোমার কি স্মরণ আছে—দুই বৎসর পূর্ব্বে বারউইক ষ্ট্রীটের কোন জহরত-পরিষ্কারকের (Diamond-cleaner) দোকান হইতে তুলক-কাস্‌লের মালিকের একখানি মহামূল্য হীরকালঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, সে কথা স্মরণ আছে। একটি হীরকাঙ্গুরী চুরী গিয়াছিল। একটি যুবতী তাহা চুরী করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল—এ কথাও শুনিয়াছিলাম। সেই অঙ্গুরীটি প্ল্যাটিনমে নির্ম্মিত, এবং তাহা কয়েকখানি সবুজ হীরায় ভূষিত ছিল। শুনিয়াছি এ দেশে সেইরূপ মহামূল্য প্ল্যাটিনমের অঙ্গুরী আর কাহারও ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ইংলণ্ডে তাহা অদ্বিতীয়; কিন্তু তাহা সবুজ হীরকে বিভূষিত নহে, তাহা ওপাল-খচিত।"

স্মিথ বলিল, "ওপাল? তা হইতেও পারে; কিন্তু সেই চুরীর সহিত বর্ত্তমান ব্যাপারের কি সম্বন্ধ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জেকব নাথানের এই সুন্দরী প্রণয়িনীর আঙ্গুলে আজ যে অঙ্গুরীটি দেখিলাম—তাহা তুলন-কাস্‌লের সেই অপহৃত অঙ্গুরী! লোলা উহা বাগ্‌দানের অঙ্গুরী বলিয়া ব্যবহার করিতেছে। এই অঙ্গুরী সে কোথা হইতে কি উপায়ে সংগ্রহ করিয়াছে—তাহার সন্ধান লইবার জন্তও আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "জেকব নাথান বলিল—উহা সে আমষ্টারডামে বিস্তর টাকায় উহার প্রণয়িনীর জন্ত ক্রয় করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তথাপি উহা চোরা মাল। একটি যুবতী তাহা চুরী করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল, আর একটি যুবতী তাহাই ব্যবহার করিতেছে।—এই উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ, ইহার সন্ধান লইতে দোষ কি? তদ্ভিন্ন লোলা কে, তাহা জানিতে চাই।"

পঞ্চম কল্প

বড় ঘরের কাণ্ড

ম্যানর গ্রীণ সার এন্‌সর নাথানের পল্লীভবন, প্রাসাদতুল্য বিশাল সৌধ। সেখানে যে সকল নিমন্ত্রিত অতিথির সমাগম হইয়াছিল, তাঁহারা 'কাপ্তেন ব্ল্যাকের' সহিত আলাপ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, লোকটি অল্পভাষী; তিনি সুদক্ষ শিকারী, আফ্রিকার সকল বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আফ্রিকায় সিংহ-শিকার, নর-মাংস ভোজী বন্য জাতির আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে দুই চারিটি গল্প বলিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন।

সার এন্‌সর নাথান গুণগ্রাহী ব্যক্তি; তিনিও কাপ্তেন ব্ল্যাকের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার পক্ষপাতী হইলেন; জর্ম্মানীর অধিকৃত পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সার এন্‌সরের কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি ছিল। সেই অঞ্চলে সোনার খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে, এবং কাপ্তেন ব্ল্যাক সেই অঞ্চলের অনেক সংবাদ রাখেন শুনিয়া অর্থোপার্জ্জনের একটি নূতন ফন্দী তাঁহার মাথায় গজাইয়া উঠিল। তিনি আশা করিলেন, কাপ্তেন ব্ল্যাককে হাতে রাখিতে পারিলে তাঁহার সাহায্যে এক দিন তিনি একটি নূতন ব্যবসায়ের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন।—কোটিপতি হইলেও তাহার অর্থস্পৃহা প্রশমিত হয় নাই।

জেকব নাথানের মা লেডি রাসেল কাপ্তেন ব্ল্যাকের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন লোকটি দৃঢ়চেতা, কর্ম্মপটু, খাঁটি মানুষ; তাঁহার সহবাসে জেকবের বদখেয়ালগুলি দূর হইতে পারে, তিনি তাঁহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিবেন—এই আশায় তাঁহার মাতৃহৃদয় আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল হইল।

মিঃ ব্লেক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া 'কাপ্তেন ব্ল্যাক' হইয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে এভাবে চলিতে লাগিলেন যে, তিনি ছদ্মবেশধারী ডিটেক্‌টিভ ব্লেক—ইহা কাহারও

সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। তিনি তাঁহার মুখের আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; মুখভাবের পরিবর্ত্তনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ। তাঁহার কণ্ঠস্বর এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, তাঁহার পরম বন্ধুও সেই স্বরে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না; অথচ তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া কাহারও সন্দেহ হইল না। তবে তিনি অধিক কথা বলিতেন না, সকলে বুঝিল—তিনি বাচাল নহেন।

প্রথম দিন শিকারেই কাটিয়া গেল। শিকার ভালই হইল। পাখী, খরগোস, সজারু প্রভৃতি শিকারে থলি ভরিয়া উঠিল। লেডি রাসেলের আতিথেয়তায় অতিথিগণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন; সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁহার ন্যায় সেবা-পরায়ণা নারী অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। মিঃ ব্লেক নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ সম্পূর্ণ সজাগ ছিল; তিনি গ্রিব ম্যাক্সওয়েলের ভাব ভঙ্গি, গতিবিধি সকলই লক্ষ্য করিতেছিলেন। লোকটি কলাকুশল ও সুদক্ষ শিকারী; উড়ো-পাখী মারিতে অব্যর্থ লক্ষ্য। সে সকল বিষয়েই সার এন্‌সরকে এতই বাড়াইত—যে সার এন্‌সর তাহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সার এন্‌সর অপেক্ষা সে সুদক্ষ শিকারী; কিন্তু সে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিত না,—বলিত সে যে এক-আধটু শিকার করিতে শিখিয়াছে—তাহা সার এন্‌সরের নিকট শিক্ষা লাভের ফল। বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধেও সে সেই কথা বলিত। সুতরাং সার নাথান কি করিয়া তাহাকে ভাল না বাসিয়া স্থির থাকেন? লোকটা কিরূপ চতুর ও কূটনীতিজ্ঞ তাহা বুঝিতে মিঃ ব্লেকের অধিক বিলম্ব হইল না।

সায়ংকালে খেলার টেবিলে বসিয়া 'ব্রীজ' খেলা আরম্ভ হইল। জেকব নাথান বলিয়াছিল—প্রতারণার সাহায্যে সে খেলায় জয় লাভ করে। মিঃ ব্লেক তাহার সহিত খেলা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—এই অভিযোগ মিথ্যা। তাহার ন্যায় সুদক্ষ খেলোয়াড় মিঃ ব্লেক অতি অল্পই দেখিয়াছিলেন। ক্রীড়ায় অসাধারণ দক্ষতাই তাহার জয়লাভের কারণ; প্রতারণার সাহায্যগ্রহণ তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ দক্ষতা বলেই সে খেলিতে বসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। এ জন্য অনেকে তাহাকে প্রতারক মনে করিত। বস্তুতঃ, মিঃ ব্লেক অন্য

সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, যদি সার এন্‌সরের কোন সম্পত্তির বা ধন-রত্নের প্রতি ম্যাক্সওয়েলের লোভ থাকে—তাহা হইলে তাহা তাঁহার কন্যা-রত্ন। সার এনসরের কন্যা রাথ সত্যই রত্নস্বরূপিনী।

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—সার নাথান নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও মধ্যে মধ্যে উৎকণ্ঠিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি অজ্ঞাতনামা দস্যুর যে পত্র পাইয়াছিলেন, এবং টেলিফোনে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়াতেই তিনি ঐরূপ বিচলিত হইতেছিলেন, ইহাই অনুমান করিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহারও কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। লণ্ডন হইতে দুইবার তাঁহাকে টেলিফোনে কে কি বলিল; কিন্তু শেষবার মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলেন।

যাহা হউক, দিবাবসানে তাঁহার দুশ্চিন্তা হ্রাস হইল, তাঁহাকে একটু প্রফুল্ল দেখা গেল। বোধ হয় তাঁহার আশা হইল—তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া পত্রে যাহা লেখা হইয়াছিল ও টেলিফোনে যাহা বলা হইয়াছিল—তাহা মিথ্যা ধাপ্পা মাত্র; অন্ততঃ সেদিন তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না।

জেকব নাথান মিঃ ব্লেককে নিম্নস্বরে বলিল, "আজিকার দিনটা যদি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়—তাহা হইলে বাবা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন; কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা চাই; সে কখন কি করিয়া বসিবে—অনুমান করা অসাধ্য! আমার বিশ্বাস, সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

রাত্রি দশটা বাজিলে সার এন্‌সর নাথান শয়ন-কক্ষে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি খেলা বন্ধ করিলেন। যে সকল মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া লেডি নাথানের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিদ্রাতুর হইয়া হাঁই তুলিতে লাগিলেন। সুতরাং সকলেই একে একে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কেবল জেকব নাথান ও মিঃ ব্লেক বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক জেকব নাথানকে বলিলেন, "যে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তোমরা ব্যাকুল হইয়াছিলে—সে ভয় বোধ হয় কাটিয়া গিয়াছে।"

জেকব নাথান বলিল, "না ব্লেক, আশঙ্কা এখনও দূর হয় নাই; রাত্রে কি

ঘটিবে, কে বলিতে পারে? রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন। বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে টেলিফোনে আপনাকে সংবাদ দিব। টেলিফোনের রিসিভার আপনার শয়ন-কক্ষে পূর্ব্বেই রাখিয়া দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তোমার আশঙ্কা অমূলক, নাথান!"

জেকব নাথান বলিল, "অমূলক কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ম্যাক্সওয়েল কর্তৃক অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, ইহাই আমার ধারণা।"

জেকব নাথান বলিল, "কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। সে-ই সকল অনিষ্টের মূল। কিন্তু এখনও সুযোগ পায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমার মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না; এবং আমার বিশ্বাস—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সার এন্‌সর নাথানের সর্দ্দার-খানসামা ফেল্‌প্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কাপ্তেন ব্ল্যাক, একজন পরিচারিকা অসাবধানতাবশতঃ আপনার শয়ন-কক্ষ ১২নং কামরার একটি জানালার একখান কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সেই ভাঙ্গা শাশি দিয়া ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে,—এজন্য কর্ত্রী বলিতেছিলেন সেই কামরায় রাত্রে শয়ন করিতে আপনার কষ্ট হইবে; অন্য একটি কামরায় আপনার শয়নের ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তাহার প্রয়োজন নাই। ঘরে ঠাণ্ডা বাতাস আসিলে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না, কর্ত্রীকে এ কথা জানাইতে পার। আমি ঐ ১২নং কামরাতেই শয়ন করিব।"

সর্দ্দার-খানসামা বলিল, "তাহাই হইবে; ধন্যবাদ মহাশয়!"

সর্দ্দার-খানসামা প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই সার এন্‌সর সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তিনি মিঃ ব্লেকের ও জেকবের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "তোমরা দু'জনে এখনও এখানে বসিয়া আছ? এখনও কি তোমাদের শয়ন করিবার সময় হয় নাই? ফেল্‌প্‌স, তুমি বাহিরের সকল দরজা বন্ধ করিয়াছ?"

ফেল্‌প্‌স বলিল, "হাঁ মহাশয় !"

সার এন্‌সর বলিলেন, "কোন দরজা দিয়া বাহিরের কোন লোক ভিতরে আসিতে পারিবে না ত ?"

ফেল্‌প্‌স বলিল, "না, কর্ত্তা !"

সার এন্‌সর নাথান তখনও সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই ; তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথিগণ তাঁহাদের জন্ম নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন কক্ষে শয়ন করিবার পর সেই সকল কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইলে তাঁহার আশঙ্কা দূর হইবে ভাবিয়া তিনি সর্দ্দার-খানসামাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সার এন্‌সর নাথান মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "কাপ্তেন ব্ল্যাক, আজ সারা দিন বেশ আনন্দে কাটিয়াছে ; কি বল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চমৎকার, সার এন্‌সর !"

সার এন্‌সর বলিলেন, "আশা করি রাত্রে তোমার সুনিদ্রা হইবে। আমিও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিব। জেকব, তুমি শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমার শয়ন-কক্ষে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে ; আমার দুই একটা জরুরি কথা আছে।"

জেকব নাথান সার এন্‌সরের কথা শুনিয়া একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর উঠিয়া তাহার পিতার অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেকও সার এন্‌সরকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন. এবং সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক দরদালানের বারান্দার পুরু গালিচার উপর দিয়া নিঃশব্দে তাঁহার শয়ন-কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১২ নং কামরা তাঁহার বাসের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেই কামরার দ্বার-সংলগ্ন কাচনির্ম্মিত মসৃণ হাতলে হাত দিয়া কক্ষের সংখ্যা-নির্দ্দেশক এনামেলের ক্ষুদ্র নম্বর-প্লেটের (small enamel number-plate) দিকে চাহিলেন। কি বিড়ম্বনা ! তাহা যে ১০নং কামরা।

ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কামরার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু

'নম্বর-প্লেটের' দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাহা ১৩ নং কামরা! তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, যে কক্ষটি তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—তাহা দরদালানের দক্ষিণে অবস্থিত; কিন্তু তিনি দরদালানের দক্ষিণে ১২ নং কামরা দেখিতে পাইলেন না! সর্দ্দার-খানসামা সকালে তাঁহাকে কোন্ সিঁড়ি দিয়া দোতালার কোন্ অংশে লইয়া গিয়াছিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; অন্য কোন দিকে এইরূপ কক্ষশ্রেণী আছে কি না তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন, এবং বিপরীত দিকে চাহিয়া যে দ্বার দেখিতে পাইলেন তাহারই ঊর্দ্ধে '১২ নম্বর' সাদা অক্ষরে সুগোল 'নম্বর-প্লেটে' খোদিত ছিল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সার এন্সর পূর্ব্বদিন যে বেনামা পত্র পাইয়াছিলেন, সেই পত্রের কথাই তিনি তখন চিন্তা করিতেছিলেন; সেই পত্রে লিখিত ছিল—দাবীর টাকা না দিলে সেই দিনই তাঁহার নিকট হইতে দাবীর তিনগুণ টাকা—পনের হাজার পাউণ্ড আদায় করা হইবে; সার এন্সরের সকল সতর্কতা নিষ্ফল হইবে। কিন্তু দস্যুদের সেই আস্ফালন মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। সেই রাত্রে সার এন্সরের গৃহ হইতে পনের হাজার পাউণ্ড অপহৃত হইবার আশঙ্কা ছিল না বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—কক্ষটি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বিজলি-বাতির 'সুইচ' খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, একটি চতুষ্কোণ রৌপ্যনির্ম্মিত প্লেটের উপর 'সুইচ'টি দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেওয়ালে সংস্থাপিত ছিল। কিন্তু তিনি হাতড়াইয়া তাহার সন্ধান পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক অতঃপর কি করিবেন—দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ খাটের স্প্রিং হইতে মস্-মস্ শব্দ উত্থিত হইল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই দিকে চাহিলেন; তাঁহার বোধ হইল অন্ধকারে সেই কক্ষে কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল! তিনি পরিচ্ছদেরও খস্-খস্ শব্দ শুনিতে

পাইলেন। তাঁহার শয়ন-কক্ষে কে কি উদ্দেশ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়াছে?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কে ওখানে?"

কিন্তু তিনি কাহারও সাড়া পাইলেন না; তখন তিনি কক্ষ-মধ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ কে বলিয়া উঠিল, "থামো।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহা নারীর কণ্ঠস্বর! সেই কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক সুপরিস্ফুট।—মুহূর্ত্তপরে সেই নারী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "যদি তুমি আমাকে স্পর্শ কর—তাহা হইলে তোমাকে গুলী করিয়া মারিব। আমার কাছে পিস্তল আছে। তুমি কে জানি না, কিন্তু যেখানে আছ—সেইখানেই থাক; আর এক পা অগ্রসর হইয়াছ কি মরিয়াছ।"

সেই রমণীর আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা পরিব্যক্ত। মিঃ ব্লেক আর অগ্রসর হইলেন না। মুহূর্ত্তপরে সেই নারী শয্যার অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে হাত বাড়াইয়া 'সুইচ' টিপিল। চক্ষুর নিমেষে সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত হইল।

মিঃ ব্লেক সেই আলোকে দেখিলেন—তাহা তাঁহার শয়ন-কক্ষ নহে! বিস্ময়ে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তাঁহার শয়ন-কক্ষে আসবাব-পত্রের আড়ম্বর ছিল না; কিন্তু এই কক্ষ বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত, এবং তাহা রমণীর শয়ন-কক্ষ! শয্যাপ্রান্তে তিনি একটি রমণীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। রমণী ভয়ে কাঁপিতেছিল; তাহার হাতে একটি পিস্তল। সে তাহার নৈশ পরিচ্ছদ একখানি পাতলা কিমোনো দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টিতে আতঙ্কের সহিত স্পর্দ্ধার ভাব পরিস্ফুট। মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে সেই তরুণীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "মিস্ ডি গাইস, আমি ভ্রমক্রমে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি—ইহা এখন বুঝিতে পারিলাম; এ জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। আমার ধারণা ছিল আমি আমারই শয়ন-কক্ষে—"

লোলা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! ইহা যে তোমার শয়ন-

কক্ষ নহে—ইহা তুমি জানিতে না নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী? তুমি কি আশা করিয়াছিলে যে—তুমি কি মনে করিয়াছিলে—রাত্রিকালে গোপনে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেই আমি তোমার পাপ-লালসা—ওঃ, এ অপমান অসহ্য! উঃ কি ভয়ানক অত্যাচার!—প্যারিস হইতে আমার ইংলণ্ডে আসিবার সময় কোন কোন বন্ধু আমাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিল—রাত্রিকালে আমি যেন শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করি, নতুবা কোন দিন কোন লুব্ধ লম্পট—উঃ, অসহ্য! অসহ্য!—আমি একবারও মনে করিতে পারি নাই—আমার ভাবী শ্বশুরের বাসগৃহেও রাত্রিকালে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে—”

মিঃ ব্লেক ম্লানমুখে শঙ্কাকুলচিত্তে ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “মিস ডি গাইস্, আমি ভ্রমক্রমে এই কক্ষে প্রবেশ করায় তুমি ভীত হইয়াছ; এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। তুমি বিশ্বাস কর, আমি স্বেচ্ছায় তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করি নাই। আমাকে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি আমার প্রতি যে দুরভিসন্ধির আরোপ করিতেছ—তাহা অত্যন্ত অন্যায়, অসঙ্গত। আমি বুঝিতে না পারিয়া—”

লোলা ঘৃণাভরে বলিল, “তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি ভুল করিয়া আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। তোমার কপালে অত-বড় দুটো চোখ রহিয়াছে, তথাপি তোমার ভুল হইয়াছে, ইহা কে বিশ্বাস করিবে?”

মিঃ ব্লেক বিনীত ভাবে বলিলেন, “সত্যই আমি আমার কামরার নম্বর ভুল করিয়াছি। অপরিচিত স্থানে এরূপ ভ্রম বিস্ময়ের বিষয় নহে—তাহা তুমি জান।”

লোলা বলিল, “দুরভিসন্ধিতে কোন নারীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিরস্কৃত হওয়ায়, তোমার মত কামান্ধ বর্ব্বরকে ঐরূপ কৈফিয়ত দিতে দেখিলে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।—তোমার শয়ন-কক্ষের নম্বর কত?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “১২ নম্বর।”

লোলা বলিল, “কিন্তু তুমি ১০ নম্বর কামরায় প্রবেশ করিয়াছ। ১০ নম্বরকে তুমি ১২ নম্বর বলিয়া ভুল করিয়াছ—এ কথা আমাকে বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছ নির্লজ্জ!”

এই অপমানে মিঃ ব্লেকের মুখ লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "আমি ১২ নম্বর কামরায় প্রবেশ করিয়াছি। আমার এখনও বিশ্বাস—এই কামরার বহির্দ্বারে ১২ নম্বর খোদিত আছে।"

লোলা বলিল, "কাল রাত্রে তুমি আমার কথা শুনিয়া তাহা ধাপ্পাবাজি বলিয়াছিলে; আজ তুমিই আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতেছ! এই কক্ষের দরজায় যে প্লেট আছে—তাহার নম্বর দশ, বার নহে। কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতেছ তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই ?"

মিঃ ব্লেক অধীর স্বরে বলিলেন, "না, আমি ধাপ্পাবাজি করি নাই। আমি ভ্রমক্রমে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমার এই ভ্রমের জন্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি; আমি এখনই এই কক্ষ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহার অধিক আর কি করিতে পারি ? সর্দ্দার-খানসামা যদি আমার সঙ্গে আসিয়া আমার শয়ন-কক্ষ দেখাইয়া দিত তাহা হইলে আমার এরূপ শোচনীয় ভ্রম হইত না; কিন্তু সে আমার সঙ্গে না আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল ১২ নম্বর কামরা আমার শয়ন-কক্ষ।"

লোলা বলিল, "কিন্তু আমি তোমাকে বলিয়াছি—ইহা ১০ নম্বর কামরা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এই কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ইহার নম্বর-প্লেট দেখিয়াছিলাম—তাহাতে ১২নম্বর লেখা আছে। যদি এ কথা তুমি বিশ্বাস না কর—তাহা হইলে ঘরের বাহিরে চল, আমি তোমাকে দ্বারের মাথায় এই কামরার নম্বর দেখাইয়া দিতেছি।"

মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন; ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি জেকব নাথানের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া এই বাড়ীতে আসিবার পর তাঁহার প্রতি লোলার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে সারাদিন নানাভাবে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহার অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্ব রাত্রে তিনি তাহার যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে অপমানিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন; তাহার উপর এইভাবে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়

হইলেন। তিনি কম্পিত পদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাহা দেখিয়া লোলা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল, এবং কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি যেখানে আছ ঐখানে দাঁড়াইয়া থাক। শাস্তির ভয়ে এখন পলাইবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু আমি তোমাকে পলায়ন করিতে দিব না। দ্বারের মাথায় কি নম্বর লেখা আছে—তাহা দেখিবার জন্ম আমার আগ্রহ নাই; আমি তাহা দেখিতে চাহি না। তুমি কি মনে কর আমি তিন সপ্তাহ এই কামরায় বাস করিয়াও এ কামরার নম্বর কত তাহা জানি না?—যদি গুলী খাইয়া কুকুরের মত মরিতে না চাও তাহা হইলে পলায়নের চেষ্টা করিও না। এক পা নড়িলেই আমি তোমাকে গুলী করিব।"

লোলা মিঃ ব্লেকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিয়াই সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডের নিকট সরিয়া গেল, এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় আঙ্গুলের খোঁচা দিল।

মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "মিস্ ডি গাইস! তুমি আমার ভ্রমের জন্ম যথেষ্ট অপমান করিয়াছ; আমাকে অন্যায় তিরস্কার করিয়াও কি তোমার ক্ষোভ দূর হয় নাই? তুমি আর কি করিতে চাও?"

লোলা বলিল, "আমি কি প্রকৃতির স্ত্রীলোক, আর তুমি কি প্রকৃতির পুরুষ তাহা অন্যে বুঝিতে পারুক ইহাই আমার ইচ্ছা। তুমি ভুল করিয়া আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ বলিয়া আমার নিকট কৈফিয়ৎ দিয়াছ; এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া অন্য লোকে তাহার কি অর্থ করে তাহা আমাকে জানিতে হইবে।—তাহা না শুনিয়া আমি তোমাকে এই কামরা ত্যাগ করিতে দিব না। অন্য লোক এখানে না আসা পর্য্যন্ত তুমি এই কক্ষে বন্দী।"

ষষ্ঠ কল্প

বিষম সঙ্কট

মুহূর্ত্ত পরে মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। সেই কক্ষে একটি যুবতী প্রবেশ করিল, সে লোলার পরিচারিকা। সে কোরিয়া-বাসিনী। তাহার পীতবর্ণ মুখ অতি কদাকার, চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র। দেহ খর্ব্ব। সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে মিটিমিটি চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল, তাহার পর লোলাকে বলিল, "আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন মিস্?"

লোলা বলিল, "হাঁ, তুই শীঘ্র মিঃ জেকবকে এখানে ডাকিয়া আন্। সে আসিয়া তাহার অতিথির কাণ্ড দেখিয়া যাক। ইহার শয়তানীর পরিচয় পাইয়া সে ভারী খুসী হইবে।"

পরিচারিকা লোলার কথা শুনিয়া সহর্ষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর তাহার আদেশ পালন করিবার জন্য নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মিঃ ব্লেক লোলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার চক্ষু আনন্দে ও সাফল্যগর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "এই ব্যাপার লইয়া এত বাড়াবাড়ি কি ভাল মিস্ ডি গাইস? আমার অনিচ্ছাকৃত ভ্রমের কদর্থ করিয়া তুমি কি তোমার প্রণয়ীদ্বারা আমাকে অধিকতর লাঞ্ছিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?"

লোলা সরোষে বলিল, "অনিচ্ছাকৃত ভ্রম?—না, না, ইহা ভ্রম নহে। তুমি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া গোপনে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্বেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলে। তুমি আশা করিয়াছিলে এই রাত্রিকালে গোপনে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলেই আমি—"

মি ব্লেক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা বলিতেছ মিস্ ডি গাইস! যদি জীবনে কখন নারীর রূপে মুগ্ধ হইতাম, তাহা হইলে আমি—"

লোলা বাধা দিয়া বলিল, "আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। তুমি নারীর রূপে কখন মুগ্ধ হও নাই বলিয়া জাঁক করিতেছ; কিন্তু আমার কাছে ঐরূপ দন্ত করিয়া কোন ফল নাই। আমি কি কিছুই দেখিতে পাই না, না কিছুই বুঝিতে পারি না? তুমি কি মনে করিয়াছ—আমার চক্ষু নাই, নারীর স্বাভাবিক বুদ্ধিও আমার নাই? গতরাত্রে তুমি আমার একটু উপকার করিয়াছিলে, সে জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পর তুমি কোন্ আশায় আমাকে ভুলাইয়া তোমার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলে? জেকব তোমাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিলে তুমি তোমাব পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত না করিয়াই কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিতে সম্মত হইযাছিলে? তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য তোমার ঐরূপ আগ্রহের কারণ কি? তুমি জান তাহার অনুরোধ রক্ষা করাই তোমার এখানে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যদি আমি এই বাড়ীতে না থাকিতাম—তাহা হইলে তুমি এখানে আসিতে সম্মত হইতে না। আমি এখানে আছি জানিয়াই আমার লোভে এখানে আসিয়াছ। হাঁ, আমার রূপানলে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের মত তুমি এই অগ্নিশিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছ। তুমি মনে করিয়াছিলে—আমার যে সামান্য উপকার করিয়াছিলে—তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমি তোমার ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইব; আমাকে লাভ করা তোমার পক্ষে অতি সহজ হইবে। তোমার মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের মনের ভাব ঐরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু এই অপমান অসহ্য! উঃ, কি ঘৃণা, কি লজ্জার কথা! তুমি আশা করিয়াছিলে—আমার ভাবি শ্বশুরের বাড়ীতে আসিয়া গোপনে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে—কি স্পর্দ্ধা!—তোমার মুখে পদাঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"—লোলা সক্রোধে তাহার পদতলস্থ গালিচার উপর পদাঘাত করিল।

মিঃ ব্লেক জীবনে কখন এত অপমান, এরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করেন নাই; তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া সেই প্রগল্‌ভা পাপিষ্ঠার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি

দেখিলেন দারুণ উত্তেজনায় তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছে!—মুহূর্ত্ত পরে তাহার হাত ঝুলিয়া পড়িল, তাহার অবশ হস্ত হইতে পিস্তলটা মেঝের উপর খসিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সে তাহার পার্শ্বস্থিত খাটের স্বর্ণ-খচিত রেলিংএর উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি খাটে শয়ন করাইবেন—সেই সময়ে কক্ষের বাহিরে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার পশ্চাতে খাটের পাশে একখানি আয়না ছিল; সেই আয়নায় তিনি নিজের ও ক্রোড়স্থ লোলার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি লোলার স্খলিত 'কিমোনো'খানি তুলিয়া-লইয়া তদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক হইয়াছে—তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। তিনি লোলাকে তাহার শয্যায় শয়ন করাইতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় লোলা চিৎকার করিয়া দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তিনি বুঝিলেন, 'কমলী ছোড়তা নেহি!' কি ভয়ঙ্কর বিপদ!—লোলা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গালে প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিল। —সেই মুহূর্ত্তেই সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল।

সেই শব্দ শুনিয়া লোলা আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "ওরে নরপশু! তুই আমার সম্ভ্রম নষ্ট করিবার আশা ত্যাগ কর। জ্যাক, জ্যাক, তুমি কি আসিয়াছ? দেখ, এই লম্পটটা আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কি ভাবে আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে! আমাকে রক্ষা কর। ইহাকে তাড়াইয়া দাও। এই শয়তান তোমার অতিথি হইয়া—" লোলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, মিঃ ব্লেককে পরিত্যাগ করিয়া শয্যায় গড়াইয়া পড়িল।—তাহার দুরভিসন্ধি সফল হইয়াছিল। অতঃপর কি কাণ্ড ঘটে তাহাই দেখিবার প্রতীক্ষায় সে শয্যায় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

সার এন্‌সর নাথানও জেকবের সঙ্গে সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে লোলার শয্যাপ্রান্তে হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "জেকব, এ কি ব্যাপার? আমি ত কিছুই

বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি বন্ধু-পরিচয়ে কাহাকে আমার বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছ?—এটা মানুষ, না জানোয়ার?"

জেকব নাথান মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার হাতে সুদীর্ঘ চাবুক। সে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে মিঃ ব্লেককে বলিল, "ব্ল্যাক, তুমি ইতর, তুমি নরপশু। তোমার মত বর্ব্বর ভদ্রলোকের গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। আমি চাবুক মারিয়া তোমার পিঠের চামড়া—"

জেকব নাথান মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া চাবুক তুলিল, কিন্তু তাহা মিঃ ব্লেকের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং চাবুকের অগ্রভাগ ধরিয়া তাহা জেকবের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেকবের সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার গলায় এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, সে অদূরবর্ত্তী আলমারির উপর নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার পর তিনি সরোষে বলিলেন, "আমাকে এখানে দেখিয়া চাবুক মারিতে চাও—এত স্পর্দ্ধা তোমার! আমার কথা সত্য বলিয়া কি তোমাদের কেহই বিশ্বাস করিবে না? সঙ্গত কথাও কানে তুলিবে না? আমি—"

জেকবের মা লেডি রাসেল, দৌড়াইয়া আসিয়া জেকবকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, পাছে মিঃ ব্লেকের হাতের চাবুক তাহার পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়। তিনি জেকবের মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "তোমার মাথায় কি খুব আঘাত লাগিয়াছে বাবা!—এ সব কি কাণ্ড?"

জেকব নাথান তাহার মায়ের আদর উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিল। লেডি রাসেল অগত্যা সরিয়া গিয়া, দেওয়ালস্থিত একখানি ছবি পতনোন্মুখ দেখিয়া তাহা যথাস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। সেই চিত্রপটে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন তাহা একটি তরুণী নর্ত্তকীর চিত্র। চিত্রিত তরুণীর মুখ পরীর মুখের মত সুন্দর; সে নৃত্য করিবার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া ছিল। সেই তরুণী নর্ত্তকীর মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাহা লোলা ডি গাইসেরই প্রতিকৃতি; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা অঙ্কিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটি বিস্মৃত দৃশ্য হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল, কিন্তু সে কথা তখন

তাঁহার চিন্তা করিবার অবসর হইল না; কারণ জেকবের পিতা-মাতা উভয়েই তাঁহার অদূরে দণ্ডায়মান, এবং সার এন্‌সর নাথানের নিমন্ত্রিত অতিথিগণও শয্যাত্যাগ করিয়া কৌতূহল ভরে সেই কক্ষের দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায় মিঃ ব্লেকের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি স্তব্ধভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই সময় জেকবের ভগিনী সুন্দরী রাথ দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া লোলার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "লোলা! এ সব কি কাণ্ড ভাই?"

লোলা বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না রাথ! ঘৃণায় লজ্জায় আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এখন বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তুমি তোমার ঘরে যাও। এখানে তোমাদের কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই, তোমরা সকলেই চলিয়া যাও; আমি একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।"

সার এন্‌সর নাথান লোলার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাথকে বলিলেন, "যাও মা, এখন তোমার ঘরে যাও।"—তাহার পর তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, "তুমিও ঘরে যাও রাসেল! এখানে যাহা করিতে হয় আমিই করিতেছি।"

সার এন্‌সর দ্বারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অতিথিরা মৃদু স্বরে গুঞ্জন করিতে করিতে স্ব-স্ব শয়ন-কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জেকব নাথান মাথার বেদনা বিস্মৃত হইয়া লোলার শয্যাপ্রান্তে সরিয়া আসিল, এবং মৃদু স্বরে বলিল, "লোলি, সকলেই চলিয়া গিয়াছে, তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। আমার পিতৃগৃহে এই শয়তানটার এরূপ ঘৃণিত ব্যবহারের কারণ কি, তাহা বলিতে তোমার বোধ হয় আপত্তি হইবে না। এই নরপশুটা কিরূপে তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল?"

লোলা শয্যা ত্যাগ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার পর রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল, "জ্যাক, জ্যাক, এই লজ্জাজনক ব্যাপার লইয়া আর গণ্ডগোল করিও না। আর বেশী বাড়াবাড়ি করিলে আমার মূর্চ্ছা হহবে; আমি পাগল হইয়া

যাইব। ছি, ছি, এমন অপমান, এত লাঞ্ছনাও আমার কপালে ছিল? তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঐ নরপশুটার এই কীর্ত্তি!"

সার এন্‌সর নাথান সক্রোধে বলিলেন, "উহার আপাদমস্তক চাব্‌কাইয়া না দিলে উহার বে-আদবির উপযুক্ত শাস্তি হইবে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে—পিস্তলের একটা গুলী—"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সার এন্‌সর নাথান, আপনি যদি মনে করেন আমার আপাদমস্তক চাব্‌কাইয়া দিলে মিস্ ডি গাইসের সতীত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা হইলে কেবল আপনি কেন, আপনার বাড়ীর সকল লোক এক সঙ্গে আমাকে চাব্‌কাইতে আরম্ভ করিলেও আমি তাহাতে আপত্তি করিব না; কিন্তু আমার যদি সত্যই কোন অপরাধ না থাকে—তাহা হইলে আমাকে অকারণ যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল, আমার এই নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদিগকে বেত্রাঘাত না করিলে আমার এই অপমানের প্রতিফল দেওয়া হইবে না। আমি পুনর্ব্বার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছি—আমি ভ্রমক্রমে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম; আমি কোন দুরভিসন্ধিতে এখানে আসি নাই, এবং—"

জেকব নাথান সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা বলিয়া অপরাধ বাড়াইও না শয়তান!"

"কি, আমি শয়তান?"—এই কথা বলিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের চাবুক ঊর্দ্ধে তুলিলেন; তাহা জেকবের পিঠে পড়ে দেখিয়া সার এন্‌সর তাড়াতাড়ি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে গিয়া বাধা দিলেন; এবং জেকবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "জেকব, আমি তোমাদের বিরোধের মিমাংসার ভার লইতেছি, মারামারি করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাতে কেলেঙ্কারি বাড়িবে মাত্র।"

জেকব নাথান বলিল, "কিন্তু লোলা আমার বাগ্‌দত্তা বধূ, তাহার অপমান আমি নীরবে সহ্য করিব?"

সার এন্‌সর বলিলেন, "আমি তোমার পিতা, আমার পরিজনবর্গের অভিভাবক; আমার বিবেচনার উপর তোমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই

জেকব! লোলাকে তোমার কোন কথা বলিবার থাকিলে কাল সকালে তুমি তাহার সঙ্গে সে সকল কথার আলোচনা করিও।"

জেকব মিঃ ব্লেকের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া সেই কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সেই সময় লোলার পরিচারিকা কিকি একখানি গরম র‍্যাপার আনিয়া তদ্বারা লোলার দেহের ঊর্দ্ধাংশ আবৃত করিল।

লোলা বলিল, "ধন্যবাদ কিকি! কিন্তু ইহা না আনিলেও চলিত। আমি এখনই শুইতে যাইব।"

অনন্তর সে সার এন্‌সরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমি বোধ হয় একটু বেশী ব্যাকুল হইয়াছিলাম; অতখানি ব্যস্ত না হইলেও চলিত। হয় ত কাপ্তেন ব্ল্যাক সত্যই ভুল করিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনি এই অপ্রীতিকর বিষয় ভুলিয়া যান; অন্ততঃ আজ রাত্রে আপনি এ বিষয়ে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করিলেই সুখী হইব।"

লোলার কথা শুনিয়া জেকব নাথান দ্বারপ্রান্ত হইতে সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোলার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সন্দেহ হইল—লোলা মিঃ ব্লেকের পক্ষপাতী বলিয়াই সে তাঁহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছে। মিঃ ব্লেকের অনুকূলে কোন কথা বলিবার আছে—ইহা সে স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। এই জন্য সে লোলার কথার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলে সার এন্‌সর তাহাকে নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

জেকব নাথান প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেকও তাহার অনুসরণ করিলেন। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের বাহিরে গালিচার উপর কি একটা জিনিস দেখিতে পাইলেন; উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক তাহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহা চিক্‌চিক্ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে তাহা তুলিয়া লইয়া পকেটে ফেলিলেন। সার এন্‌সর লোলাকে সান্ত্বনা দানের জন্য দুই একটি কথা বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি দ্বারের বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার শয়ন কক্ষের নম্বর কত, কাপ্তেন ব্ল্যাক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বার নম্বর কামরা আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

সার এন্‌সর সেই কক্ষের দ্বার-সংলগ্ন নম্বরটির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ—ইহা ১০নম্বর কামরা। ১০নম্বরের ঘর ১২নম্বর বলিয়া ভ্রম করিবার কি কারণ আছে—বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক সেই দ্বারের উপর এনামেলের প্লেটে ১০নম্বর খোদিত দেখিলেন; কিন্তু তিনি যখন এই কক্ষে প্রবেশ করেন—তখন দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানে ১২নম্বর 'প্লেট' সংস্থাপিত ছিল! সেই সময় কক্ষদ্বারে ১০নম্বর প্লেট দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই এই কক্ষে প্রবেশ করিতেন না। নম্বর-প্লেটের এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূলে কি রহস্য সংগুপ্ত আছে—তাহা তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সার এন্‌সর তাঁহাকেই অপরাধী মনে করিলেন; তাঁহার ধারণা হইল 'কাপ্তেন ব্ল্যাক' দুরভিসন্ধিতেই লোলার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকও আত্ম-সমর্থনের চেষ্টা না করিয়া স্তব্ধভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু ক্রোধে ক্ষোভে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন।

সার এন্‌সর নাথান গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কাল সকালে তোমাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য মোটর-কার প্রস্তুত থাকিবে। বেলা আটটার সময় তোমাকে আমার গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ব্যবহারের পর আর এখানে তোমার মুখ দেখান উচিত নয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ সার এন্‌সর! আপনি সকালে কখন প্রাতর্ভোজন করেন?"

সার এন্‌সর বলিলেন, "ন'টার সময়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার আপত্তি না থাকিলে আমি প্রাতর্ভোজনের সময় পর্য্যন্ত এখানে থাকিব।"

সার এন্‌সর বলিলেন, "কিন্তু তাহাতে আমার আপত্তি আছে কাপ্তেন ব্ল্যাক!—হাঁ, আমার অত্যন্ত আপত্তি আছে!—আমার আতিথেয়তার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া আজ তুমি যে কাণ্ড করিলে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এই কাণ্ডের জন্য আমি দায়ী নহি—ইহা প্রতিপন্ন

করিবার উদ্দেশ্যেই আমাকে থাকিতে হইবে; নতুবা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার আতিথ্য ভোগের জন্য আবদার করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ হইত না। আপনার ইচ্ছা না থাকিলেও আপনাদের প্রাতর্ভোজনে আমাকে যোগদান করিতেই হইবে। মিস্ ডি গাইস স্বেচ্ছায় আমার যে অপমান করিয়াছে—সেজন্য তাহাকে সকলের সাক্ষাতে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার সুযোগ না দিয়া আমি কোন ক্রমেই আপনার গৃহত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ, আপনার মাতাল পুত্রটির অশিষ্ট দম্ভ আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কাল প্রভাতে আটটার পূর্ব্বে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের সুযোগ পাইব না—সার এন্‌সর! প্রাতর্ভোজনের পর সে যদি প্রকাশ্য ভাবে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সার এন্‌সরের পত্নী লেডি রাসেল দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "এন্‌সর, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! শীঘ্র এস, আমার নেক্‌লেস ?"

সার এন্‌সর তাঁহার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময় তাঁহার কন্যা রাথ দৌড়াইয়া আসিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "বাবা! বাবা! মায়ের নেক্‌লেস চুরী গিয়াছে—শীঘ্র এস।"

সার এন্‌সর হতবুদ্ধি হইয়া কপালে হাত দিলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল; তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন, "তোমার মায়ের নেক্‌লেস চোরে চুরী করিয়াছে? অসম্ভব! নিশ্চয়ই তাহা তাঁহার ঘরে আছে। তোমার মা তাহা কোথায় রাখিয়াছেন তাঁহার স্মরণ নাই? চল, দেখি কাণ্ডখানা কি!"

সার এন্‌সর 'কাপ্তেন ব্ল্যাক'কে আর কোন কথা না বলিয়া স্ত্রী-কন্যার অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্লেক অদূরবর্ত্তী '১২নম্বর' কামরায় প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিলেন।—তিনি মনে মনে বলিলেন, "চুরীটা সত্য, কিন্তু ম্যাক্সওয়েল চোর নয়।"

সপ্তম কল্প

প্রত্যাখ্যান

মিঃ ব্লেক ১২ নম্বর কামরায় প্রবেশ করিয়া দেওয়ালে হাত দিতেই বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচ' তাঁহার হাতে ঠেকিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ আলোকিত হইল। তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষ চিনিতে পারিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এবার আর আমার ভুল হয় নাই।"

তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার চাক্তি বাহির করিলেন; তাহাই তিনি ১২ নম্বর কামরার বাহিরে গালিচার উপর হইতে কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। তিনি কয়েক মিনিট তাহা পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর তাহা পকেটে রাখিয়া চেয়ার হইতে উঠিলেন; এবং পাইপে তামাক সাজিয়া ধূমপান করিতে করিতে ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চিন্তাকুল চিত্তে চাহিয়া রহিলেন। সেই ধূম-কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া বহুদিনের বিস্মৃত একটি দৃশ্য যেন ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। তিনি মনশ্চক্ষে শ্যামল প্রান্তরস্থিত একটি উদ্যান-ভবন দেখিতে পাইলেন, তাহা সুদীর্ঘ তাল-তরুশ্রেণী-পরিবেষ্টিত; সেখানে বহুনরনারী উপবিষ্ট, তাহাদের বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে একটি তরুণী নর্ত্তকী বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছিল; এবং তাহার অদূরে একটি প্রৌঢ় একখানি চেয়ারে বসিয়া মুগ্ধ নেত্রে তাহার নৃত্য-কৌশল নিরীক্ষণ করিতেছিল।—সেই প্রৌঢ়টি তরুণী নর্ত্তকীর পিতা।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "এই নর্ত্তকীর নাম রঙ্গিণী ওল্গা স্মিথ।"

মিঃ ব্লেক এই সকল অতীত কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িলেও, সেই কক্ষের বাহিরে লোকজনের দৌড়াদৌড়ি, বাক্‌বিতণ্ডা, ব্যস্ততা

প্রভৃতি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কামরার সম্মুখবর্ত্তী দালান দিয়া অনেকেই ব্যগ্রভাবে যাতায়াত করিতেছিল। তাঁহার কামরার ঠিক উপরে তেতালায় লেডি নাথানের শয়ন-কক্ষ। সেই কক্ষে অনেক লোক কোলাহল করিতেছিল, এবং লেডি নাথান এক একবার অস্ফুটস্বরে রোদন করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার রোদনধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন।

হঠাৎ তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাহিরে দরদালানে কাহার দ্রুত পদধ্বনি হইল। মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার রুদ্ধদ্বারে কে ব্যগ্রভাবে করাঘাত করিল।

মিঃ ব্লেক পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "কে ও? দরজায় কে ধাক্কা দিতেছে?"

উত্তর হইল, "দয়া করিয়া দরজাটা খুলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "আমি নাথান, জেকব নাথান। শীঘ্র দরজা খুলুন।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। জেকব নাথান অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এত রাত্রে আবার আমাকে কেন বিরক্ত করিতে আসিলে?"

জেকব নাথান বলিল, "আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আপনার চোখে মুখে একটুও দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখিতেছি না! আপনি কি ঘুমাইতে-ছিলেন? বাড়ীতে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিল, আপনি কি তাহা জানিতে পারেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মা তাঁহার নেক্‌লেস ছড়াটা কোথায় রাখিয়াছেন, খুঁজিয়া পাইতেছেন না, এই কথাই শুনিয়াছিলাম; আর কি কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা জানি না। জানিবার জন্যও আমার কৌতূহল হয় নাই।"

জেকব নাথান বলিল, "মা নেকলেস্ কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, ইহাই শুনিয়াছেন?—এ রকম ন্যাকামী করিবার কারণ কি? মায়ের নেকলেস্ চুরী গিয়াছে। সকলেই এ কথা শুনিয়াছে, আর আপনি শুনিতে

পান নাই ? আশ্চর্য্য বটে !—নেক্‌লেস তাঁহার প্রসাধনের টেবিল হইতে অল্পকাল পূর্ব্বে চুরী গিয়াছে মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শুনিয়া দুঃখিত হইলাম; কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা।—ওসকল কথা আমি জানিতে চাহি না।"

জেকব নাথান সবিস্ময়ে হা করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রোধে তাহার মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু সে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "কি রকম! এ সকল কথা আপনি জানিতে চাহেন না—এ কথার অর্থ কি ? এই ব্যাপারের গুরুত্ব আপনি বুঝিতে পারেন নাই—ইহাই কি আমাকে বিশ্বাস করিতে বলেন ? অপহৃত নেক্‌লেস 'পারমেণ্টিয়ার' (parmentier) নেক্‌লেস্। বাবা যে দরবারে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, সেই দরবারে মা ঐ নেক্‌লেস প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই দরবার উপলক্ষেই বাবা তাহা পনের হাজার পাউণ্ডে কিনিযা মাকে উপহার দিয়াছিলেন ! হাঁ, এই নেক্‌লেসের মূল্য পনের হাজার পাউণ্ড।"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "এ কথা আমি বিশ্বাস করি। তোমার বাবা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী; তিনি পনের হাজার পাউণ্ডে একছড়া নেক্‌লেস কিনিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কিন্তু এই চুরীর কথা লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি ? আমাকে ও কথা বলিতে আসিয়াছ কেন ?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া জেকব নাথানের ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন হইল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ কথা লইয়া আপনার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই ! আপনি বলিতেছেন কি ? আপনি এখানে কি করিতে আসিয়াছেন ? আমি আপনাকে কি উদ্দেশ্যে লইয়া আসিয়াছি তাহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না, তাহা ভুলি নাই ; জীবনে কখন ভুলিব না। তুমি আমাকে অপমানিত করিতে—লাঞ্ছিত করিতে লইয়া আসিয়াছিলে ;

তোমার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে। সকলের সম্মুখে তুমি আমাকে কিরূপ অপদস্থ করিয়াছ, আমার মস্তকে কিরূপ কলঙ্কের পসরা তুলিয়া দিয়াছ—তাহা এই অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই। তোমার প্রণয়িনী কি উদ্দেশ্যে আমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে—তাহাও বোধ হয় তোমার অজ্ঞাত নহে।”

জেকব নাথান বলিল, “সে সকল ঘরোয়া কাণ্ড, (private affair) তাহাদের সহিত আপনার বৈষয়িক ব্যাপারের কি সম্বন্ধ? গোয়েন্দাগিরি আপনার পেশা, গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্যই আমি আপনাকে লইয়া আসিয়াছি। গুণ্ডার দল আমার বাবাকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিল, আপনাকে সেই পত্র দেখাইয়াছিলাম। টাকা আদায় করিবার জন্য সেই পত্রে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু টাকাগুলি যে তাহারা এই ভাবে আদায় করিবে ইহা তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাহারা পাঁচ হাজার পাউণ্ডের দাবী করিয়াছিল, এবং সেই পত্রে লিখিয়াছিল—নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেই পাঁচ হাজার পাউণ্ড না পাঠাইলে, উহার তিনগুণ টাকা আদায় করিবে। পাঁচ হাজার পাউণ্ডের তিনগুণ পনের হাজার পাউণ্ড। আজ তাহারা আমার মায়ের নেক্‌লেস চুরী করিয়া সেই পনের হাজার পাউণ্ড হস্তগত করিয়াছে।—তাহাদের জিদ বজায় রাখিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নেক্‌লেস চুরি গিয়াছে—এ সম্বন্ধে তোমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছ?”

জেকব নাথান বলিল, “হাঁ, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মা কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহার শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কখন কি কারণে তিনি তাঁহার ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন—তাহা আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার নেক্‌লেস প্রসাধন-টেবিলের উপর ছিল, তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া গিয়া আর তাহা দেখিতে পাইলেন না; এবং সেই কক্ষের জানালা খোলা দেখিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জানালা খোলা দেখিলেন?”

জেকব নাথান বলিল, "জানালার খড়খড়ির পাখী (blind) খোলা ছিল। সুতরাং চোর তাহার ভিতর দিয়া ঘরে আসিয়াছিল বা চুরী করিয়া সেই পথে পলায়ন করিয়াছিল—এরূপ সন্দেহের কারণ নাই ; কিন্তু সে খড়খড়ির পাখী খুলিয়া রাখিয়াছিল। আমরা ইহার কারণ স্থির করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ ?"

জেকব নাথান বলিল, "আমার ধারণা মায়ের নেক্‌লেস এখনও বাড়ীর বাহিরে যায় নাই। চোর তাহা চুরী করিলেও এখন পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই ; তাহা তাহার কাছেই আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার ধারণা ম্যাক্সওয়েল তাহা চুরী করিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছে ?"

জেকব নাথান মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, "আপনি আমার সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন। আমি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, আপনি পূর্ব্বে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমার সিদ্ধান্তের সমর্থন করি নাই ; তোমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়াও স্বীকার করি না। এই চুরী সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা—তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। যদি তোমার ধারণা হইয়া থাকে ম্যাক্সওয়েলই চোর—তাহা হইলে তুমি—"

জেকব নাথান বলিল, "হাঁ, সেই হতভাগাই যে মায়ের নেক্‌লেস চুরী করিয়াছে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লোলার শয়ন-কক্ষে যখন আমাদের বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল—সেই সময় মা, আমার ভগিনী রাথ এবং পরিবারস্থ সকলেই তেতালা হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ম্যাক্সওয়েল তখনও তেতালায় ছিল। মায়ের শয়ন-কক্ষ কয়েক মিনিটের জন্য নির্জ্জন ছিল, সেই সুযোগে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ম্যাক্সওয়েল তোমার মায়ের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া নেক্‌লেস ছড়াটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহার পর নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছিল ?—তোমার এই অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে ম্যাক্সওয়েল

সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জানে। সে যাহাই হউক, এখন তুমি আমাকে কি করিতে বল ?”

জেকব নাথান বলিল, “আপনি তাহার ঘরে গিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় দিয়া বলুন আপনি তাহার চুরী ধরিবার জন্যই ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে এখানে আসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; এখন সেই সুযোগ উপস্থিত। —আপনি তাহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিলেই নেক্‌লেস বাহির হইয়া পড়িবে। চোরা মাল আপনার হস্তগত হইলে—”

জেকব নাথান কথাটা শেষ না করিয়াই নিস্তব্ধ হইল।—মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চোরা মাল হস্তগত হইলে টেলিফোনে পুলিশ ডাকিব ?”

জেকব নাথান সবেগে মাথা নাড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, “না, না, আপনি ঐ কাজটি করিতে পারিবেন না। বাবা এই কেলেঙ্কারী বাহিরের কোন লোককে জানাইতে অসম্মত। এ কথা ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। আপনি নেক্‌লেস ছড়াটা তাহার নিকট আদায় করিয়া সেই ইতর তস্করকে তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিবেন, তাহাকে বলিয়া দিবেন—সে যেন আর কখন আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ না করে, যেন আর কখন আমাদিগকে মুখ না দেখায়। বরং তাহাকে দুই চারি ঘা চাবুক মারিয়া তাড়াইয়া দিলে আরও ভাল হয়। তাহাকে একটু শিক্ষা দেওয়া চাই। আপনার আপত্তি না থাকিলে আপনাকে একগাছা চাবুক আনিয়া দিতে পারি।—আপনি তাহার ঘরের নম্বর জানেন ত ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, তাহার ঘরের নম্বর জানি না ; তাহা জানিতেও চাহি না।”

জেকব নাথান বলিল, “সে কোন্ ঘরে আছে—তাহা না জানিলে আপনি কিরূপে তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব না।”

জেকব নাথান সবিস্ময়ে বলিল, “তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন না, এ কথার অর্থ কি ?”

মিঃ ব্লেক সহজ স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার আদেশ অনুসারে কাজ করিতে অসম্মত। তুমি স্বয়ং তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া—ইচ্ছা হয় তাহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস কর,—ইচ্ছা হয় তাহাকে চাবুক মারিয়া তোমার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও। যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি এই নোংরা কাজ (dirty work) করিব না।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বার খুলিয়া জেকব নাথানকে বলিলেন, "তুমি আর আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিও না, অবিলম্বে আমার শয়ন-কক্ষ পরিত্যাগ কর।"

জেকব নাথান মিঃ ব্লেকের কথায় অপমান বোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে বলিল, "তুমি আমার অনুরোধ প্রত্যাখান করিতেছ? যে কাজের ভার দিতেছি—তাহা গ্রহণ করিবে না?"

মিঃ ব্লেক মুক্ত দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না, এই নোংরা কাজের ভার গ্রহণ করিব না। তুমি বলিলে—তোমার বাবা ঘরের কেলেঙ্কারী বাহিরে প্রকাশ করিতে অসম্মত; তিনি তাহা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ইহা অপেক্ষা তুচ্ছ বিষয়েই তাহা জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু এই চুরী পুলিশের তদন্তের বিষয়। তুমি টেলিফোনে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সংবাদ পাঠাও। আমার আর কোন কথা বলিবার নাই, নমস্কার।"

জেকব নাথান ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া, চেয়ারে বসিযা কয়েক মিনিট চিন্তা করিলেন; তাহার পর উঠিয়া দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে তিনি জানালা খুলিয়া সেই বিশাল অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রান্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর তখন নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দক্ষিণে বহুদূরে গিরি-উপত্যকা, তাহার পাদভূমিতে আলোকস্তম্ভ-শিরে কয়েকটি আলোক দেখা যাইতেছিল, তাহা রেল-ষ্টেশনের আলোক। মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট সেই দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি বিজলি-বাতি বাহির করিয়া

জ্বালিলেন, ও তাহার আলো আন্দোলিত করিলেন; মুহূর্ত্ত পরে তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া পুনর্ব্বার জ্বালিলেন, এবং ঐভাবে আন্দোলিত করিয়া নির্ব্বাপিত করিলেন। এই ভাবে তিন বার তাহা জ্বলিল ও নিবিল।

অতঃপর তিনি বিজলি-বাতিটা পকেটে রাখিয়া কয়েক মিনিট সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, সেই প্রান্তরের একপ্রান্তে কতকগুলি গাছ ছিল, অন্ধকারে সেই সকল গাছ ছায়ার মত দেখাইতেছিল। মিঃ ব্লেক সেই সকল গাছের আড়াল হইতে সেইরূপ আলোক-স্পন্দন দেখিতে পাইলেন। তাহাও তিন বার আন্দোলিত হইল। মিঃ ব্লেক এই সঙ্কেতের অর্থ বুঝিতে পারিয়া সুটকেসটি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার ভিতর হইতে একটা শক্ত দড়ি বাহির করিলেন। সেই রজ্জুর একপ্রান্ত তিনি জানালা দিয়া অট্টালিকার নীচে ঝুলাইয়া দিলেন, এবং রজ্জুর অন্যপ্রান্ত জানালার খড়খড়ির সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু দড়ি তাঁহার হাতেই রহিল।

কয়েক মিনিট পরে দড়িতে টান পড়িল, মিঃ ব্লেক বুঝিলেন দড়ির যে প্রান্ত নীচে ঝুলিতেছিল তাহা কেহ চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে সাড়া দিল।—তিনি তৎক্ষণাৎ দড়ি আন্দোলিত করিয়া বুঝাইলেন তিনি প্রস্তুত আছেন।

অতঃপর তিনি দুই হাতে সেই দড়ি ধরিয়া টানিয়া রাখিলেন; একজন লোক দড়ির অপর প্রান্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে জানালায় উঠিল। মিঃ ব্লেক তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সেই কক্ষের ভিতর নামাইয়া লইলেন।—আগন্তুক মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ।

স্মিথ দড়ির সাহায্যে দোতালার সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ছিল; সে মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। অন্ধকারাবৃত কক্ষে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইলেন না। অন্ধকারে কেহ তাহাকে দেখিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে স্মিথ যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল—তাহা কৃষ্ণবর্ণ; তাহার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ 'কালিকো' নির্ম্মিত সার্ট, মাথায় কাল টুপি, হাতে কালো দস্তানা, মুখে কালো মুখোস, পায়ে রবার-নির্ম্মিত কাল জুতা। তাহাকে

দেখিলে ইটালীয় ফাসিষ্টি সম্প্রদায়ের (Italian Fascisti) গুপ্তচর বলিয়া ভ্রম হইত।

এই বেশে অন্ধকারে কেহ তাহাকে অদূরে দেখিলেও চিনিতে পারিত না। রাত্রিকালে কোন পুলিশম্যান অদৃশ্য ভাবে কোন দস্যু তস্করের অনুসরণ করিবার জন্য এইরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়। এই স্থানে আসিবার সময় হঠাৎ যদি কোন পুলিশম্যান তাহাকে দেখিতে পায় ও সন্দেহক্রমে তাহার অনুসরণ করে, এরূপ আশঙ্কা ছিল বলিয়াই স্মিথ এই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল। সে জানিত এই পরিচ্ছদে তাহাকে দেখিতে পাইলেও কোন পুলিশম্যান তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবে না, বা তাহার গমনে বাধা দিবে না। মিঃ ব্লেকের উপদেশেই সে এই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছিল।

স্মিথ প্রথমেই বলিল, "কর্ত্তা, আপনি কি একটু আগে একবার আলো দেখাইয়া সঙ্কেত করিয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক বিস্ময়ভরে বলিলেন, "না।—এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

স্মিথ বলিল, "একটু আগে আর একবার এইরূপ আলোকের সঙ্কেত দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সেই আলো এই কামরা হইতে দেখা যায় নাই; আমার বিশ্বাস, এই কামরার উপরের তালার চিলেকোঠার জানালা হইতে কেহ সেই আলো দেখাইয়া কাহাকেও সঙ্কেত করিয়াছিল।—সেই কামরায় কে বাস করে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহা জানি না; তবে আমার বিশ্বাস, মিস্ গাইসের পরিচারিকা সেই কুঠুরীতে বাস করে। সেই আলোকের সঙ্কেত তুমি কখন দেখিতে পাইলে?"

স্মিথ বলিল, "আপনার সাঙ্কেতিক আলো দেখিয়া যখন দড়ির কাছে আসিতেছিলাম—সেই সময়। তাহার পর দশ মিনিটও বোধ হয় অতীত হয় নাই। কিন্তু উহা যে সঙ্কেতসূচক আলোক, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেহ হয় ত আলো হাতে লইয়া ঘরের ভিতর ঘুরিতেছিল, সেই ঘরের জানালা দিয়া তাহা দেখা যাইতেছিল। আমি তখন শীতে কাঁপিতেছিলাম, এই জন্যই সম্ভবতঃ মনে হইয়াছিল আলোটাই কাঁপিতেছিল।"

রজ্জুর ঘর্ষণে করতলে জ্বালা বোধ হওয়ায় স্মিথ হাতে ফুঁ দিয়া বলিল, "উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনা ঘটিয়াছে কি কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি কোন গুপ্ত রহস্যের আভাস পাইয়াছি। তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আমি আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছি, কারণ তোমার সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইবে। আমি বোধ হয় একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি; সেরূপ বিরাট ব্যাপারের অস্তিত্ব কোন দিন আমার কল্পনাকেও স্থান পায় নাই! আমি জানালাটা আগে বন্ধ করি; তাহার পর সেই সকল কথার আলোচনা করিব।"

অষ্টম কল্প

লোলার অন্তর্দ্ধান

মিঃ ব্লেক জানালা বন্ধ করিয়া তাহার পর্দ্দা টানিয়া দিলেন, তাহার পর সেই কক্ষের দীপ জ্বালিয়া চিন্তাকুল চিত্তে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

স্মিথ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বসিল; এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সার এন্‌সরকে ভয় দেখাইয়া যে পত্র লেখা হইয়াছিল. সেই পত্র দ্বারা কোন কাজ হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের না আমাদের?"

স্মিথ বলিল, "উভয় পক্ষেরই কথা বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। লেডি নাথানের পনের হাজার পাউণ্ড মূল্যের হীরক-নেক্‌লেস অপহৃত হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ কাণ্ড কখন ঘটিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে। তিনি তাহা তাঁহার শয়ন-কক্ষের প্রসাধন-টেবিলের উপর রাখিয়া পাঁচ মিনিটের জন্য সেই কক্ষের বাহিরে গিয়াছিলেন; সেই সময় তাহা অদৃশ্য হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "তাঁহার শয়ন-কক্ষ কোন্ দিকে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তেতালায়,—এই কক্ষের ঠিক উপরের কামরা।"

স্মিথ বলিল, "তিনি ঘরে আসিয়া টেবিলের উপর নেক্‌লেস দেখিতে পাইলেন না; এবং সম্মুখের জানালা খোলা দেখিলেন।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এ কথা কিরূপে জানিলে?"

স্মিথ বলিল, "আমি সেই জানালা খোলা দেখিয়াছিলাম; সেই জানালা দিয়া

কয়েকজন লোককে সেই কামরার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। কয়েক মিনিট পরে তাহারা সেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। আমি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি।"

স্মিথ পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র দূরবীণের মত যন্ত্র বাহির করিয়া মিঃ ব্লেককে দেখাইল। এই 'জিস্ প্রিজ্‌ম্' স্মিথ তাঁহারই নিকট পাইয়াছিল। তাহার সাহায্য রাত্রিকালে দূরের বস্তু নিকটে দেখা যায়, এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কখন দেখিয়াছিলে?"

স্মিথ বলিল, "প্রায় আধ ঘণ্টা কি তাহারও কিছু পূর্ব্বে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর?"

স্মিথ বলিল, "সকল লোক সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে ঘর নির্জ্জন হইল, দ্বার খোলা রহিল। মুহূর্ত্ত কাল পরে একটি স্ত্রীলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; দুই এক মিনিট তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর সে সেই জানালার নীচের অংশটা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই স্ত্রীলোকটির চেহারা কিরূপ—লক্ষ্য করিয়াছিলে কি?"

স্মিথ বলিল, "খর্ব্বকায়, কৃশাঙ্গী। তাহাকে দেখিয়া বালিকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। তাহার ভাবভঙ্গিতে সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না, কেবল সে জানালার নীচের পাল্লা ঐ ভাবে খুলিয়া রাখিয়া যাওয়ায় আমি একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম; তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। কয়েক মিনিট পরে অনেকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একজন জানালার কাছে আসিয়া জানালার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতেছিল; আমার মনে হইল সে জেকব নাথান।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "স্মিথ, তুমি কখন জেনোফন নাস্‌মিথের নাম শুনিয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, যৌথ-কারবার করিয়া সে না কি অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকে অনেক কারবারের 'সেয়ার' কিনিয়া

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। শুনিয়াছি ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সে ইউরোপের কোন কোন দেশের রাজকার্য্যেও নিযুক্ত ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ঐরূপই অনেকটা বটে; কিন্তু সে সত্যই অসাধারণ লোক ছিল; তাহার শক্তি সামর্থ্যের পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়! গ্ল্যাস্‌গো নগরে কোন কলের একটা কুলীর কুটীরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। ইউনাইটেড্-ষ্টেট্‌সে বহু দুঃখ কষ্টে তাহার শৈশব অতিবাহিত হয়; তাহার পর সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাস করিয়া কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। লেখাপড়াও ভালই শিখিয়াছিল। সে ইউরোপের দশ বারটি ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারিত, এবং ধনবিজ্ঞানে অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইলে সে ভিয়েনার রাজদরবারে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের রাজদূতের 'এটাচি' নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে সেই পদ পরিত্যাগ করিয়া 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে'র প্যারিসস্থ সংবাদদাতার পদে নিযুক্ত হয়। 'রোণো-আমেরিক কর্পোরেশন' নামক প্রসিদ্ধ যৌথ-কারবারটি নষ্ট হইলে লণ্ডনের বহু পরিবারে হাহাকার উঠিয়াছিল। দুই জন লোকের বিরোধে ঐ কারবারটি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেই দুই জনের একজন জেনোফন নাস্‌মিথ, দ্বিতীয় ব্যক্তি কে জান?"

স্মিথ বলিল, "না, এ সকল কথা আপনার নিকট এই প্রথম শুনিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম নাথান মেয়ারবিয়ার,—যিনি এখন সার এন্‌সর নাথান নামে লণ্ডনসমাজে সুপরিচিত, এবং কোটীপতিগণের অন্যতম। যাহা হউক, ঐ ঘটনার এক বৎসর পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'আল্‌জিয়ার্স ট্রষ্ট' নামক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যায়। নাস্‌মিথকেই এই ব্যাঙ্ক-ফেলের জন্য দায়ী করা হয়। ফ্রান্সের দাক্ষিণাংশে যে সকল কৃষক আঙ্গুরের আবাদ করিত, তাহারা তাহাদের সর্ব্বস্ব এই ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রাখিয়াছিল। তাহারা এই ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় সমগ্র ফরাসী জাতি নাস্‌মিথের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার কোন অপরাধ ছিল কি না সন্দেহ। ফ্রান্সের মার্সেলে ও লিওঁতে যাহারা এই ব্যাঙ্কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল, তাহারা জানিত এই ব্যাঙ্কটি নষ্ট হওয়ার জন্য নাথান মেয়ারবিয়ার ও তাঁহার কয়েকজন সহযোগীই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন।

নাস্মিথের অপরাধ সে এই সকল প্রতারককে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু সকল অপরাধই নাস্মিথের ঘাড়ে চাপিল। 'কর্পোরেশন' নানা কারণে নাস্মিথকে ভয় করিত; তাহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইল, তাহার ফলে তাহাকেই বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইতে হইল। বিচারালয়ে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, টুলোসের (Toulouse) কারাগারে সে নির্ব্বাসিত হইল।"

মিঃ ব্লেক দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এ সকল কথা তোমাকে কেন বলিতেছি তাহা বোধ হয় এখনও বুঝিতে পার নাই। তাহার কারণ বলিতেছি,—লোলা ডি গাইসের প্রকৃত নাম রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্মিথ।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! লোলা অর্থাৎ সেই রঙ্গিণীই জেকব নাথানের প্রণয়িনী? সে তাহার সহিত বিবাহের বাগ্‌দানে আবদ্ধ; অথচ জেকবের পিতা সার এন্‌সর রঙ্গিনীর পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! লোলা তাহার পিতৃ-শত্রুর পুত্রকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে?—এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু সকল কথা শুনিলে তোমার বিস্ময় দূর হইবে। আমি লোলাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছিলাম—তাহা আমার স্মরণ ছিল না। তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারি নাই, অথচ চেনা মুখ! বড়ই অসচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলাম। অবশেষে আজ রাত্রে লোলার শয়ন-কক্ষে একখানি চিত্র দেখিলাম; তাহা তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বের প্রতিকৃতি। তাহা দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম—লোলাই সেই রঙ্গিনী নাস্মিথ—জেনোফন নাস্মিথের কন্যা। আমি তাহার কিশোর বয়সে তাহাকে বর্ডিঘেরায় নাস্মিথের উদ্যান-ভবনের সম্মুখস্থ প্রান্তরে তালীকুঞ্জের মধ্যে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে পাইপ টানিতে টানিতে সেই দৃশ্য আমার মনে পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে একটি পরিচারিকা ছিল; সে ওয়েল্‌সের অধিবাসিনী হইলেও তাহার মুখ সুগোল ও পীতাভ, যেন কতকটা জাপানী ছাঁদের। সেই যুবতীকে আজ লোলার ঘরে দেখিয়াছি—সে এখনও লোলা ডি গাইসের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। শুনিলাম তাহার নাম

কিকি। সে এখানে জাপানী বলিয়া পরিচিতা। জাপ-রমণীর মুখের সহিত তাহার মুখাকৃতিরও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।—তুমি তাহাকেই লেডি নাথানের শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিতে দেখিয়াছিলে। সে খর্ব্বকায়া, কৃশা, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বালিকা! আমার বিশ্বাস, লোলার এই পরিচারিকাই লেডি নাথানের নেক্‌লেস চুরী করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি সে লোলা অর্থাৎ রঙ্গিনী নাসৃমিথের আদেশে এই কাজ করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "আপনি তাহার অঙ্গুলীতে ওপাল-খচিত যে প্ল্যাটিনমের অঙ্গুরীটি দেখিয়াছিলেন, তাহা টুলক-কাস্‌লের সেই অপহৃত অলঙ্কার—আপনার এই অনুমান ত তবে মিথ্যা নহে কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সেইরূপই সন্দেহ হইয়াছিল। সে কোথায় কিরূপে সেই অঙ্গুরী সংগৃহীত করিয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই; তবে বর্ত্তমান ব্যাপারের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। জেকব নাথান বলিয়াছিল—সে আমষ্টারডামে গিয়া বহুমূল্যে উহা লোলার জন্য ক্রয় করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, লোলাকে সে বাগ্দানের অঙ্গুরী ক্রয়ের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছিল; কিন্তু লোলা সেই অর্থ আত্মসাৎ করিয়া ঐ অপহৃত অঙ্গুরী তাহাকে দেখাইয়াছিল, এবং আমষ্টারডামে উহা ক্রয় করিয়াছে বলিয়াছিল।—এই অঙ্গুরী তাহার গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত।"

স্মিথ বলিল, "তাহার গুপ্ত ভাণ্ডার?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে নানা স্থান হইতে নানা কৌশলে যে সকল হীরক জহরত চুরী করিয়াছে—তাহা তাহার গুপ্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। সে কি উপায়ে এই অঙ্গুরীটি হস্তগত করিয়াছিল—তাহা জানা প্রয়োজন। সার এন্‌সর যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে গত বৎসর কোথায় কোথায় তাঁহার অর্থ লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা ছিল; সেই তালিকা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম গত বৎসর সে তাঁহার বহু অর্থ অপহরণ করিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি মনে করেন—সেই সকল দস্যুবৃত্তি লোলা ডি গাইসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, লেডি নাথানের হীরক-নেক্‌লেসমাত্রই লোলার আদেশে অপহৃত হইয়াছে ; কিন্তু সে রঙ্গিনী নাস্‌মিথ রূপে অন্যান্যবার তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল। সে তাহার পিতার প্রতিভা ও চাতুর্য্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি তাহার মাতার দান। পোলাণ্ডের অভিনেত্রী নাডা সিলেনস্কির নাম ইউরোপ-বিখ্যাত। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লিডো নদীতে জল-বিহার করিবার সময় সে ডুবিয়া মরিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "সার এন্‌সর নাথান তাহার পিতার প্রতি যে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন—তাহারই প্রতিফল দেওয়ার জন্য সে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে তাহার পিতৃশত্রুর সর্ব্বস্ব শোষণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। ইহা ভিন্ন সার এন্‌সরের প্রতি তাহার শত্রুতার অন্য কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। আমার বিশ্বাস, বিভিন্ন সময়ে নানা উপায়ে সে সার এন্‌সর নাথানের পাঁচ লক্ষাধিক পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছে।—ভবিষ্যতে তাঁহাকে আরও কি ভাবে শোষণ করিবে—তাহা অনুমান করা অসাধ্য।"

স্মিথ বলিল, "জেকব নাথান তাহার চাতুরী বুঝিতে পারে নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোলার হাতে সে বানরের মত নাচিতেছে! জেকব একটি পুচ্ছহীন গর্দ্দভ ; লোলা সার এন্‌সরকে জোঁকের মত শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, জেকব যখন তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে—তখনও সে নানা কৌশলে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে। পিতার পর পুত্রেরও শোণিতপানে তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইবে। এই কাজ তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না ; কারণ লোলার রূপবহ্নিতে জেকবের ন্যায় পতঙ্গ, জীবন আহুতি দেওয়া পরম সৌভাগ্য মনে করে। লোলা তাহাকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। লোলা ইচ্ছা করিলে সংযত চরিত্র সাধু পুরুষকেও পদানত করিতে পারে ; তাহার রূপের মাদকতা, শক্তি অসাধারণ।"

স্মিথ বলিল, "আপনার নিকট বড়ই অদ্ভুত কথা শুনিলাম কর্ত্তা! কাল রাত্রে লোলাকে আপনার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে গিয়া মধুরস্বরে আলাপ করিতে দেখিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে পারি নাই—সে এরূপ ভীষণপ্রকৃতির নারী, ভদ্র-বেশিনী দস্যু, ধনবানের সর্ব্বস্ব অপহরণই তাহার জীবনের ব্রত! কিন্তু আপনার ধারণা কতদূর সত্য তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। লোলা ডি গাইস অর্থাৎ রঙ্গিনী ওল্গা নাস্মিথ যদি সত্যই সার এন্সর নাথানকে সেই বেনামা পত্রখানি লিখিয়া থাকে—তাহা হইলে সে গোপনে সার এন্সরকে শোষণের সঙ্কল্প করিয়া তাহার প্রণয়ী জেকব নাথানকে আপনার সাহায্য-গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছে,—ইহা কিরূপে বিশ্বাস করি? এক দিকে সে চুরীর ষড়যন্ত্র করিতেছে—অন্য দিকে তাহার প্রণয়ীকে চোর ধরিবার জন্য আপনার সহিত পরামর্শ করিতে পাঠাইতেছে,—ইহা কি অস্বাভাবিক নহে?—এই চুরী তাহারই কাজ হইলে সে নিশ্চয়ই জেকব নাথানকে আপনার কাছে যাইতে দিত না; আপনি এখানে আসিতে পাইতেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে এখানে আসিতে দিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না; এমন কি, সে ইহাতে বাধাদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু জেকব নাথান তাহার আপত্তি গ্রাহ্য করে নাই। আমি লোলাকে সন্দেহ করিয়াছি, ইহা সে বুঝিতে না পারিলেও আমি এখানে উপস্থিত হইলে সে যে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল—ইহা তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সারাদিন সে আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিল, আমাকে সার এন্সরের অতিথিগণের নিকট উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—যেন আমি অত্যন্ত ইতর, ভদ্র সমাজে মিশিবার অযোগ্য; অবশেষে আজ রাত্রে সে আমাকে সকলের সম্মুখে এরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছিল যে, আমি জীবনে কখন সেরূপ লাঞ্ছিত হই নাই। আমাকে এখান হইতে তাড়াইবার জন্য সে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমার নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত হীন, ভদ্রসমাজে আমার স্থান নাই—ইহাই সে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। এমন কি, সার এনসর তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া কাল প্রভাতেই আমাকে তাঁহার গৃহত্যাগ

করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে—আমি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, তাঁহার অতিথি হইবার অযোগ্য পাত্র।"

স্মিথ বিস্ময়ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি দুশ্চরিত্র, আপনি ভদ্রলোকের অতিথি হইবার অযোগ্য—এ সকল কি কথা কর্ত্তা! আপনার মহাশত্রুও ত আপনার চরিত্রের নিন্দা করিতে পারে না। লোলা আপনার আদর্শ চরিত্রে দোষারোপ করিতে সাহস করিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কিরূপ শয়তানীর সাহায্যে আমাকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিয়াছিল—তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।"—তিনি যে ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থটি লোলার শয়ন-কক্ষের দ্বারের বাহিরে গালিচার উপর হইতে কুড়াইয়া লইয়া পকেটে রাখিয়াছিলেন—তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়া স্মিথকে দেখাইলেন।

স্মিথ দেখিল তাহা এনামেলনির্ম্মিত একখানি প্লেট, তাহার উপর '১২' এই নম্বরটি খোদিত ছিল। তাহার পশ্চাদ্ভাগে গঁদের আঠা শুকাইয়া লাগিয়া ছিল। তাহা অন্য একটি কক্ষের নম্বরের প্লেট, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহা খুলিয়া আনিয়া লোলার শয়ন-কক্ষের দ্বার-সংলগ্ন ১০ নং প্লেটের উপর আঁটিয়া দেওয়াতে মিঃ ব্লেক লোলার শয়ন-কক্ষ ১২নং কামরা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্মিথকে সে কথা না বলিয়া সেই নম্বর-প্লেটখানি তাহাকে পরীক্ষা করিতে দিলেন।

স্মিথ তাহা দেখিয়া বলিল, "এখানি কি কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহা নম্বর-প্লেট, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ; কিন্তু উহা কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পার নাই।—লোলা এই প্লেটখানি তাহার শয়ন-কক্ষের দরজার নম্বরের উপর আঁটিয়া আমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার কৌশল সফল হইয়াছিল।—আমাকে সকলের সম্মুখে চরিত্রহীন, লুব্ধ লম্পট বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল, আমার মাথায় কলঙ্ক-পসরা তুলিয়া দিয়া বেত্রাঘাতে আমাকে এখান হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বড়ই অদ্ভূত কথা বলিতেছেন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।—আজ রাত্রে আমার শয়ন-কক্ষে আসিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলাম। ১২ নম্বর কামরা আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি দ্বার-সংলগ্ন নম্বর-প্লেটে ১২ নম্বর খোদিত দেখিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম; কক্ষমধ্যে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির সাড়া পাইয়া বৈদ্যুতিক আলোর সুইচের সন্ধানে দেওয়ালে হাত বাড়াইলাম; কিন্তু আমার শয়ন-কক্ষের 'সুইচ' যেখানে ছিল, সেই স্থানে 'সুইচ' খুঁজিয়া পাইলাম না। পর-মুহূর্ত্তেই সেই কামরা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত হইল। দেখিলাম রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ নৈশ পরিচ্ছদে তাহার খাটের একপাশে বসিয়া আমাকে গুলী করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহার মুখ ঘৃণায় ও আতঙ্কে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই যে, আমার শয়ন-কক্ষের নম্বর-প্লেট সেই কক্ষের নম্বর প্লেটের উপর আঁটিয়া আমাকে ভুলাইয়া সেই কক্ষে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমি তাহার শয়তানী বুঝিতে পারি নাই। আমি তাহাকে বলিলাম আমি ভ্রম-ক্রমে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, এজন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমার ভ্রমের জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু আমি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে তাহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই শয়তানী আমাকে সেখান হইতে নড়িতে দিল না, আমাকে বলিল, আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেই আমাকে গুলী করিবে। সে সকল লোককে ডাকিয়া আমাকে অপদস্থ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল।—সে তাহাই করিল।"

স্মিথ বলিল, "কি ভয়ানক! আপনাকে অপদস্থ করিবার জন্য বাড়ীর সকল লোককে সে সেই কক্ষে ডাকিয়া আনিল?—এ যে বড়ই সঙ্কটজনক অবস্থা! আপনি কি করিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি আর করিব? আত্মসমর্থনের জন্য যাহা বলা উচিত তাহাই বলিলাম; ভ্রমক্রমে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি—ইহাই সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। সে নষ্টামী করিয়া মূর্চ্ছার ভান করিয়াছিল, ইহা

বুঝিতে না পারিয়া, সে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইতে পারে ভাবিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া শয্যায় শয়ন করাইতে উদ্যত হইয়াছি—সেই সময় জেকব নাথান, তাহার পিতা প্রভৃতি সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল; তখন সেই পাপিষ্ঠা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—আমি তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছি; সুতরাং সকলে তাহারই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। সকলেরই ধারণা হইল আমি মহা পাপিষ্ঠ, লম্পট, ইতর নরপশু। সে ও তাহার পরিচারিকা তাহাদের গুপ্ত সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে ফাঁদে ফেলিয়াছিল; তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির পূর্ব্বে সে আমাকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে দিবে কেন?—সেই পাপিষ্ঠা কেবল সেখানে আমাকেই ভয় করিত, সে বুঝিয়াছিল আমাকে আটক করিতে না পারিলে তাহার আশা পূর্ণ হইবে না। এইজন্য আমাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে সে তাহার পরিচারিকাকে ডাকিয়া বাড়ীর সকল লোককে সেই কক্ষে পাঠাইতে আদেশ করিল। লেডি নাথানও তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া লোলার শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। লোলার পরিচারিকা কিকি সেই সুযোগে লেডি নাথানের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পনের হাজার পাউণ্ড মূল্যের নেক্‌লেস অপহরণ করিল। আমি লোলার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ না করিলে সেই পিশাচীর এই ষড়যন্ত্র সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

"রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ লেডি নাথানের মহামূল্য নেক্‌লেস অপহরণের জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল—তাহাতে কোন খুঁত ছিল না; কিন্তু তাহার কাজের একটি গলদ ধরা পড়িল। সে তাহার কামরার নম্বর-প্লেটের উপর অন্য কোন দিকের '১২ নং' কামরার যে নম্বর-প্লেটখানি আঁটিয়া দিয়াছিল, গঁদের আঠায় তাহা দৃঢ়রূপে আঁটিয়া বসে নাই, এইজন্য তাহা খসিয়া দ্বার-প্রান্তে পড়িয়া ছিল। সে বা তাহার পরিচারিকা তাহা জানিতে পারে নাই; তাহা তাহাদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই আমি তাহা দেখিয়া কুড়াইয়া লইয়া পকেটে পুরিয়াছিলাম। ইহাই আমার নির্দ্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ।"

মিঃ ব্লেকের নির্য্যাতন-কাহিনী শুনিয়া স্মিথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও একটা

স্ত্রীলোক দ্বারা তিনি প্রতারিত হইয়াছেন ; তাঁহার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটা স্ত্রীলোকের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই—ভাবিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। লোলা মিঃ ব্লেককে ভয় করিত, তাঁহাকে কোনও উপায়ে সার এন্‌সরের বাড়ী হইতে তাড়াইতে না পারিয়া কি অপূর্ব্ব কৌশলে সে তাঁহাকে তাহার শয়ন-কক্ষে বন্দী করিয়া অবশেষে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিল—ইহা বুঝিতে পারিয়া স্মিথ তাহার চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইল। তাহার মনে পড়িল মিঃ ব্লেক রূপসী বোম্বেটে মিস্ আমেলিয়া কার্টার ব্যতীত আর কোন নারী কর্ত্তৃক কখন প্রতারিত হন নাই ; আর কোন নারী কখন তাঁহাকে অপদস্থ করিতে পারে নাই। কিন্তু লোলা—রঙ্গিণী ওল্‌গা তাঁহাকে যে ভাবে লাঞ্ছিত করিল—এরূপ লাঞ্ছনা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। স্মিথের বিশ্বাস হইল—এই নারী আমেলিয়া কার্টার অপেক্ষাও অধিক চতুরা। আমেলিয়া কার্টারের ন্যায় রঙ্গিণী ওল্‌গাও তাহার পিতৃশত্রুর সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে ; কিন্তু আমেলিয়া যে পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার পিতার শত্রুগণকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল, রঙ্গিণী ওল্‌গার পন্থা তাহা হইতে বিভিন্ন।—পিতৃশত্রুর সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য সে যে হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার পরিণাম কি, মিঃ ব্লেক তাঁহার অপমানের প্রতিফল দিতে পারিবেন কি না তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি কি মনে করেন—লেডি নাথানের সেই নেক্‌লেস এখন রঙ্গিণী ওল্‌গা তাহার শয়ন-কক্ষে মাথার বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব কি ? কিন্তু সে তাহা এই রাত্রেই স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই ; বরং সে এইরূপ চেষ্টা করিবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে এই বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "তা বটে, কিন্তু আপনি ত পূর্ব্বে জানিতেন না আজ রাত্রে লেডি নাথানের নেক্‌লেস ঐ ভাবে অপহৃত হইবে। রঙ্গিণী ওল্‌গার পরিচারিকাই যে লেডি নাথানের নেক্‌লেস চুরী করিয়াছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ সকলই ত আপনার অনুমান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, অনুমান; কিন্তু ওল্‌গার পরিচারিকা ভিন্ন লেডি নাথানের শয়ন-কক্ষ হইতে তাহা অপহরণ করা অন্যের অসাধ্য। বিশেষতঃ, তুমি কিকিকে লেডি নাথানের শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিতে দেখিয়াছিলে। রঙ্গিণী ওল্‌গা কি ভাবে তাহার পিতৃশত্রু সার এন্‌সরকে শোষণ করিতেছে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় লেডি নাথানের নেক্‌লেস অপহরণ তাহারই ষড়যন্ত্রের ফল—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বেনামা পত্রে লিখিত ছিল—পাঁচ হাজার পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ না করায় আজ তাহার তিনগুণ অর্থ আদায় করা হইবে। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে সেই পত্রের লেখক তাহা হস্তগত করিবার সুযোগ পায় নাই; সুতরাং রাত্রিকালে সার এন্‌সরের রত্নভাণ্ডার 'লুণ্ঠিত হইতে পারে আমার এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল; বিশেষতঃ, বেনামা পত্রেও সেইরূপ ইঙ্গিত ছিল। এই জন্যই তোমাকে আজ রাত্রে এই বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলাম।—কি একটা শব্দ হইতেছে না? কিসের শব্দ শোন ত!"

মিঃ ব্লেকের মনে হইল কোন মোটর-গাড়ী 'ষ্টার্ট' দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে যেরূপ শব্দ হয় সেই অট্টালিকার বাহিরে সেইরূপ শব্দ হইতেছে! মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া পূর্ব্বকথিত বাতায়ন খুলিলেন; তিনি সেই অট্টালিকার প্রান্তবর্ত্তী পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোটর-কারের আলো দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু ইঞ্জিনের মৃদু ভরর্‌-ভর্‌র শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি স্মিথের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত লণ্ঠনটি (night-glass) লইয়া তাহার আলোক-সম্পাতে দেখিলেন কণ্টকময় গুল্মের বেড়ার আড়ালে রাজপথের উপর একখানি মোটর-কার আলো নিবাইয়া দাঁড়াইয়া আছে! গাড়ীখানি যেন অধীর ভাবে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "ঐ গাড়ীখানি কাহারও প্রতীক্ষায় পথে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে আলো নাই; সুতরাং মনে হয় কেহ ঐ গাড়ীতে উঠিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিবে। তুমি এই মুহূর্ত্তেই নীচে গিয়া ঐ গাড়ীখানির উপর নজর রাখ।" (keep your eye on it.)

স্মিথ মুহূর্ত্তমধ্যে কাল মুখোসখানি মুখে আঁটিয়া দিল, এবং যে দড়ি ধরিয়া সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, জানালায় উঠিয়া সেই দড়ি ধরিয়া নীচে নামিবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এখন এখানেই থাকিবেন কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমাকে থাকিতেই হইবে। রঙ্গিণী ওল্‌গাকে আজ রাত্রেই দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

স্মিথ বলিল, "এই রাত্রিকালে তাহার দেখা পাইবেন কোথায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার শয়ন-কক্ষে। আমার বিশ্বাস, এবার আমাকে সেখানে দেখিয়া সে ভয়ে চিৎকার করিবে না, বা কাহাকেও ডাকিয়া আমাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিবে না। কার্য্যোদ্ধার করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে।"

স্মিথ রজ্জুর সাহায্যে নীচে নামিয়া গেল। মিঃ ব্লেক জানালা বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিলেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সকল কথা বলিয়া কতকটা সচ্ছন্দ বোধ করিলেন; লোলা যেরূপ কৌশল করিয়া লেডি নাথানের মহামূল্য হীরক-নেক্‌লেস অপহরণ করিয়াছিল, এবং সেজন্য সে যেরূপ ষড়যন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সমস্তই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তিনি পুনর্ব্বার মনে মনে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, নারীদস্যু ওল্‌গা বহুদিন পূর্ব্বেই লেডি নাথানের নেকলেস অপহরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই তাহার রূপে মুগ্ধ মূর্খ জেকব নাথানকে বশীভূত করিয়াছিল, তাহার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি-দান করিয়াছিল, এবং তাহার পিতার অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে বাস করিতেছিল। সে যে তাঁহার কিরূপ শত্রু তাহা তাঁহাকে বা তাঁহার স্ত্রীকে বুঝিতে দেয় নাই। সে জেকবকে গোলাম করিয়াছিল। যখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল, লেডি নাথানের পনের হাজার পাউণ্ড মূল্যের নেক্‌লেস অপহরণ করিয়া সার এন্‌সর নাথানকে চমকিত ও আতঙ্কবিহ্বল করা কঠিন হইবে না, তখন সে তাঁহার নিকট বেনামা পত্র লিখিয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ড দাবী করিল,

এবং তাহা না দিলে তাহার তিনগুণ অর্থ আদায় করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল। জেকব নাথান মিঃ ব্লেকের সাহায্য গ্রহণ করায়, নির্দ্দিষ্ট দিনে নেক্‌লেস অপহরণ করা সহজ হইবে না বুঝিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল ; কারণ মিঃ ব্লেকের শক্তি সামর্থ্য তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সে নিরুৎসাহ হয় নাই ; মিঃ ব্লেককে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়া কি ভাবে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে—তাহা সে সেই দিনই স্থির করিয়াছিল। তাহার কৌশল ব্যর্থ হয় নাই।—মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মিঃ ব্লেক একটা স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হইলেন ভাবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ; তিনি তাহার কার্য্যে বাধা দান করা দূরের কথা, তাহার কার্য্যোদ্ধারের যন্ত্রে পরিণত হইলেন,—বুঝিয়া নিজের বুদ্ধিকে তিনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে হইল—এই চতুরা নারী নূতন ধরণের অপরাধী (a new type of criminal) সে যুবতী, মার্জ্জিতরুচি-সম্পন্না, সুরসিকা, বুদ্ধিমতী ; ইহার উপর সে অসামান্য রূপবতী। এই রূপই তাহার দস্যুবৃত্তির প্রধান অস্ত্র ; কোন পুরুষ-দস্যু এরূপ সাংঘাতিক অস্ত্র কোথায় পাইবে ?—মিঃ ব্লেক সেই রাত্রেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং কোন্ অস্ত্রে তাহাকে পরাভূত করিবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। চতুরতার সাহায্যে বা ভয়-প্রদর্শন করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ হইবে না—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন ; এইজন্য তিনি স্থির করিলেন, তাহাকে এভাবে আক্রমণ করিবেন—যেন সেই আঘাত তাহার মর্ম্মভেদ করে। সেই মর্ম্মান্তিক আঘাতে সে যেন আড়ষ্ট ও অভিভূত হইয়া পড়ে, এবং আত্মসংবরণের অবসর না পায়।—কোথায় তাহার দুর্ব্বলতা তাহা তিনি জানিতেন ; এজন্য তিনি তাহার দুর্ব্বলতার উপর কঠোর আঘাত করিয়া তাহাকে হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সে কি ভাবে তাঁহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছিল, সে কে, কাহার কন্যা, কি উদ্দেশ্যে সে সার এন্‌সর নাথানের পুত্রকে বশীভূত করিয়াছে, এবং কি রূপে ক্রমাগত তাঁহার রাশি রাশি অর্থ অপহরণ করিয়া অবশেষে কি কৌশলে লেডি নাথানের মহামূল্য নেক্‌লেস আত্মসাৎ করিয়াছে—তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিবেন, নিজের নষ্টসম্মান উদ্ধার

করিবেন ; সেই ছদ্মনামধারিণী, দর্পিতা, প্রগল্‌ভতা পাপিষ্ঠাকে চূর্ণ করিবেন। সে ভবিষ্যতে আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করিয়া তিনি সার এন্‌সরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু এই কার্য্য করিতে হইলে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে ; তাঁহার মনে হইল—কোন নারীকে, সে যতই পাপিষ্ঠা হউক—এই ভাবে পীড়ন করা কাপুরুষের কার্য্য। ওল্‌গা তাঁহার প্রতি ইতরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাই কি তিনিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন? ইহা গর্হিত বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। কোন সাধারণ ডিটেক্‌টিভ এইভাবে বৈরনির্য্যাতন করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া বরং গৌরব অনুভব করিত ; সাফল্য-গর্ব্বে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইত। কিন্তু নারীকে ও ভাবে নিষ্পেষিত করা হীন কার্য্য বলিয়া তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি সেই লোভ সংবরণ করিয়া, তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সে যে-খেলা খেলিতেছিল—তাহা কিরূপ বিপজ্জনক, কলঙ্কপূর্ণ, এবং তাহার অধঃপতনের পরিচায়ক—তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিবেন। সে এই পথ ত্যাগ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবেন ;—ইহাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন।

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি ভ্রমক্রমে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তিনি পুনর্ব্বার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায় তাহার অনুষ্ঠিত সকল অপকার্য্যের বিবরণ তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, তাহাকে অনুতপ্ত করিবেন, —সে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে অপদস্থ বা তিরস্কৃত করিতে সাহস করিবে না। সে কি কৌশলে তাঁহাকে সেই কক্ষে ভুলাইয়া আনিয়া পরিচারিকার সাহায্যে লেডি নাথানের নেক্‌লেস অপহরণ করিয়াছে—তাহা তিনি যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, এনামেলের 'নম্বর-প্লেট'খানি তাহাকে দেখাইয়া তাহার ষড়যন্ত্র সপ্রমাণ করিবেন—তখন সে লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিবে না ভাবিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন।—তিনি উঠিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিলেন। কক্ষের বাহিরে যে দরদালান ছিল—তাহা ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও বিপরীত দিকের

কক্ষ-দ্বারের ফাঁক দিয়া উজ্জ্বল দীপালোক তাঁহার নয়নগোচর হইল।—সেই কক্ষটি লোলার শয়ন-কক্ষ।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কক্ষমধ্যে তাহার মৃদু ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল, "জেকব, তুমি চলিয়া যাও, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। কিকি এখন শুইতে যাইবে; আমারও ঘুম আসিয়াছে। তুমি ম্যাক্সওয়েলের সম্মুখে যাইতে কেন সঙ্কুচিত হইতেছ?—তাহাকে বল—সে নেক্‌লেস চুরী করিয়াছে। তাহার নিকট হইতে চোরা নেক্‌লেস আদায় করিয়া লও। রবার্ট ব্লেক সত্যই বলিয়াছে—এ কাজ তোমারই করা উচিত। তুমি—"

অতঃপর সে অস্ফুট স্বরে আরও কয়েকটি কথা বলিল; মিঃ ব্লেক তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাহার উত্তরে জেকব মৃদু স্বরে দুই একটি কথা বলিল—তাহাও মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল না; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া রঙ্গিণী ওল্‌গা তীব্র স্বরে বলিল, "তুমি বানর, তুমি জানোয়ার! শোন জেকব নাথান, তোমার এই রকম বাঁদরামি আমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিব না। তোমার এত স্পর্দ্ধা—তুমি আমাকে সন্দেহ কর—তোমার মায়ের নেক্‌লেস আমি—"

কথা শেষ না করিয়া রঙ্গিণী ওল্‌গা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার পর সে উঠিয়া পাশের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল। মিঃ ব্লেক সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন।

জেকব নাথান ব্যাকুল স্বরে বলিল, "লোলি, তুমি অন্যায় রাগ করিতেছ; আমি তোমাকে সন্দেহ করি নাই, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করি নাই যে তুমি—"

রঙ্গিনী ওল্‌গা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "কিকি! তুই শীঘ্র আমার পুরু র‍্যাপার আনিয়া দে। আমি এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিব না; ঐ বানরটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না। এই অসভ্য জানোয়ারটাকে আমি ঠিক চিনিতে পারিয়াছি। ও বদমায়েস, মাতাল, আর আমি উহার মুখ দর্শন করিব না।"

ওল্‌গা সশব্দে দ্বার খুলিয়া সবেগে দরদালানে প্রবেশ করিল। সে তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিতে না খুলিতে মিঃ ব্লেক এক লম্ফে অন্ধকারে লুকাইলেন। ওল্‌গার শয়ন-কক্ষের দীপালোক তাহার মুখে প্রতিফলিত হওয়ায় মিঃ ব্লেক দেখিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, মুখ লাল; ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।—মিঃ ব্লেক তাহার অভিনয়-দক্ষতায় বিস্মিত হইলেন।

জেকব নাথান স্খলিত-পদে রঙ্গিণী ওল্‌গার অনুসরণ করিয়া বলিল, "লোলা, তুমি কোথায় যাইতেছ? এই গভীর রাত্রে একাকিনী কোথায় যাইবে? কেন যাইবে বল। তুমি রাগ করিও না; আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি—আমি তোমাকে সন্দেহ করি নাই। একদিন তুমি যে নেক্‌লেসের অধিকারিণী হইবে, তাহাই তুমি লোভের বশে—"

ওল্‌গা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল; তাহা দেখিয়া জেকব নাথান তাহার সম্মুখে গিয়া পথরোধ করিল, এবং ব্যাকুল ভাবে তাহার হাত ধরিল।

ওল্‌গা এই ভাবে বাধা পাইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং সবলে হাত ছাড়াইয়া-লইয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "ওরে পশু! তুই মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইতে চাহিস্? আমি কি তোর মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই? আমি তোকে ঘৃণা করি। লম্পট মাতাল! তুই কুকুরেরও অধম। আর আমি তোর মুখ দেখিব না। আমি আর এখানে থাকিব না। আমি তোর কোন কথা শুনিতে চাহি না। আজ হইতে তোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। শীঘ্র আমার পথ ছাড়।"

কিন্তু জেকব নাথান তাহার পথ ছাড়িল না, উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কাতর স্বরে বলিল, "লোলি! আমাকে ত্যাগ করিও না, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে আমি আর এক মিনিটও বাঁচিব না। তুমি—"

"তবে মর"—বলিয়া রঙ্গিণী ওল্‌গা জেকব নাথানের গালে প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিয়া, পদাঘাতে সেই অপদার্থ মাতালটাকে সেই স্থানে কাত করিয়া ফেলিয়া

দিল ; তাহার পর সে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইল। তাহার পরিচারিকা কিকি এক-খানি শাল হাতে লইয়া দ্রুতবেগে জেকব নাথানের নিকট উপস্থিত হইল ; কিন্তু ওল্‌গাকে না দেখিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জেকব নাথান তাহার ভাবী পত্নীর সেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত লাভ করিয়া জীবন ধন্য মনে করিল কি না বলা যায় না, তবে কয়েক মিনিট মাটীতে পড়িয়া সে গালে হাত বুলাইতে লাগিল; তাহার প্রণয়িনীর পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ তাহার গালে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ! সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার ভগিনী রাথ নাথান শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিয়া সম্মুখেই জেকবকে দেখিতে পাইল। রাথ ব্যাকুল স্বরে বলিল, "জেকব, এ সকল কি ব্যাপার ? তোমাদের গোলমাল শুনিয়া আমি দৌড়াইয়া আসিলাম। লোলার কথা শুনিতেছিলাম,—সে কোথায় গেল ? তুমি তাহাকে কি বলিয়াছ ? সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল না কি ?"

জেকব নাথান গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তাহার মাথায় কি খেয়াল চাপিয়াছে ! রাগ করিয়া সে নীচে চলিয়া গিয়াছে ; রাগ পড়িলেই ফিরিয়া আসিবে। যাও, তুমি শুইতে যাও ! উঃ, কি ভয়ানক রাত্রি, একরাত্রে এতগুলি ভয়ানক কাণ্ড আমার জীবনে ঘটিতে দেখি নাই !"

জেকব নাথান তাহার ভগিনীর মুখের দিকে না চাহিয়া লোলার অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনি আড়ালে দাঁড়াইয়া রঙ্গিণী ওল্‌গার রঙ্গ দেখিতেছিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "রঙ্গিণী ওল্‌গার এই ক্রোধের অভিনয়ের কারণ কি ? সে কি সত্যই সার এন্‌সর নাথানের গৃহ ত্যাগ করিল ? আর কি সে ফিরিয়া আসিবে না ? যে উদ্দেশ্যে সে নির্ব্বোধ জেকবকে রূপে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল, এই বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,—তাহার সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। অপহৃত নেক্‌লেস কাছে রাখিয়া এই পাপিষ্ঠা আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিতে সাহস করিতেছে না ; বিশেষতঃ আমি এখানে আছি, এবং তাহাকে সন্দেহ করিয়াছি—ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে ; এইজন্যই জেকবের সহিত কলহের অভিনয় করিয়া সে চলিয়া গেল !"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাতায়ন খুলিয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং স্মিথ যে রজ্জুর সাহায্যে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল—সেই রজ্জুর একপ্রান্ত তখনও জানালার সহিত আবদ্ধ ছিল,—মিঃ ব্লেক সেই রজ্জুর অপরপ্রান্ত জানালার বাহিরে ঝুলাইয়া দিলেন, এবং তাহা ধরিয়া নীচে নামিলেন। সেই সময় সেই অট্টালিকার বহির্দ্বার খুলিবার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

মিঃ ব্লেক প্রাচীরের ছায়ায় ছায়ায় চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। মুহূর্ত্ত পরে জেকব নাথানের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল। জেকব নাথান সেই অট্টালিকার বহির্দ্বার খুলিয়া তাহার প্রণয়িনীকে খুঁজিতে বাহির হইল। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল লোলা তাহাকে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছিল, দুই চারি মিনিট পরেই সে শয়ন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিবে; কিন্তু তাহাকে ফিরিতে না দেখিয়া তাহার মন দুশ্চিন্তায় ও আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছিল; সে চারি দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কিকি! কিকি! তোমার কর্ত্রী বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছেন। তুমি শীঘ্র আসিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও। লোলা, লোলা, তুমি ও রকম পাগলামি করিও না। ফিরিয়া এস লোলি! তুমি ঠাণ্ডা লাগাইও না। তুমি পাতলা পোষাকে বাহিরে আসিয়াছ; ঠাণ্ডা লাগিবে, সর্দ্দি হইবে, তোমাকে নিউমোনিয়ায় ধরিবে; তাহা হইলে আর তুমি বাঁচিবে না—তোমার সঙ্গে আমিও মরিব। ফিরিয়া এস, প্রিয়তমে! তোমাকে না দেখিলে আমি পাগল হইব।"

রঙ্গিণী ওল্‌গা যে পরিচ্ছদে সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত পাতলা। বিশেষতঃ তাহার পায়ে সাটিনের যে পাতলা জুতা ছিল—তাহা পথ-ভ্রমণের অনুপযোগী। এইরূপ পরিচ্ছদে সে রাত্রিকালে অধিক দূর যাইতে পারিবে, জেকব নাথান তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ওল্‌গা তাহার পরিচারিকা কিকিকে শাল আনিতে আদেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে শাল না লইয়াই বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল।—কিকি শাল লইয়া জেকব নাথানের সম্মুখে আসিলে তাহারা উভয়ে বহিঃপ্রাঙ্গণের ইষ্টকবদ্ধ পথ দিয়া লোলার সন্ধানে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অন্য দিকে অগ্রসর হইলেন ; পথের যে অংশে তিনি মোটর-গাড়ীর ইঞ্জিনের ঘসর-ঘসর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, সেই দিকেই যাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তাঁহার সন্দেহ হইল, রঙ্গিনী ওল্‌গার ইঙ্গিতেই মোটর-গাড়ীখানি সেখানে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সে অপহৃত নেক্‌লেস লইয়া সেই গাড়ীতে পলায়ন করিবে।

কিছু দূরে টেনিস খেলিবার আঙ্গিনা (tennis-court)। সেই প্রশস্ত আঙ্গিনাটি অনুচ্চ গুল্মের বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। মিঃ ব্লেক সেই আঙ্গিনার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেইদিকে আসিয়া ভালই করিয়াছেন, কারণ তিনি কিছু দূরে কাহাকে দ্রুতপদে পথের দিকে যাইতে দেখিলেন। অন্ধকারে চিনিতে না পারিলেও তিনি বুঝিতে পারিলেন---সে পুরুষ নহে, নারী। সে যে রঙ্গিণী ওল্‌গা—ইহাই তাঁহার ধারণা হইল। অন্য কাহারও তখন সে দিকে যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই রমণী অবলীলাক্রমে গুল্মের বেড়া লাফাইয়া পার হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রাজপথে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

রঙ্গিণী ওল্‌গাকে পথের দিকে যাইতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন কিকি তাহার শয়ন-কক্ষের জানালা হইতে আলোকের সাহায্যে সেই মোটর-গাড়ীখানিকেই পথে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়াছিল ; এই জন্য গাড়ীখানি আলো নিবাইয়া 'ষ্টার্ট' দিয়া ওল্‌গার প্রতীক্ষা করিতেছিল। যদি তিনি সে সময় রঙ্গিণী ওল্‌গাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন—তাহা হইলে তাহার নিকট অপহৃত নেক্‌লেস পাওয়া যাইত।

মিঃ ব্লেকও এক লম্ফে বেড়া পার হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন, এবং কয়েক গজ দূরে গাছের ছায়ায় মোটর-গাড়ীখানি দেখিতে পাইলেন। গাড়ীর ইঞ্জিন হইতে তখনও 'ভরর-ভরর' শব্দ উত্থিত হইতেছিল। একজন লোক গাড়ীতে আরোহীর আসনে বসিয়া ছিল ; সে রঙ্গিণী ওল্‌গাকে গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আরোহীর আসন পরিত্যাগ করিয়া চালকের আসনে বসিল। সেই মুহূর্ত্তে ওল্‌গা গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ; গাড়ী তখন ধীরে ধীরে চলিতে

আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক গাড়ীর অনুসরণ করিবার আশায় দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তিনি গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গাড়ীর বেগ বর্দ্ধিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে একজন গাছের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া চলন্ত গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত ক্যারিয়ারের (carrier) উপর এক লাফে উঠিয়া বসিল।

মিঃ ব্লেক অন্ধকারে সেই লোকটিকে চিনিতে না পারিলেও সে কে তাহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহা অদৃশ্য হইল। মিঃ ব্লেক তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ফিরিলেন, এবং সেই রজ্জুর সাহায্যেই বাতায়ন দিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, লোলা আর সেখানে ফিরিয়া আসিবে না, সে চিরদিনের জন্য সার এন্‌সর নাথানের গৃহত্যাগ করিল। জেকব প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আর তাহার সন্ধান পাইবে না; কিন্তু রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ যেখানেই যাউক, তিনি তাহার সন্ধান পাইবেন, সে স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না। স্মিথ সর্ব্বস্থানে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবে। কিন্তু তিনি সার এন্‌সরের গৃহে ওল্‌গা নাস্‌মিথকে গ্রেপ্তার করিয়া অপহৃত নেক্‌লেস আদায় করিবার ও সর্ব্বজনসমক্ষে নিজের কলঙ্কক্ষালনের সুযোগ পাইলেন না, এ জন্য তাঁহার মন ক্ষোভে পূর্ণ হইল।

নবম কল্প

সমরে আহ্বান

মিঃ ব্লেক সার এন্‌সর নাথানের নিকট আত্মসমর্থনের চেষ্টা না করিয়াই পর দিন প্রভাতের ট্রেণে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। 'কাপ্তেন ব্ল্যাক' কে, সার এন্‌সর তাহা জানিতে পারিলেন না। জেকব নাথানও সে কথা তাঁহাকে বলিতে সাহস করিল না। মায়ের পনের হাজার পাউণ্ড মূল্যের নেক্‌লেস অপহৃত হওয়ায় জেকব নাথানের দুঃখ হইল না, কিন্তু তাহার লোলা যে তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া পলায়ন করিল, এই দুঃখে সে ব্যাকুল—উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সে জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল! রঙ্গিণী ওল্‌গার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ তখনও তাহার শুভ্র গণ্ডে পরিস্ফুট থাকিয়া তাহার প্রতি তাহার প্রণয়িণীর প্রেমের গভীরতা পরিব্যক্ত করিতেছিল!

মিঃ ব্লেক দুইদিন পর্য্যন্ত স্মিথের কোন সংবাদ না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৃতীয় দিন অপরাহ্ণকালে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ফসেট তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ফসেট অনেক সময় মিঃ ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিতে আসিতেন; মিঃ ব্লেকের উপদেশে অনেক রহস্যপূর্ণ তদন্তে তিনি সুফল লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য মিঃ ব্লেককে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অন্যান্য কথার পর মিঃ ব্লেক ফসেটকে বলিলেন, "র‍্যাম কোর্টের নারী হত্যার আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছ ফসেট!"

এই উপন্যাসের প্রথম কল্পে আমরা এই নারী-হত্যা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ আছে—পুলিশ ভ্রমক্রমে হগিন্‌স নামক এক ব্যক্তিকে হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ফসেট বলিলেন, "হাঁ, অনেক চেষ্টায় হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। সে একটা নাবিক। টিলবারিতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পর সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল। আমরা হুগিন্‌সকে গ্রেপ্তার করিবার পর আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়া ভালই করিয়াছিলাম। হুগিন্‌স নিরপরাধ, ইহা আপনি আমাকে বুঝাইয়া না দিলে আমার সন্দেহ দূর হইত না; হত্যাকারী বলিয়া তাহাকেই বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতাম। ঘটনাচক্র তাহার প্রতিকূল ছিল, হয় ত বিচারালয়ে তাহাকেই দণ্ডভোগ করিতে হইত। আপনি তাহার অনুকূলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে আসি নাই। ম্যানর গ্রীণে লেডি নাথানের পনের হাজার পাউণ্ডের নেক্‌লেস অতি অদ্ভুত ভাবে চুরী গিয়াছে, এ সংবাদ আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন। অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ চুরী। আপনি এই চুরীর তদন্তে আমাকে একটু সাহায্য করিবেন—এই আশায় আপনার কাছে আসিয়াছি। সকল কথা শুনিলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে সদুপদেশ দিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন জেকব নাথান তাঁহার পরামর্শই গ্রহণ করিয়াছে, চোর ধরিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে। কিন্তু মিঃ ব্লেক ঘটনার দিন ছদ্মবেশে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন, এবং সে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল—ইহা সে পুলিশের নিকট প্রকাশ করে নাই। তিনিও তাহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করিলেন। 'কাপ্তেন ব্ল্যাক'কে যে ভাবে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, তাহা সার এন্‌সরের অতিথিরা জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু বড় ঘরের কলঙ্ক-কথা সকলেই গোপন করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অসম্ভব ফসেট! এই ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব না; কারণ আমার হাতে এখন বিস্তর কাজ। আমার সাহায্য চাহিতেছ কেন? তুমি কি এই চুরীর তদন্তের ভার লইয়া বিব্রত হইয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফসেট বলিলেন, "চোর ধরিতে না পারি—কোন্ শ্রেণীর চোর লেডি নাথানের নেক্‌লেস চুরী করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। যে সকল বিড়াল-ধর্ম্মী তস্কর (cat-men) অদ্ভুত কৌশলে বড় লোকদের দোতালায় তেতালায় উঠিয়া জহরতাদি লুণ্ঠন করিয়া অবলীলাক্রমে অন্তর্দ্ধান করে—ইহা তাহাদেরই কাহারও কাজ। ঐ শ্রেণীর তস্করদের মধ্যে নেক্‌লেস চোরের সন্ধান করিতে হইবে। লেডি নাথানের শয়ন-কক্ষের নীচের ঘরের জানালার পাটাতনে আমরা পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি। বাগানের ভিতরেও পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে চোর যে অত্যন্ত চতুর ও ভাগ্যবান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেডি নাথানের ঘর কয়েক মিনিটের জন্য নির্জ্জন ছিল, ঠিক সেই সুযোগে চোর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নেক্‌লেস আত্মসাৎ করিয়াছিল; এরূপ সুযোগ সাধারণতঃ সকল চোরের ভাগ্যে ঘটে না! এই জন্যই বলিতেছি চোর বেটা বড়ই ভাগ্যবান; বিশেষতঃ, সে নেক্‌লেস চুরী করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কৌশলে সকলের অজ্ঞাতসারে নামিয়া গিয়াছিল যে, পাঁচ মিনিট পরে বহুচেষ্টাতেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন্ জাতীয় চোর সেই নেক্‌লেস চুরী করিয়াছে—তাহা ঠিক বুঝিয়া ফেলিয়াছ দেখিতেছি! তবে আর এত দুশ্চিন্তার কারণ কি? মিস্ ডি গাইসের অন্তর্দ্ধানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ না কি?"

ইন্‌স্পেক্টর ফসেট বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য মিঃ ব্লেক! সেই যুবতীর অন্তর্দ্ধান বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! রাত্রিকালে নিতান্ত পাতলা পোষাকে সে ঘরের বাহিরে গেল, তাহার পর আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না, যেন সে বাতাসে মিশিয়া গেল!—অতি দুর্ব্বোধ্য রহস্য। সার এন্‌সর নাথানের অট্টালিকার সন্নিহিত ঝিলে আমরা জাল ফেলিয়া মৃতদেহ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই ঝিলে মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। সার এন্‌সর নাথানের অট্টালিকার অদূরস্থ নদীতে জাল ফেলিয়াও এখন পর্য্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নাই। ঐ অঞ্চলে যে অরণ্য আছে, সেই অরণ্যেও মিস্ ডি গাইসের সন্ধানে অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছিল; তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মিস্ ডি গাইসের

পরিচ্ছদ কি জুতা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই! তাহার সন্ধান না পাইয়া জেকব নাথানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের দায়ে বেচারা ক্ষেপিয়া না উঠে! মেয়েটারও দুর্বুদ্ধি, অত বড় কোটীপতি মানুষের পুত্রবধূ হইয়া রাণীর মত সুখে থাকিত, নির্ব্বোধ স্বামীটাকে ক্রীতদাসের মত বশে রাখিত, তা নয়, রাগ করিয়া একেবারে নিরুদ্দেশ! বাঁচিল কি মরিল—বুঝিবার উপায় নাই!"

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সার এন্‌সর নাথানের ছেলেটীর নাম বুঝি জেকব নাথান? তাহার কি সন্দেহ তাহার প্রণয়িনী অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর ফসেট বলিলেন, "আত্মহত্যা ভিন্ন সে আর কি মনে করিতে পারে? মিস্ ডি গাইস জেকবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিল। এই ঝগড়ার কথা জেকব নাথান প্রথমে স্বীকার করে নাই; আমরা বিস্তর জেরা করিয়া কথাটা বাহির করিয়া লইয়াছি। কিন্তু মনের মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মানিনী যুবতী অভিমানে বা মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে—একথা কোন কোন উপন্যাসে লেখা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু হাতে-কলমে তাহা ত ঘটিতে দেখা যায় না! প্রণয়ীর উপর রাগ করিয়া আত্মহত্যা! এমন বোকা মেয়ে-মানুষ সংসারে আছে না কি? তবে ছুঁড়িটা যদি স্মরণ-শক্তি হারাইয়া (loss of memory) কোথাও চলিয়া গিয়া থাকে—তাহা হইলে একটা কথা বটে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খুব জটিল সমস্যায় পড়িয়াছ বটে! তা এখন কি করিবে মনে করিতেছ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফসেট বলিলেন, "আমরা যাহা করিয়াছি তাহার বেশী আর কি করিতে পারি? এই তদন্ত লইয়া আমরা মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি মিঃ ব্লেক! বুড়ো নাথান আমাকে গোপনে বলিয়াছেন—এই ব্যাপার লইয়া আর যেন বাড়াবাড়ি না করি। বড় ঘরের কথা, চারি দিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড উপস্থিত হইবে, খবরের কাগজে এই ঘটনা প্রসঙ্গে নানাবিধ সরস মন্তব্য প্রকাশিত হইবে, এই ভয়ে বুড়ো এই ব্যাপারটা চাপা দিতে চাহেন। অন্য দিকে তাঁহার প্রেমিক পুত্র জেকব

একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে! সময় নাই, অসময় নাই যখন তখন টেলিফোনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—আমরা কতদূর কি করিলাম?—আমাদের উত্তর তাহার সন্তোষজনক হইতেছে না, সে রাগ করিয়া বলিতেছে—আমরা মিস্ ডি গাইসের অনুসন্ধানে গাফিলি করিতেছি; যতখানি চেষ্টা করা উচিত তাহা করিতেছি না। সে তাহার প্রণয়িণীর উদ্ধারের জন্য জলের মত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত। লণ্ডনের সকল কাগজে সে বিজ্ঞাপন দিয়াছে—যে মিস্ ডি গাইসের সন্ধান বলিতে পারিবে—তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে। বে-তারে মিস্ ডি গাইসের চেহারার বর্ণনা দিয়া দেশ বিদেশে তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হইতেছে। আমরা পুলিশ বিলে (Police Bill), এদেশের যেখানে যত থানা আছে—সকল স্থানে তাহার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছি; কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইবে কি না সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় আপনি কি করিতেন মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে আগ্রহ হয়।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “আমি? আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম; এ কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম। মিস্ ডি গাইস আত্মহত্যা করে নাই ফসেট! তুমি আমার এ কথা নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পার।”

ইন্‌স্পেক্টর ফসেট বলিলেন, “আপনি কোন্ প্রমাণে এ কথা বলিতেছেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “রমণীর হৃদয়-রহস্য বিশ্লেষণের জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আমি মিস্ ডি গাইসের প্রকৃতি সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার ধারণা হইয়াছে প্রণয়ীর উপর রাগ বা অভিমান করিয়া আত্ম-হত্যা করিবে—সে সে প্রকৃতির মেয়ে নয়।—হাল্লো! ফোনে কে ডাকাডাকি করিতেছে, এক মিনিট অপেক্ষা কর ভাই, শুনিয়া আসি।”

টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন। স্মিথ তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল। মিঃ ব্লেক তাহার স্বরে উৎসাহ ও ব্যাকুলতার আভাস পাইলেন; তিনি বলিলেন, “কি খবর বল, আমি শুনিতেছি।”

স্মিথ বলিল, “খবর ভাল কর্ত্তা! আপনাকে কোন অসুবিধা বা কষ্টভোগ করিতে হইবে না। ওল্‌গা নাস্‌মিথ এখন মিস্ ব্রাউন হইয়াছে। এ খাঁটি খবর।

সেই বাদামী রঙ্গের ঝি-ছুঁড়িটাও আজ সকালে এই হোটেলে আসিয়া জুটিয়াছে—বলে, বড় লোকের মেয়েদের চুল ছাঁটা তাহার পেশা! হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম; সে বলে, সে আমাকে কোন সাহায্যই করিতে পারিবে না। আপনি এখানে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলে হয় ত ফল হইতে পারে। বাবিলন হোটেলের দরজায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে। রঙ্গিণীর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ত আমি হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সুসংবাদ। আমি এখনই যাইতেছি।”

মিঃ ব্লেক রিসিভার রাখিয়া সরিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিন দিন পূর্ব্বে রঙ্গিণী ওল্গা মোটর-কারে উঠিয়া যখন সার এন্সর নাথানের গৃহত্যাগ করে—সেই সময় স্মিথ তাহার গাড়ীর পশ্চাতে বসিয়া তাহার সঙ্গে চলিয়াছিল,—তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ওল্গা যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুক, সে স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না, সুতরাং তিনি তাহার সংবাদ জানিতে পারিবেন; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে স্মিথ তাঁহাকে কোন সংবাদ না দেওয়ায় তাঁহার একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। তাঁহার দুশ্চিন্তার আরও একটু কারণ ছিল। রঙ্গিণী ওল্গা নাস্মিথ লেডি নাথানের হীরক-নেক্লেস চুরী করিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে যদি কোন আড্ডায় গিয়া সেই নেক্লেস হস্তান্তরিত করে—তাহা হইলে ওল্গার সন্ধান পাইলেও নেক্লেস উদ্ধার করা কঠিন হইবে; তবে পনের হাজার পাউণ্ড মূল্যের অলঙ্কার সে যে বিশ্বাস করিয়া আর কাহার হস্তে প্রদান করিবে—ইহাও বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।—স্মিথ সেই রাত্রি হইতে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতেছিল। রঙ্গিণী ওল্গা সার এন্সরের বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া মেফেয়ার পল্লীর এক-বাড়ীতে রাত্রিবাস করে। সে সেই মোটরখানি ছাড়িয়া দিলে স্মিথ মোটর-শকটখানির নম্বর লিখিয়া রাখে। পরদিন সকালে ওল্গা নূতন ছদ্মবেশে সেই শকটেই পিম্লিকো পল্লীতে গমন করে। স্মিথ অন্য ‘কারে’ তাহার অনুসরণ

করিয়াছিল। ওল্‌গা সেই পল্লীর একটা হোটেলে এক বেলা থাকিয়া মেফেয়ারে প্রত্যাগমন করে। দুই দিনের মধ্যে স্মিথ দুইবার তাহাকে হারাইয়াছিল; কিন্তু দুইবারই তাহার সন্ধান পাইয়াছিল। রঙ্গিণী ওল্‌গা তৃতীয় দিন প্রভাতে 'বাবিলন হোটেলে' আসিয়া ঘর ভাড়া লইয়াছিল, তাহার সঙ্গে বিস্তর লটবহর!—সেই সকল লটবহরে আমেরিকার সিন্‌সিনাটি নগরের লেবেল আঁটা ছিল। হোটেলে সে পরিচয় দিয়াছিল—তাহার নাম মিস্ এ, কে, ব্রাউন। সে সিন্‌সিনাটি হইতে লণ্ডনে আসিয়াছে। তাহার চোখে চশমা, পরিচ্ছদে আমেরিকার মহিলাদের বিশেষত্ব পরিস্ফুট, এবং তাহার কণ্ঠস্বরে যে টানটুকু ছিল, তাহা নবাগত আমেরিকান মহিলার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর ফসেটকে বলিলেন, "আমাকে একটা জরুরি কাজে এখনই বাহিরে যাইতে হইবে।—তোমাকে কোন সদুপদেশ দিতে পারিলাম না—এ জন্ত বড়ই দুঃখিত হইলাম।—তুমি কি এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইবে?"

ইন্‌স্পেক্টর ফসেট বলিলেন, "হাঁ, সেইখানেই যাইব। কি যে করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি কোন সন্ধান জানিতে পার—তাহা হইলে আমাকে সংবাদ দিও। তুমি আমার গাড়ীতেই চল, তোমাকে ইয়ার্ডের দরজায় নামাইয়া দিয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর ফসেটকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন, পথে আসিয়া তাঁহারা উভয়ে একখানি ট্যাক্সিতে উঠিলেন। পশ্চিম পল্লীতে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর ফসেট নেল্‌সন্-মনুমেণ্টের নিকট ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া বাবিলন হোটেলের দেউড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিবেন সেই সময় একজন সংবাদ-পত্রবিক্রেতা একতাড়া কাগজ লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল, এবং একখানি কাগজ তাঁহার সম্মুখে উচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "ইভনিং নিউস্, টাট্‌কা খবর!"—তাহার পর নিম্নস্বরে বলিল, "আপনি ম্যানেজারের আফিসে গিয়া এই মুহূর্ত্তেই

তাহার সঙ্গে দেখা করুন। রঙ্গিণী ট্যাক্সি লইয়া কুকের আফিসে গিয়াছে, বোধ উড়িবার চেষ্টায় আছে! সে এখনই হোটেলে ফিরিয়া আসিবে। আপনি হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিলেই সে হতবুদ্ধি হইবে; তাহার পর যাহা করিতে হয় করিবেন।”

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ম্যানেজারের আফিসে প্রবেশ করিলেন। ম্যানেজার তাঁহার প্রস্তাবে আপত্তি করিল, বলিল, “মিস্ ব্রাউন এখন বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি আপনাকে তাঁহার কামরায় প্রবেশের অনুমতি দিতে পারিব না।”

মিঃ ব্লেক্ নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, “এই যুবতীর বিরুদ্ধে ভয়ানক অভিযোগ আছে; এই অভিযোগের মূলে কি পরিমাণ সত্য আছে, আমি তাহাই জানিতে আসিয়াছি। আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে মিস্ ব্রাউনের নিকট আপনাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, কিন্তু আপনি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে আমাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে; তখন পুলিশ প্রকাশ্য ভাবে তাহার কামরা খানাতল্লাস করিবে; অনেকে অপমানের আশঙ্কায় আপনার হোটেল পরিত্যাগ করিবে; ইহা আপনার লাভ জনক বা হোটেলের পক্ষে গৌরবজনক নহে।”

হোটেলের ম্যানেজার বলিল, “আপনি আমাকে বড়ই বিপদে ফেলিলেন মিঃ ব্লেক! আপনি যদি এই কার্য্যের সকল দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। আমি পূর্ব্বে কোন দিন এরূপ কাজ করি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমি সকল দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিলাম, আপনার কোন চিন্তা নাই। মিস্ ব্রাউন আপনাকে এই প্রসঙ্গে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।”

মিঃ ব্লেকের কথায় আশ্বস্ত হইয়া হোটেলের ম্যানেজার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দোতালায় চলিল, এবং তাহার নিকট যে দ্বিতীয় চাবি ছিল তাহা দিয়া মিস্ ব্রাউনের কামরার দ্বার খুলিয়া দিল।

ম্যানেজার তাহার আফিসে প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষস্থিত লগেজগুলি পরীক্ষা করিলেন। সেই সকল লগেজ যে সিন্‌সিনাটি-বাসিনী মিস্ এ কে ব্রাউনের সম্পত্তি এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন; ইহাতে তাঁহার বড়ই দুশ্চিন্তা হইল। তাঁহার আশঙ্কা হইল, স্মিথ ভুল করিয়া মিস্ এ কে ব্রাউনকে ছদ্মবেশিনী রঙ্গিণী ওল্‌গা সন্দেহে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, এবং টেলিফোনে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের ম্যাণ্টল্‌পিসের উপর একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন; পত্রখানি সিন্‌সিনাটি নগরের ২১ নং ষ্ট্রীট হইতে মিস্ এ কে ব্রাউনকে সেই হোটেলের ঠিকানায় লিখিত হইয়াছিল। তিনি সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, মিস এ কে ব্রাউনের মাতা সেই পত্রের লেখিকা। এই পত্রখানি পাঠ করিয়া এবং তাহা জাল-পত্র নহে বুঝিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল।

অতঃপর তিনি সেই কক্ষে অপেক্ষা করিবেন কি মিস্ ব্রাউনের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় কিছু দূরে প্রসাধনের টেবিলে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ টেবিলের কাছে গিয়া টেবিলে রক্ষিত জিনিসগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে একটি ক্ষুদ্র কৌটা দেখিতে পাইলেন। সেই কৌটাটি খুলিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কৌটার ভিতর ওপাল-খচিত প্ল্যাটিনমের একটি অঙ্গুরী ছিল! এই অঙ্গুরী তিনি লোলার আঙ্গুলে দেখিয়াছিলেন। লোলা তাঁহাকে বলিয়াছিল—উহা তাহার বাগ্দানের অঙ্গুরী, জেকব নাথান তাহাকে উপহার দিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক চিনিতে পারিলেন—তুলক-কাস্‌লের যে অঙ্গুরী অপহৃত হইয়াছিল—উহা সেই অঙ্গুরী।

এই অঙ্গুরী দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন মিস্ এ কে ব্রাউন ছদ্মনাম-ধারিণী রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ ভিন্ন অন্য কেহ নহে। তিনি নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারে বসিয়া রঙ্গিণীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই অঙ্গুরীটি দেখিতে না পাইলে তাঁহাকে অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত।

কয়েক মিনিট পরে মিস্ এ কে ব্রাউন দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে টুইডের সুদৃশ্য পরিচ্ছদ, তাহার মুখে সিগারেটের

একটি সুদীর্ঘ 'হোল্ডার', তাহাতে সিগারেট গুঁজিয়া সে ধূমপান করিতেছিল। রঙ্গিণ চশমায় তাহার চক্ষু আবৃত।

রঙ্গিণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মিঃ ব্লেক চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—সে তাহার কামরায় মিঃ ব্লেককে দেখিয়া সভয়ে কয়েক পদ সরিয়া গিয়া অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্মসংবরণ করিয়া, যেন তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই এইভাবে সক্রোধে বলিল, "কে আপনি? আমার অজ্ঞাতসারে এই কামরায় আপনি কেন আসিয়াছেন? আপনি কি চাহেন?"

মিঃ ব্লেক মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি কি চাই তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ মিস্ নাস্মিথ! তুমি কয়েক দিন পূর্ব্বে ম্যানব গ্রীণ হইতে লেডি নাথানের যে হীরক-নেক্‌লেস চুরী করিয়া পলাইয়া আসিয়াছ—আমি তাহাই চাই। তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই—এইরূপ ভাব দেখাইতেছ; কিন্তু আমাকে না চিনিবার কি কোন কারণ আছে? সেদিন রাত্রে আমাকে কি কৌশলে তোমার শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া কি ভাবে অপদস্থ করিয়াছিলে—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ মিস্? আমার নাম রবার্ট ব্লেক। কয়েক দিন পূর্ব্বে তুমি আমারই সাহায্যে পুলিশের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলে—তাহাও ভুলিয়া গিয়াছ?"

রঙ্গিণী ওল্‌গা কোন কথা না বলিয়া অবনত মুখে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল; মিঃ ব্লেকের আকস্মিক আক্রমণে সে বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে তাঁহাকে কি বলিবে, কি করিবে তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যেই সে সামলাইয়া লইল। সে তাহার কোট ও টুপি খুলিয়া একখান চেয়ারের উপর রাখিল, এবং চোখের চশমা খুলিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। সে স্বর্ণনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে প্রসারিত করিল। মিঃ ব্লেক ধন্যবাদ সহকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

রঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, "আপনি গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছেন বলিয়া বুঝি আমার সিগারেট প্রত্যাখ্যান করিলেন?—উত্তম। আপনি তাহা হইলে—জানেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি জানি মিস্ নাস্মিথ ?"

রঙ্গিণী বলিল, "আমার নাম। আমার প্রকৃত নাম, আমি কে, তাহা আপনি জানেন। লেডি নাথানের নেকলেস আমিই লইয়াছি—ইহাও আপনি জানিতে পারিয়াছেন। এজন্ত আমি আনন্দিত।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বিস্ময় দমন করিয়া বলিলেন, "আনন্দিত হইয়াছ ? কেন ?"

রঙ্গিণী বলিল, "আপনি সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন—এই জন্ত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাতে আনন্দিত হইবার কারণ কি ?"

রঙ্গিণী বলিল, "কারণ উহা জানিতে না পারিলে আপনি এখানে আসিতেন না; আমিও আপনার প্রতি আমার দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইতাম না। জানি আপনার প্রতি অত্যন্ত অশিষ্ট, কপট ব্যবহার করিয়াছিলাম, আপনাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছিলাম—সেজন্ত আমি সত্যই দুঃখিত। আমি জানি তাহা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছিল। নারী হইয়া আমি ইতর, নির্লজ্জার মত কাজ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার যে আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল না! আপনার ভয়ে আমি অস্থির হইয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, আপনি আমাকে সন্দেহ করিয়াছেন। আপনাকে সর্ব্বজনসমক্ষে অপদস্থ করিতে না পারিলে আমাকে বিপন্ন হইতে হইবে, অথচ আমার কার্য্যোদ্ধার হয় না;—ইহা বুঝিয়াই আমি কৌশলে আপনাকে আমার শয়ন-কক্ষে আনিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।—তাহার পর যাহা হইয়াছিল—সেজন্ত আমি সত্যই দুঃখিত হইয়াছি।"

রঙ্গিণী ওল্‌গা তাহার রূপজ্যোতিতে সেই কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া, যেন ক্ষোভে-দুঃখে ও অনুতাপে মর্ম্মাহত হইয়া এ ভাবে এই কথাগুলি বলিল যে, মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া (nearly taking off his guard) তাহার বেদনাক্লিষ্ট অনুতপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার এই মানসিক দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তমধ্যে পরিহার করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছেন—তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি শ্লেষভরে ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি আমার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে—এ আশায় তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসি নাই ; এবং তুমি তোমার দুর্ব্ব্যবহারের জন্য দুঃখপ্রকাশ না করিলে আমি ক্ষুব্ধ হইতাম, এ কথাও মনে করিও না মিস্ নাস্মিথ! তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত অশিষ্ট, গর্হিত ব্যবহার করিয়াছিলে বটে ; কিন্তু শিষ্ট ব্যবহার ত সকলের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না, বিশেষতঃ তোমার মত—" মিঃ ব্লেক হঠাৎ নীরব হইলেন।

রঙ্গিণী বলিল, "হঠাৎ থামিলেন কেন? বলুন আমার মত ভীষণপ্রকৃতি নারীদস্যু, নরশোণিতলোলুপা রাক্ষসী, মহাপাপিষ্ঠা পিশাচী—আপনি আমাকে যেরূপে সম্বোধন করিতে চাহেন, তাহাই বলিতে পারেন মিঃ ব্লেক! আমি আপনার সকল তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমি তোমাকে এখানে তিরস্কার করিতে আসি নাই মিস্ নাস্মিথ! তুমি যে নেক্‌লেস চুরী করিয়া আনিয়াছ—তাহাই লইতে আসিয়াছি, শীঘ্র আমাকে দাও।"—তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

রঙ্গিণী বলিল, "আপনি তাহা কি জন্য চাহিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন. "আমি তাহা লেডি নাথানকে প্রত্যর্পণ করিব। আমি তোমার চুরী বন্ধ করিবার জন্য সার এন্‌সরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার ষড়যন্ত্রে আমার সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। তুমি কি কৌশলে নেক্‌লেস চুরী করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে—তাহা আমার অজ্ঞাত নহে ; তুমি ধরা পড়িয়া গিয়াছ,—এখন চোরা মাল ফেরত দাও।"

রঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, "আমি তাহা ফেরত না দিলে আপনি কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে পুলিশে ধরাইয়া দিব।"

রঙ্গিণী বলিল, "কি অভিযোগে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চুরী। তুমি সাধারণ তস্করের মত লেডি নাথানের নেক্‌লেস চুরী করিয়াছ ; সাধারণ তস্করের মতই তুমি বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইবে, এবং আইনানুসারে যথাযোগ্য দণ্ডভোগ করিবে।"

রঙ্গিণী বলিল, "আপনার কথা বুঝিলাম ; কিন্তু সার এন্‌সর নাথান আমার পিতার যে বিপুল অর্থ নানা কৌশলে অপহরণ করিয়াছিল, তাহারই কিয়দংশ যদি

আমি কোন উপায়ে উদ্ধার করি—তাহা হইলে আপনি কি আমাকে সাধারণ তস্করের সমশ্রেণীতে ফেলিবেন? যদি আমি বিচারালয়ে মিথ্যা কথা বলি—তাহা হইলে আমি আইনানুসারে দণ্ডিত হইব; কিন্তু যে নরপিশাচ আমার পিতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, সাক্ষীদের মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বলাইয়া, আমার পিতাকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল—সেই মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক তস্কর আজ ধনকুবের, সে আজ লণ্ডনের মহাসম্মানিত অধিবাসী, সরকারের সম্মানজনক উপাধিমণ্ডিত!—কাহার অপরাধ অধিক?—আমার, না তাহার?

"মিঃ ব্লেক, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আজ আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার সুযোগ পাইয়াছি। বৎসরাধিক পূর্ব্বে আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় কারাগারে আমার পিতার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করিয়াছিলাম; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আপনাকে বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—তাঁহাকে যে অবস্থায় দেখিলাম, তাহাতে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। আমি সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সবলদেহ, পরম রূপবান্ পুরুষের কয়েকখানি অস্থি-কঙ্কালমাত্র বিবর্ণ চর্ম্মে আবৃত দেখিলাম! তিনি আমার পিতা। শৈশবে আমি তাঁহার স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম; প্রথম যৌবনে তাঁহারই প্রগাঢ় স্নেহে ও যত্নে আমি যে সুখ শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা আমার জীবনকে মধুময় করিয়াছিল। তাহার পর দুর্দ্দিনের মেঘ ঘনাইয়া আসিল; যাহাকে তিনি পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, যাহার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই মিত্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক নাথান তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া—চোর অপবাদ দিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিল। যৌবনের নব-বসন্তে আমি অনাথা হইলাম, আমার সুখের কুঞ্জ শ্মশানে পরিণত হইল। আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইতে হইল।—তাহার পর যে দিন আমি আমার অকালবৃদ্ধ, অস্থিচর্ম্মসার, ভগ্নদেহ, কুব্জ, হতাশহৃদয়, জীবন্মৃত পিতার নিকট বিদায় লইয়া টুলোস পরিত্যাগ করিলাম—সেই দিন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—

ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ড (the scales of justice) আমি স্বহস্তে ধারণ করিয়া তাহার সমতা রক্ষা করিব। আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালনই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।—এক দিকে কলঙ্ক, অপমান, চিরদারিদ্র, কঠোর নির্য্যাতন ও দুঃসহ নির্ব্বাসনদণ্ড—অন্য দিকে বিশ্বাসঘাতকতা, লোভ, প্রতারণা, কাপট্য ও লুণ্ঠন; আমি ইহারই প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছি; পিতার নিদারুণ নির্য্যাতনে প্রতিহিংসার অনল বক্ষে লইয়া আমি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি; এ অবস্থায় আপনি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শত্রুতাসাধন করিবেন? যদি তাহা করেন—তাহা হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র ভীত হইব না।—অকুতোভয়ে আমি আপনাকে এই যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"—রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ অভিনয়ের ভঙ্গিতে সদর্পে এই কথাগুলি বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হঠাৎ দক্ষিণ হস্তের দস্তানা উন্মোচিত করিয়া দম্ভভরে তাহা মিঃ ব্লেকের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল।

পাঠকপাঠিকাগণের অনেকেই জানেন—ইহা প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বানের নিদর্শন।

মিঃ ব্লেক রঙ্গিণীর স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাণী শুনিয়া তাহার ক্রোধারুণ চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বর্ষিত হইতেছিল। তিনি তাহার হৃদয়বেদনা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "মিস্ নাস্‌মিথ! তোমার সকল কথাই শুনিলাম; কিন্তু আমি চুরী, রাহাজানি, প্রতারণা প্রবঞ্চনার সমর্থন করিতে অসমর্থ। আমি প্রচলিত আইনের সম্মান রক্ষা করিব, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিব—ইহাই আমার জীবনের ব্রত। দস্যুতস্করেরা আমার সহানুভূতি লাভের অযোগ্য, আমি তাহাদের শত্রু।—শীঘ্র নেক্‌লেস বাহির কর।"

রঙ্গিণী মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আপনার যেরূপ অভিরুচি; কিন্তু আমি নেক্‌লেস ছিঁড়িয়া হীরাগুলি খুলিয়া ফেলিয়াছি; তবে সেগুলি আমার কাছেই আছে।"

মিঃ ব্লেক নীরস স্বরে বলিলেন, "কোথায়? বাহির কর।"

রঙ্গিণী সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার পায়ের মোজা খুলিয়া ফেলিল, এবং তাহার ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র চর্ম্মনির্ম্মিত থলি বাহির করিল; তাহার পর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সেই থলির মুখ খুলিল, এবং বাম করতলে কয়েকখানি অত্যুজ্জ্বল হীরক ঢালিয়া, একখানি বৃহৎ হীরক দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনীর সাহায্যে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল; তাহার পর তাহা তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর অবহেলাভরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এইখানি নেক্-লেসের ধুক্‌ধুকির হীরা। এরূপ উজ্জ্বল, নিখুঁত, সুডৌল হীরা এদেশে অতি অল্পই আছে। এই হীরার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ইহা দেখিয়া মুগ্ধ না হয়—এরূপ লোক কেহ আছে কি ?"

মি ব্লেক টেবিল হইতে হীরাখানি হাতে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে সেই হীরাখানি দেখিতেছিলেন; রঙ্গিণীর দিকে তখন তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। চক্ষুর নিমেষে একটি ক্ষুদ্র বোমা টেবিলের উপর পড়িয়া সশব্দে ফাটিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র কুজ্ঝটিকাবৎ, নিশ্বাসরোধকারী কোন বাষ্পীয় পদার্থ মিঃ ব্লেকের মুখমণ্ডল আবৃত করিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া পড়িলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য মাতালের মত টলিতে টলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না; রসায়নিক পদার্থ-সংমিশ্রণে প্রস্তুত সেই বোমা ফাটিয়া যে গ্যাস নিঃসারিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে মিঃ ব্লেকের চক্ষু অন্ধপ্রায় হইল; উভয় চক্ষু হইতে প্রবলবেগে অশ্রুবর্ষিত হইতে লাগিল। চক্ষুর অসহ্য প্রদাহে তিনি অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উভয় হস্তে দুই চক্ষু ডলিতে লাগিলেন। দ্বার রুদ্ধ করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

যাহা হউক, তিনি চক্ষু মুদিত করিয়াই একটি বাতায়ন স্পর্শ করিলেন, এবং ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিয়া ফেলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইলেন; বিশুদ্ধ বায়ু তাঁহার নাকে মুখে প্রবেশ করায় তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন। দুই তিন মিনিট পরে তিনি চক্ষু খুলিয়া সেই কক্ষে রঙ্গিণী ওল্‌গাকে দেখিতে পাইলেন না।—সে কিরূপে কোথায় অদৃশ্য হইল তাহাও জানিতে পারিলেন না। হোটেলের ম্যানেজার তাঁহাকে কোন বলিতে পারিল না। সিন্‌সিনাটি নগরের মিস্ ব্রাউনের জিনিস-

পত্র সেই কক্ষে পড়িয়া রহিল, কিন্তু লেডি নাথানের অপহৃত হীরক-হারের বিচ্ছিন্ন হীরাগুলির কোন সন্ধান হইল না।

মিঃ ব্লেক হোটেলের বাহিরে আসিয়া স্মিথকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু স্মিথ পলাতকার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। সে বলিল, ছদ্মবেশিনী রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ হোটেলের বহির্দ্বার দিয়া পলায়ন করিলে তাহাকে নিশ্চই দেখিতে পাইত।—অথচ হোটেলের কোন কক্ষেই কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না!

মিঃ ব্লেক ক্ষুণ্ন মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার মনে হইল—ওল্‌গার সুন্দরী দস্যু তিনি একজন মাত্র দেখিয়াছিলেন, সে মিস্ আমেলিয়া কার্টার। —রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ কি তাহার অপেক্ষাও বুদ্ধিমতী, চতুরা? তিনি ভবিষ্যতে তাহার পূর্ণ শক্তির পরিচয় পাইবেন—এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন; কারণ সে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার জন্য দস্তানা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রঙ্গিণীর সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। রঙ্গিণী যে রণ-রঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার শেষ কোথায় তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল। কিন্তু রঙ্গিণীর সেই লোমাঞ্চকর অদ্ভুত অভিযান-বৃত্তান্ত আমরা পরে জানিতে পারিব।

সমাপ্ত